নগর সংস্করণ

রোববার

২৭ অক্টোবর ২০২৪

১১ কার্তিক ১৪৩১, ২৩ রবিউস সানি ১৪৪৬

প্র স্বপ্ননিয়েসহ মোট ১৬ পৃষ্ঠা। দাম ৳১২

www.prothomalo.com

বর্ষ ২৬, সংখ্যা ৩৪৬

রাষ্ট্রপতি প্রশ্নে সিদ্ধান্ত জানায়নি বিএনপি

ছাত্রনেতারা গতকাল বৈঠক করেন বিএনপির সঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাষ্ট্রপতির পদ থেকে মো. সাহাবুদ্দিনকে অপসারণ করার বিষয়ে বিএনপি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও নাগরিক কমিটির নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত জানায়নি। দলীয় ফোরামে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত জানাবে দলটি।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে বৈঠক করেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটির নেতারা। প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে চলা এই বৈঠকে মির্জা ফখরুলের সঙ্গে দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহ উদ্দিন আহমদ ও যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দীন চৌধুরী (এ্যানি) উপস্থিত ছিলেন।

বিএনপি নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে জাতীয় নাগরিক কমিটি ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আটজন প্রতিনিধি বৈঠকে অংশ নেন। তাঁরা হলেন জাতীয় নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, সদস্যসচিব আখতার হোসেন, মুখপাত্র সামান্তা শারমিন, সদস্য আরিফুল ইসলাম এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ, সদস্যসচিব আরিফ সোহেল, মুখ্য সংগঠক আবদুল হান্নান ও মুখপাত্র উমামা ফাতেমা।

গত রাতে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর প্রথম আলোকে বলেন, বৈঠকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটির নেতাদের বক্তব্য তাঁরা শুনেছেন, কোনো সিদ্ধান্ত দেননি। আগামী দু-এক দিনের মধ্যে তাঁদের দলের স্থায়ী কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। সেই বৈঠকে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত জানাবেন।

বৈঠক শেষে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয় থেকে বেরিয়ে এসে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, 'আজকের বৈঠকে তাঁরা (বিএনপি নেতারা) আমাদের কাছ থেকে বক্তব্য জেনেছেন। এ বিষয়ে নিজেদের ফোরামে কথা বলে সিদ্ধান্ত জানানোর কথা বলেছেন তাঁরা। খুবই জেন্টল একটা ওয়েতে (আন্তরিক পরিবেশে) আমাদের কথাবার্তা হয়েছে। আশা করি, তাঁরা সেই জায়গাকে নিশ্চয়ই স্পষ্ট করবেন।'

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

দূষণ বিশ্বে বায়ুদূষণে রাজধানী ঢাকার অবস্থান প্রথম দিকে। বায়ুদূষণের প্রধান উপাদান অতি ক্ষুদ্র বস্তুকণা, যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে প্রতিদিন সড়কে চলাচল করতে হচ্ছে নগরবাসীকে। গতকাল দুপুরে বাসাবোর অতীশ দীপঙ্কর সড়কে। ছবি : তানভীর আহাম্মেদ

৬ লাখ চালকের লাইসেন্স আটকা

বিআরটিএ

চালকের লাইসেন্সের স্মার্টকার্ড ছাপার মতো সাধারণ কাজটিই ঠিকমতো করতে পারছে না বিআরটিএ।

- সমস্যা শুরু ২০২১ সালে।
- পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, টাকা জমা ও বায়োমেট্রিক দিয়েও গ্রাহকের অপেক্ষা তিন বছর পর্যন্ত।
- স্মার্টকার্ড বাদ দিয়ে আবার সাধারণ কার্ডে ফিরছে বিআরটিএ।

আনোয়ার হোসেন, *ঢাকা*

টাকা জমা দেওয়া আছে। পরীক্ষাও শেষ। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) কাজ বাকি শুধু একটি, ড্রাইভিং লাইসেন্সের স্মার্টকার্ড প্রিন্ট করে গ্রাহককে দেওয়া। এই সাধারণ কাজটিই করতে পারছে না সরকারি এই সংস্থা। ফলে সোয়া ছয় লাখের বেশি মানুষ ভোগান্তিতে রয়েছেন। কারও কারও অপেক্ষা তিন বছরের।

মানুষের এই ভোগান্তি তৈরি হয়েছিল বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের আমলে। অভিযোগ রয়েছে, তখন পছন্দের ঠিকাদারকে কাজ দেওয়ার চেষ্টার কারণে জটিলতা তৈরি হয়। সেই থেকে ভুগছেন মানুষ।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়। ৮ আগস্ট দায়িত্ব নেয় নতুন অন্তর্বর্তী সরকার। নতুন সরকার ড্রাইভিং লাইসেন্সের স্মার্টকার্ড ব্যবস্থাই তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তার বদলে দেওয়া হবে সাধারণ মানের প্লাস্টিকের পলিভিনাইল ক্লোরাইড (পিভিসি) কার্ড।

বিআরটিএ সূত্র জানিয়েছে, পিভিসি কার্ড দেওয়া হবে নতুন আবেদনকারীদের। পুরোনো আবেদনকারীদের আগের কার্ডই দিতে হবে। সে ক্ষেত্রে কবে তাঁরা কার্ড পাবেন, সেই নিশ্চয়তা নেই।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের জ্যেষ্ঠ সচিব মো. এহসানুল হক *প্রথম আলোকে* বলেন, পুরোনো ঠিকাদার কার্ড এনেছেন বলে জানিয়েছেন। ধীরে ধীরে জটিলতা কেটে যাবে। তিনি বলেন, পিভিসি কার্ড চালুর মূল লক্ষ্য দ্রুত প্রিন্ট করা যায়। এতে মানুষের ভোগান্তি কমবে। তবে এই কার্ডেও কিউআর কোড থাকবে, যা দিয়ে পথে লাইসেন্সের সঠিকতা যাচাই করা যাবে।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

ছাত্ররাজনীতি থাকবে, লেজুড়বৃত্তি নয়

বিশেষ সাক্ষাৎকার

নিয়াজ আহমদ খান

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর গত ২৭ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় বিশ্ববিদ্যালয়টির উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খানকে। তিনি এমন একটি সময়ে দায়িত্ব নেন, যখন দেশের রাজনীতি অস্থিরতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও নতুন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় দুই মাস দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে নিজের অভিজ্ঞতা, শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশা, ছাত্ররাজনীতি, নিজের রাজনৈতিক অবস্থান, বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষার মান, মুক্তিযুদ্ধ, '২৪-এর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান ইত্যাদি বিষয়ে ২২ অক্টোবর *প্রথম আলোর* সঙ্গে কথা বলেছেন **অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খান**।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **রাজীব আহমেদ** ও **রাফসান গালিব**।

অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খান। ছবি : প্রথম আলো

প্রথম আলো : আপনি একটি ভিন্ন পরিস্থিতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব পেয়েছেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে আপনার কি কোনো যোগাযোগ ছিল? আপনার নামটি কীভাবে এল?

নিয়াজ খান: উপাচার্য পদে শিক্ষার্থীরা তুলনামূলকভাবে নির্দলীয় কাউকে চাইছিল। আমার সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ শিক্ষার্থীরাই করে। পরে প্রশাসনের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হয়।

প্রথম আলো : আপনি প্রায় দুই মাস হলো নিয়োগ পেয়েছেন। কী কী পরিবর্তন আনলেন? সবার সহযোগিতা কতটা পাচ্ছেন?

নিয়াজ খান : স্বাভাবিক অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন প্রশাসন কিছু বিষয় 'গ্রান্টেড' হিসেবে পায়।

এরপর পৃষ্ঠা ৮

বিনিয়োগ বাড়াতে ব্যবসায়ীরা আস্থা পাচ্ছেন না

সিজিএসের সংলাপ

সংলাপে ব্যবসায়ীরা মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে বাজার ব্যবস্থাপনার প্রতি জোর দেওয়ার পরামর্শ দেন।

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

টিকে থাকার লড়াইয়ে এবার ব্যাংক খাতে ঋণের সুদের উচ্চহার নিয়ে প্রশ্ন তুললেন ব্যবসায়ীরা। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে আস্থার ঘাটতিতেও রয়েছেন তাঁরা। ব্যবসায়ীদের মতে, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের উচিত বাজার ব্যবস্থাপনা ঠিক করাসহ অন্য বিষয়গুলোতে মনোযোগ দেওয়া। অথচ সুদের হার বেশি রেখে ব্যবসায়ীদের ঝুঁকিতে ফেলা হচ্ছে, যে ব্যবসায়ীরা বর্তমানেও গ্যাস-বিদ্যুতের সংকটে আছেন। আগামী মার্চ মাসের পর ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণ বাড়বে বলেও ব্যবসায়ীরা আশঙ্কা করেন। ব্যবসায়ীরা বলেছেন, সরকারের পক্ষে ৫ শতাংশ চাকরি দেওয়া সম্ভব। আর বেসরকারি খাত অসুবিধায় থাকলে বিনিয়োগ বাড়বে না, আর বিনিয়োগ না বাড়লে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে না।

ঢাকার ইস্কাটনের বিজ মিলনায়তনে গতকাল শনিবার সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজের (সিজিএস) আয়োজনে অনুষ্ঠিত 'গণতান্ত্রিক পুনর্গঠনের সংলাপ-অর্থনৈতিক সংলাপ প্রসঙ্গ' শীর্ষক সংলাপে ব্যবসায়ীরা এসব কথা বলেন। এতে বিশেষ বক্তা ছিলেন অন্তর্বর্তী সরকারের জাতীয় শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির প্রধান ও সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।

সিজিএস আয়োজিত সংলাপে বক্তব্য দিচ্ছেন দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। ছবি : প্রথম আলো

সিজিএসের চেয়ার মুনিরা খানের সভাপতিত্বে পুরো অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক জিল্লুর রহমান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থী সাদিক মাহবুব ইসলাম ও বর্তমান শিক্ষার্থী সুপ্রভা শোভা জামানকে দিয়ে সংলাপ শুরু হয়। তাঁরা কোটা সংস্কার ও বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। প্রথম বক্তা সাদিক মাহবুব ইসলাম বলেন, সরকারি চাকরিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ পাওয়ার জায়গা থেকে আন্দোলন শুরু হয়েছিল। উদ্দেশ্য, ভবিষ্যৎকে সুন্দরভাবে গড়া। যেহেতু বেসরকারি খাতের প্রবৃদ্ধি গত ১৫ বছরে ভালো হয়নি। আর সুপ্রভা শোভা জামান বলছিলেন, 'আমরা দেখেছি উন্নয়নের যে গল্প ১৫ বছরে

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

ভোটের আগে রহস্যময় লেনদেন

সেই ব্যাংক হিসাব এস আলমের পিএসের বাবুর্চির

সানাউল্লাহ সাকিব, *ঢাকা*

গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে ইউনিয়ন ব্যাংকের যে হিসাবে অস্বাভাবিক লেনদেন হয়েছিল, তার মালিককে শেষ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া গেছে। বেসরকারি খাতের এই ব্যাংককে নির্বাচনের এক বছর আগে হিসাবটি খুলে জমা করা হয় নগদ টাকা। হিসাবধারী প্রতিষ্ঠানকে ঋণও দেয় ব্যাংক। এরপর নির্বাচনের আগে সেই হিসাব থেকে নগদ উত্তোলন করা হয় ৭২ কোটি টাকা। ভোটের পরপরই রহস্যময় এই হিসাবে লেনদেন বন্ধ হয়ে যায়, আর এটি পুরোপুরি বন্ধ করা হয় রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর গত ২০ আগস্ট।

মোস্তাক ট্রেডার্স নামের একটি প্রতিষ্ঠানের নামে হিসাবটি ২০২২ সালের ১৫ নভেম্বর খোলা হয়েছিল ব্যাংকের বনানী শাখায়। ব্যাংকে থাকা নথিপত্রে ঢাকার যে ঠিকানা ব্যবহার করা হয়, সেখানে ওই প্রতিষ্ঠানের কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে যাঁর জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহার করে হিসাবটি খোলা হয়েছিল, তাঁর সন্ধান পাওয়া গেছে।

হিসাবটি খোলা হয় মোহাম্মদ মুশতাক মিঞার নামে। তাঁর বাড়ি চট্টগ্রামের পটিয়ায়। বিতর্কিত ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এস আলম গ্রুপের প্রধান সাইফুল আলমের ব্যক্তিগত সচিব ও ইসলামী ব্যাংকের সাবেক উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) আকিজ উদ্দিনের বাসায় রান্নার কাজ করেন মুশতাক মিঞা।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার শঙ্কা

ইরানে ইসরায়েলের হামলা

কয়েক ডজন বিমান দিয়ে ইরানের তিন প্রদেশে সামরিক স্থাপনায় হামলা। ইরান বলছে, তাদেরও আত্মরক্ষার অধিকার আছে।

রয়টার্স ও দ্য গার্ডিয়ান

ইরানে গতকাল শনিবার ভোরে বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। ইরানের তিনটি প্রদেশের কয়েকটি সামরিক স্থাপনায় তিন দফায় এই হামলা চালানো হয়। ১ অক্টোবর ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার জবাবে এই হামলা চালানো হয়েছে বলে ইসরায়েল দাবি করেছে। একই সঙ্গে তারা ইরানকে আর হামলা না চালাতে প্রচ্ছন্ন হুমকি দিয়ে রেখেছে।

ইরান বলেছে, ইসরায়েলের এসব হামলায় অন্তত দুজন সেনাসদস্য নিহত ও 'সীমিত ক্ষয়ক্ষতি' হয়েছে। ইরানের আত্মরক্ষার অধিকার রয়েছে। তাদের এই পাল্টা হুমকির কারণে মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। ইরানের পাল্টা হামলা নিয়ে নানা জল্পনাও চলছে।

গতকাল ভোররাতে ঠিক কখন থেকে ইসরায়েল ইরানে হামলা শুরু করেছে, তা এখন পর্যন্ত স্পষ্ট নয়। তবে *গার্ডিয়ান*-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্থানীয় সময় শনিবার গভীর রাত আড়াইটার দিকে ইরানের রাজধানী তেহরান, পার্শ্ববর্তী কারাজ ও পূর্বাঞ্চলের মাশহাদ শহরে অন্তত সাতটি বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। এর পর থেকে সেখানে প্রায় চার ঘণ্টা হামলা চলতে থাকে। হামলার সঙ্গে সঙ্গে ইরানজুড়ে আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা চালু করা হয়। ইসরায়েল অবশ্য ইরানের কোনো তেলক্ষেত্র বা পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা চালায়নি।

শনিবার ভোরে ইরানে হামলার প্রস্তুতিতে ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান। ছবিটি প্রকাশ করেছে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী

- ইরানের দুই সেনা নিহত, ক্ষয়ক্ষতি সীমিত।
- হামলার আগে জানানো হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রকে।
- সৌদি আরব, ইরাক, আরব আমিরাত, সিরিয়ার নিন্দা।

ইসরায়েল কী বলছে

ইসরায়েলের সেনাবাহিনী জানিয়েছে, শনিবার ভোরে তারা ইরানে বিমান হামলা শেষ করেছে। ইরানের অভ্যন্তরে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন উৎপাদনকারী কয়েকটি স্থাপনা এবং আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থায় তিন দফায় হামলা চালানো হয়েছে।

এক বিবৃতিতে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনীও (আইডিএফ) ইরানে হামলা চালানোর কথা স্বীকার করেছে। হামলার সাংকেতিক নাম ছিল 'ডেস অব রিপেনট্যান্স' বা অনুতাপের দিন। হামলায়

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

» মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন মিত্রদের স্নায়ুচাপ আরও বাড়ল পৃষ্ঠা ১৩

আজকের আবহাওয়া
রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের দু-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে।

আজ সূর্যাস্ত : ৫টা ২৩ মিনিটে
কাল সূর্যোদয় : ৬টা ২ মিনিটে

গতকাল দেশের তাপমাত্রা
সর্বোচ্চ : ফেনীতে ৩৪.৫° সেলসিয়াস
সর্বনিম্ন : তেঁতুলিয়ায় ২০.৪° সেলসিয়াস

যুক্তরাষ্ট্রে সালিসি মামলা

বাংলাদেশের দুই প্রতিনিধির বিরুদ্ধে পরোয়ানা স্থগিত

কূটনৈতিক প্রতিবেদক, *ঢাকা*

যুক্তরাষ্ট্রের বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান স্মিথ কোজেনারেশন (বাংলাদেশ) প্রাইভেট লিমিটেডের সালিসি মামলায় অন্তর্বর্তী সরকারের অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুরের বিরুদ্ধে জারি করা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা স্থগিত করেছেন ওয়াশিংটনের একটি আদালত। বাংলাদেশের নিয়োগ করা একটি মার্কিন আইনি পরামর্শক সংস্থার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৬ সালে করা ওই মামলায় স্থগিতাদেশ দিয়েছেন আদালত।

গতকাল শনিবার ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাস এবং ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা *প্রথম আলো*কে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গত বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আইনবিষয়ক গণমাধ্যম ল-৩৬০-এর প্রতিবেদনে বলা হয়, অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুরের বিরুদ্ধে ডিস্ট্রিক্ট অব কলাম্বিয়ার একটি আদালত গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন। সালিসি মামলাটি স্মিথ কোজেনারেশন ২০০৬ সালে দায়ের করেছিল। বৃহস্পতিবার মার্কিন বিচারক কার্ল জে নিকোলস স্মিথ মামলার বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের অর্থ উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরকে আদালতে হাজির করতে ইউএস মার্শাল সার্ভিসকে নির্দেশ দেন।

মূলত আদালত ওই দিন তাঁদের বিরুদ্ধে বেঞ্চ ওয়ারেন্ট জারি করেন। মার্কিন আদালত অবমাননার অভিযোগে ওই পরোয়ানা জারির নির্দেশ দেওয়া হয়।

কূটনৈতিক সূত্রগুলো বলেছে, বাংলাদেশের নিযুক্ত মার্কিন আইনি পরামর্শক প্রতিষ্ঠানটি ওয়াশিংটনের আদালতে উপস্থিত হয়ে ওই দুজনের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশের জন্য আবেদন করে। পরে আদালত সেটা আমলে নেন।

প্রসঙ্গত, ১৯৯৭ সালে স্মিথ কোজেনারেশন তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে একটি বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল। মূলত দেশের উত্তরাঞ্চলে একটি বার্জ-মাউন্টেড বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের জন্য অনুমতি দিয়েছিল সরকার। ১৯৯৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার চুক্তিটি বাতিল করে। পরে ২০০৬ সালে স্মিথ কোজেনারেশন ক্ষতিপূরণ দাবি করে যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে মামলা করে।

যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার শঙ্কা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কয়েক ডজন যুদ্ধবিমান ব্যবহার করা হয়েছে। হামলা শেষে সব যুদ্ধবিমান নিরাপদে নিজ নিজ ঘাঁটিতে ফিরে এসেছে।

এর আগে কখনো ইসরায়েলি বাহিনী ইরানে কোনো হামলা চালানোর কথা স্বীকার করেনি।

ইরান যা বলছে

ইরানের আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা বিভাগ জানিয়েছে, তেহরান, খোজেস্তান ও ইলাম প্রদেশের সামরিক স্থাপনায় ইসরায়েল হামলা চালিয়েছে। এতে কিছু স্থানে 'সীমিত ক্ষয়ক্ষতি' হয়েছে।

ইরানের স্থানীয় কিছু সম্প্রচারমাধ্যমের ফুটেজে দেখা যায়, তেহরানের আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থাগুলো বাইরে থেকে আসতে থাকা কিছু ক্ষেপণাস্ত্র লক্ষ্য করে অব্যাহতভাবে পাল্টা ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ছে।

ইরানের আধা সরকারি সংবাদ সংস্থা তাসনিম জানায়, ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোরের (আইআরজিসি) ঘাঁটিতেও হামলা চালানো হয়েছিল; কিন্তু সেখানে তেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

একই সময়ে সিরিয়ায়ও বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। এতে হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে জানা যায়নি।

যুক্তরাষ্ট্রকে জানানো হয়েছিল

ইরানে হামলা চালানোর বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্রকে আগেই জানিয়েছিল ইসরায়েল। এক মার্কিন কর্মকর্তা রয়টার্সকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। হামলায় যুক্তরাষ্ট্র অংশ নেয়নি বলেও জানান তিনি।

বাইডেন প্রশাসনের এক শীর্ষ কর্মকর্তা ইরানে ইসরায়েলের হামলাকে 'সুনির্দিষ্ট ও আনুপাতিক' বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি মনে করেন, এই হামলার পর দেশ দুটির মধ্যে সরাসরি পাল্টাপাল্টি হামলার অবসান হওয়া উচিত। তবে ইরান হামলার প্রত্যুত্তর দিলে ইসরায়েলকে রক্ষা করতে যুক্তরাষ্ট্র সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছে বলেও জানান তিনি।

ইরান-সমর্থিত হামাসপ্রধান ইসমাইল হানিয়া ও লেবাননের হিজবুল্লাহর প্রধান হাসান নাসরুল্লাহকে হত্যার জবাবে ১ অক্টোবর ইসরায়েলকে লক্ষ্য করে প্রায় ২০০ ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছিল ইরান। এর অধিকাংশ যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য মিত্রের সহায়তায় ভূপাতিত করেছিল ইসরায়েল।

তাৎক্ষণিক ওই হামলার বড় ধরনের জবাব দেওয়ার ঘোষণা দেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হয়েছিল, ইসরায়েল ইরানের জ্বালানি তেল ও পারমাণবিক স্থাপনাতেও হামলা চালাবে। কিন্তু ইসরায়েলের এ ধরনের হামলার পরিকল্পনায় সমর্থন দিচ্ছিল না যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এ ধরনের হামলার পরিকল্পনার প্রকাশ্যে বিরোধিতা করেছেন। এ অবস্থায় ইরানের তেল ও পারমাণবিক স্থাপনার পরিবর্তে অন্যান্য সামরিক স্থাপনায় হামলা চালাল ইসরায়েল।

পাল্টা হামলার শঙ্কা

গতকাল হামলার আগে ইরানের শীর্ষ কর্মকর্তারা ইসরায়েলকে একাধিকবার সতর্ক করেছিলেন। গতকাল ইরানের আধা সরকারি সংবাদ সংস্থা তাসনিম কয়েকটি সূত্রের বরাতে জানায়, যেকোনো আগ্রাসনের জবাব দেওয়ার অধিকার রয়েছে ইরানের। ইসরায়েলকে সমানুপাতিক জবাব দেওয়া হবে। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

তবে গত বৃহস্পতিবার আইআরজিসি ইঙ্গিত দেয়, ইসরায়েলের হামলাকে 'সীমিত' মনে হলে এবং তাতে হতাহত না হলে ইরানের পাল্টা হামলা চালানোর তেমন একটা 'সম্ভাবনা' নেই।

যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওস গতকাল এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ইরান সীমিত পরিসরে পাল্টা হামলা চালাতে পারে বলে মনে করেন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের কর্মকর্তারা। তবে পাল্টা হামলা না চালাতে শুক্রবার ইসরায়েলের তরফে ইরানকে বার্তা দেওয়া হয়েছে।

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানের সাক্ষাৎ। গতকাল রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায়। ছবি : পিআইডি

সব প্রক্রিয়া শেষে গণতান্ত্রিক নির্বাচন দেখতে চায় ইইউ

ইইউ রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার

বার্তা সংস্থা ইউএনবিকে দেওয়া প্রথম সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেন মিলার। গতকাল এ সাক্ষাৎকার প্রকাশ করেছে ইউএনবি।

ইউএনবি

বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার বলেছেন, সব প্রক্রিয়া শেষে গণতান্ত্রিক নির্বাচন দিতে হবে, যার মাধ্যমে নতুন সংসদ এবং জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে সরকার গঠিত হবে। এর ফলে মৌলিক অধিকার ও আইনের শাসনের প্রতি মানুষ শ্রদ্ধাশীল ও সতেচন থাকবে।

বার্তা সংস্থা ইউএনবিকে দেওয়া প্রথম সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেন মিলার। গতকাল এ সাক্ষাৎকার প্রকাশ করেছে ইউএনবি।

ইইউ রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার বলেন, 'আকাশছোঁয়া উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকলেও পরিবর্তন সব সময়ই কঠিন। আমাদের কাছে এগুলো হচ্ছে এমন নীতি, যা ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও বাংলাদেশের মধ্যকার সম্পর্কের মূল বিষয়।'

মাইকেল মিলার বলেন, বাংলাদেশ-ইইউ অংশীদারত্বকে দ্রুত বিকাশমান ও গতিশীল হিসেবে দেখা হচ্ছে। গত বছর দুই পক্ষের সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন করা হয়েছে।

মিলার আরও বলেন, এটি কঠিন সময়। সবকিছু বা সব ধরনের সংস্কার একসঙ্গে করা সম্ভব নয়, তবে কিছু সফলতা দ্রুত অর্জন করতে হবে। সরকার যে সংস্কার করতে সক্ষম, তাদের সেটি প্রমাণ করে দেখাতে হবে।

ইইউ রাষ্ট্রদূত বলেন, 'নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য একটি প্রক্রিয়া থাকতে হবে। আমরা মনে করি, সেই প্রক্রিয়া সঠিকভাবে সম্পন্ন করা এবং অন্তর্বর্তী সরকারকে কিছু সময় দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যাতে তারা প্রমাণ করতে পারে এসব সংস্কার করতে তারা সক্ষম।'

সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার ইচ্ছা জানিয়ে ইইউ রাষ্ট্রদূত বলেন, 'আমাদের রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব নেই। আপনাদের অগ্রাধিকারগুলো কী, তা আমাদের বলুন এবং তারপর আপনাদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার সুযোগ দেন আমাদের। আমরা অনেক কিছু করতে পারি।'

অভূতপূর্ব পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে দায়িত্ব নেওয়ার পর এখন দেশের পরিবর্তন ও প্রত্যাশিত সংস্কারগুলো বাস্তবায়ন করতে সরকারকে সহযোগিতা করতে উৎসাহী রাষ্ট্রদূত মিলার।

বাংলাদেশ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) মধ্যে নতুন অংশীদারত্ব ও সহযোগিতা চুক্তি (পিসিএ) নিয়ে প্রথম দফার আলোচনা আগস্টে স্থগিত করা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রদূত বলেন, ইইউ ও বাংলাদেশের মধ্যে নতুন চুক্তির জন্য তাদের কাছে একটি লিখিত বার্তা রয়েছে। দুই সপ্তাহ আগে সেটি বাংলাদেশি পক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে।

বাংলাদেশের সঙ্গে অংশীদারত্ব ও সহযোগিতা চুক্তি (পিসিএ) নিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের আলোচনা অব্যাহত থাকবে। জলবায়ু পরিবর্তন ও সুরক্ষাসহ বিস্তৃত নীতিগত ক্ষেত্রগুলো অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তাদের সম্পর্ককে উন্নত করাই পিসিএর ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্য।

বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার বিষয়ে রাষ্ট্রদূত বলেছেন, সরকারকে ব্যবসা করার ক্ষেত্রে অসুবিধাগুলো মোকাবিলায় সহায়তা করা এবং অর্থনৈতিক সম্পর্কের অগ্রাধিকার হিসেবে বাধা অপসারণের উপায় খুঁজে বের করার কাজ করা হবে।

বিনিয়োগ বাড়াতে ব্যবসায়ীরা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রচার করা হয়েছে, সাধারণ মানুষের কাছে তা যায়নি। আমরা চেয়েছি, ভালোভাবে খেয়ে-পরে বাঁচতে। সে কারণেই আন্দোলনটা। কিন্তু আমরা দেখেছি, একদিকে আছে সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি, অন্যদিকে আছে বাজার সিন্ডিকেট।'

সংলাপে অংশ নিয়ে বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতি ফেডারেশনের (এফবিসিসিআই) সাবেক সভাপতি আবদুল আউয়াল মিন্টু শুরুতেই দেশের প্রায় সব খাতের পরিসংখ্যানকে 'ভুল ও মিথ্যা' বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, দেশে বছরে ২৫ থেকে ২৭ লাখ কর্মক্ষম লোক চাকরিজীবনে প্রবেশের যোগ্য হন। কেউ হয়তো চাকরি করেন না। ফলে কমপক্ষে ২২ লাখ লোক চাকরিতে প্রবেশের যোগ্য, যার ৫ শতাংশ যেতে পারেন সরকারি চাকরিতে। বাকি সবাইকে যেতে হবে বেসরকারি চাকরিতে। বেসরকারি চাকরির ব্যবস্থা হবে কিন্তু বিনিয়োগের মাধ্যমে। কিন্তু বিনিয়োগ যাঁরা করেন, তাঁরাই আজ সবচেয়ে নিগৃহীত।

আবদুল আউয়াল মিন্টু বলেন, বিনিয়োগের জন্য প্রথমে দরকার হচ্ছে সামাজিক মূলধন; কিন্তু তার অভাব রয়েছে। কারণ, উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে সঞ্চয় কমে যাচ্ছে। কমে যাচ্ছে মজুরি বৃদ্ধির হারও। একশ্রেণির মানুষ কষ্ট করে সম্পদ সৃষ্টি করছেন। আরেক শ্রেণি আছে সম্পদ অর্জন করছেন কোনো কাজ না করে, এই শ্রেণির লোকেরাই বলে আসছিলেন 'শেখ হাসিনার সরকার, বারবার দরকার।'

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সুদের হার বৃদ্ধির সমালোচনা করে আবদুল আউয়াল মিন্টু বলেন, এই একটা কাজ করতে গিয়ে ১০টা জায়গায় অসামঞ্জস্য তৈরি করা হচ্ছে। সঞ্চয় কমলে বিনিয়োগ আসবে না। অন্যদিকে আছে অবকাঠামো সমস্যা। ঢাকা থেকে চট্টগ্রামের ২০০ কিলোমিটারের পথ পাড়ি দিতে এখনো আট ঘণ্টা সময় লাগে।

এফবিসিসিআইয়ের আরেক সাবেক সভাপতি মীর নাসির উদ্দিন বলেন, 'আগের গভর্নর অর্থনীতিকে ধ্বংস করে গেছেন। সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি দিয়ে মুদ্রা সরবরাহ কমিয়ে রাখা হয়েছে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সুদের হার বৃদ্ধি একটা উপায়। কিন্তু বাজার ব্যবস্থাপনা ঠিক করতে না পারলে শুধু এ উপায় দিয়ে কিছু হবে না।'

মীর নাসির বলেন, 'দুঃখের সঙ্গে বলছি যে গ্যাস পাচ্ছি না, বাড়তি দাম দিয়েও বিদ্যুৎ পাচ্ছি না। সুদের হারের ৯-৬ শতাংশের সঙ্গে একমত আছি। এত সুদ দিয়ে শিল্প-বাণিজ্য কীভাবে টিকে থাকবে জানি না।' তাঁর প্রশ্ন, 'বর্তমান কারখানাই টিকছে না, নতুন কারখানা কীভাবে গড়ে উঠবে? এদিকে নীতি সুদহার বাড়ছেই। আবার খেলাপি ঋণের নীতিমালা কঠোর করা হয়েছে। আগামী মার্চ মাসের পর খেলাপি ঋণ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে কে জানে?'

ব্যাংক খাতে সুশাসনের অভাব এবং জ্বালানিসংকট—এ দুটি সমস্যা ব্যবসায়ীদের শেষ করে দিয়েছে বলে মন্তব্য করেন এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি মো. জসিম উদ্দিন। তিনি বলেন, 'এনবিআরের নীতি ও প্রশাসন আলাদা করার প্রয়োজনীয়তার কথা আগেই বলেছি। কাজ হয়নি।'

এস আলমদের জন্য পুরো ব্যবসায়ী সমাজকে সন্দেহের মধ্যে রাখা হয়েছে বলে মনে করেন বাংলাদেশ চেম্বারের সভাপতি আনোয়ার-উল আলম চৌধুরী। তিনি বলেন, 'আজ ব্যবসায়ী সমাজ আস্থা পাচ্ছে না। গ্যাস নেই, বিদ্যুৎ নেই—ব্যবসায়ীদের কেউই স্বস্তিতে নেই। পোশাক খাতে ১৮ দফা দাবি এল, যে দাবির মধ্যে অনেক কিছুই আইনের মধ্যে পড়ে না। আইনের বাইরে থাকলে কি বাহবা দেব?'

মূল্যস্ফীতি কীভাবে কমবে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর আগের সরকারের বাজেট কেন এখনো চলছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁর মতে, এটা সংশোধন হওয়া দরকার। তিনি বলেন, গম, সার, ভোজ্যতেল, চিনি, মসুর ডাল, পেঁয়াজ—এসব পণ্য কে কতটুকু আমদানি করে, সবাই জানে। কৃষকের বাজার, টিসিবি এবং জেলা প্রশাসন দিয়ে মূল্যস্ফীতি কমবে না।

একই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের শিক্ষক আবু ইউসুফ সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা দরকার বলে মনে করেন। তাঁর প্রশ্ন, মূল্যস্ফীতি কমাবেন কোন তথ্যের ভিত্তিতে? মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) পরিমাণ এখন কত? বলা হলো ভ্যাটের যন্ত্র ২৪ হাজার বসানো হয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল ১১ হাজার। যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার অভাবে ভ্যাট আদায় হচ্ছে না। দরকার স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা।

অর্থনীতি বিভাগের আরেক শিক্ষক ও সহ-উপাচার্য সায়মা হক বিদিশা বলেন, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে লক্ষ্য ঠিক করে এগোতে হবে। আর কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে জোর দিতে হবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি পর্যায়ের (এসএমই) শিল্পে।

ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের শিক্ষক শহিদুল ইসলাম জাহিদ বলেন, 'ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিদের ঋণ দেওয়াই হয়েছিল তা ফেরত না নেওয়ার জন্য। ঢাকা চেম্বারের সাবেক সভাপতি আসিফ ইব্রাহিম বলেন, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে "ন্যাশনাল প্রাইস ডিসকভারি মেকানিজম" দরকার। বাংলাদেশ চেম্বারের সাবেক সভাপতি শহিদুল ইসলাম বলেন, আগে দিতে হতো বকশিশ, পরে হলো স্পিড মানি, তার পরে এল ঘুষ। এভাবে একটা জেনারেশনকে আমরা নষ্ট করে দিচ্ছি।' এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আবদুল মজিদ বলেন, এনবিআরের নীতি ও প্রশাসনকে আলাদা করতে প্রজ্ঞাপন পর্যন্ত জারি হয়েছিল। কিন্তু পরে আর তা হয়নি। সেন্টার ফর নন-রেসিডেন্ট বাংলাদেশির চেয়ারম্যান এম এস সেকিল চৌধুরী বলেন, অর্থ পাচারকারীদের প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সহায়তা করা হয়েছে।

যা বললেন দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

চুরির ঘটনায়ও যদি মামলা করার প্রয়োজন পড়ত, কোনো থানা নিত না। চুরির মামলা নেওয়ার জন্য এলাকার নেতাদের অনুমতি নিতে হতো। দেশটা এমন পর্যায়ে চলে গিয়েছিল বলে মন্তব্য করেন দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিকল করে দেওয়া হয়েছিল।

দেবপ্রিয় বলেন, 'আপনাদের কথা শুনে মনে হলো দেশে একটি স্বাভাবিক সরকার বিদ্যমান রয়েছে। মানুষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের পর একটি আন্দোলনের মুখে সরকার এসেছে। এটা কোনো স্বাভাবিক সরকার নয়, যার বয়স তিন মাসও হয়নি। রাষ্ট্রযন্ত্রের একটা ছেদ হয়েছে, যে কারণে নতুন প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। একটা ভিন্নতর পরিস্থিতিতে সরকার পরিচালিত হচ্ছে, কারও আলোচনায় এই স্বীকৃতিটাও দেখা গেল না।'

আগের সরকারের বিভিন্ন কাজের সমালোচনা করে দেবপ্রিয় বলেন, 'জাতীয় আয় নিয়ে খেলাধুলা করা হয়েছে, মূল্যস্ফীতির তথ্য বিকৃত করা হয়েছে, রপ্তানি আয়ের পার্থক্যের কারণে লেনদেনের ভারসাম্যে সমস্যা তৈরি করা হয়েছে। আর বিকল করে দেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে।' দেবপ্রিয় বলেন, 'সবাই সংস্কার নিয়ে কথা বলছি। কিন্তু গরিব মানুষের কথা ভাবছি না। ভূমিহীন কৃষকের কী হবে, পোশাককর্মীদের মজুরি কত হবে, এসব নিয়েও ভাবতে হবে। আর প্রতিমুহূর্তে সবার কাছ থেকে জবাবদিহি চাইতে হবে, নইলে হবে না। দ্রব্যমূল্য নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে। সরকার বেশ কিছু উদ্যোগ ও পদক্ষেপ নিয়েছে। এখন সুফল না এলেও সামনে হয়তো আসবে।'

দেবপ্রিয় আরও বলেন, 'তার ওপর নিষেধাজ্ঞা দিতে হবে, তাকে তুলে নিতে হবে—এসব চলছে। কিন্তু রাজনৈতিক অধিকার ক্ষুণ্ন করার অর্থনৈতিক তাৎপর্য আছে। কারও রাজনৈতিক অধিকার না থাকলে তার অর্থনৈতিক অধিকার কমে যায়।'

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সেনাপ্রধানের সাক্ষাৎ

বাসস, *ঢাকা*

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান গতকাল শনিবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় সাক্ষাৎ করেছেন।

বৈঠকে জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান প্রধান উপদেষ্টাকে তাঁর সাম্প্রতিক যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা সফর সম্পর্কে জানান বলে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং জানিয়েছে।

সেনাপ্রধান যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা সফর শেষে শুক্রবার দেশে ফেরেন। তিনি ১৫ অক্টোবর সরকারি সফরে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় যান।

সফরকালে সেনাপ্রধান জাতিসংঘ সদর দপ্তরে শান্তিরক্ষা মিশনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, যুক্তরাষ্ট্রের সেনাপ্রধানসহ উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা এবং কানাডার উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

বগুড়ায় জামায়াতের আমির

আমরা সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরু শব্দ শুনতে চাই না

নিজস্ব প্রতিবেদক, *বগুড়া*

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান বলেছেন, 'আমরা চাই না এই জাতিকে আর কেউ বিভক্ত করুক। আমরা সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরু শব্দ শুনতে চাই না। যারাই এখানে জন্ম নিয়েছে, তারা গর্বিত নাগরিক। সব ধর্মের মানুষ দল-মতনির্বিশেষে এখানে বসবাস করবে। সবাই নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে। যদি মসজিদে নামাজ পড়ার সময় পাহারা দিতে না হয়, তাহলে মন্দিরে উপাসনার সময়ও যেন পাহারা দেওয়ার প্রশ্ন না ওঠে।'

গতকাল শনিবার বিকেলে বগুড়ায় সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথাগুলো বলেন। জামায়াতের বগুড়া জেলা ও শহর শাখার উদ্যোগে শহরের ঐতিহাসিক আলতাফুন্নেছা খেলার মাঠে এ সুধী সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

শফিকুর রহমান বলেন, জামায়াতে ইসলামী এমন একটা বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখে, যে দেশে বিচারকের চেয়ারে বসে কোনো দুর্বৃত্ত ঘুষ খাওয়ার চিন্তা করবে না। কেউ যদি ঘুষের দিকে হাত বাড়ায়, তাঁর হাত গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে। ন্যায়বিচারের জন্য মানুষের এক আদালত থেকে অন্য আদালতে ঘুরতে হবে না। জামায়াতে ইসলামী কোরআনের আলোকে একটি মানবিক বাংলাদেশ দেখতে চায় বলে তিনি মন্তব্য করেন।

জামায়াতে ইসলামী তরুণদের প্রতি আস্থাশীল উল্লেখ করে দলটির আমির বলেন, 'জামায়াত তরুণদের এমন শিক্ষা দিতে চায়, তারা আল্লাহর ভয় করবে, মানুষকে ভালোবাসতে শিখবে, দেশকে ভালোবাসতে শিখবে। সুশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কাঙ্ক্ষিত কাজ তাঁদের হাতে চলে আসবে। কোনো মামা-খালুর তদবির চলবে না। যার যার যোগ্যতায় চাকরি পাবে। জামায়াত সেই বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখে। জামায়াত এমন বাংলাদেশ চায়, যেখানে হিংসা, হানাহানি ও প্রতিহিংসার রাজনীতির কবর রচিত হবে। প্রতিশোধের রাজনীতি না চাইলেও ফ্যাসিস্ট সরকারের খুন হত্যা, গুম এবং অর্থ চুরির বিচার হতে হবে।'

শেখ হাসিনা সরকারের কঠোর সমালোচনা করে শফিকুর রহমান বলেন, আওয়ামী লীগের জুলুম-নির্যাতন থেকে স্বৈরাচার ও তাঁদের দোসররা ছাড়া দেশের কোনো এলাকা বা ব্যক্তি বাদ যাননি। সাড়ে ১৫ বছর ধরে তারা জুলুম নির্যাতন চালিয়েছে। অসংখ্য মায়ের কোল খালি করেছে, অসংখ্য বোনকে বিধবা বানিয়েছে। অসংখ্য সন্তানকে এতিম বানিয়েছে। কাউকে করেছে গুম, কাউকে খুন; কাউকে পঙ্গু। জনগণ যখনই জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে, ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছে, তখনই জনগণের আন্দোলন দমানোর চেষ্টা করেছে।

৬ লাখ চালকের লাইসেন্স আটকা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

স্মার্টকার্ড যথাসময়ে দিতে না পেরে বিআরটিএ গ্রাহককে একটি কাগুজে লাইসেন্স দিচ্ছে। সেটা দেখালে ট্রাফিক পুলিশ আইনি ব্যবস্থা থেকে বিরত থাকে। অবশ্য সবচেয়ে ভোগান্তিতে আছেন লাইসেন্স নিয়ে বিদেশে কর্মী হিসেবে যেতে আগ্রহীরা। কারণ, স্মার্টকার্ড ছাড়া তাঁরা বিদেশ যেতে পারছেন না।

সৌদি আরবের ভিসা নিয়ে বসে আছেন কুমিল্লার আবদুল মতিন। তিনি *প্রথম আলো*কে বলেন, তাঁর লাইসেন্সটি সংশোধন করা দরকার। এ জন্য দালালের মাধ্যমে ১৩ হাজার টাকা দিয়ে আবেদন করেছেন। তিনি বলেন, কার্ডটি প্রিন্টিংয়ের (ছাপা) অপেক্ষায়। এভাবে দুই মাস কেটে গেছে। লাইসেন্স পেলেই দূতাবাসে পাসপোর্ট জমা দেবেন।

সূত্র বলছে, এখন অল্প অল্প কার্ড এনে প্রভাবশালী আমলা ও বিদেশগামীদের দেওয়া হয়। এ জন্য বিআরটিএর চেয়ারম্যানের দপ্তরে ভিসা দেখিয়ে তালিকাভুক্ত হতে হয় বিদেশগামীদের। তবে এই তথ্য অনেকেই জানেন না। যাঁরা জানেন, তাঁদের বড় অঙ্কের টাকা দিতে হয় বলে অভিযোগ আছে। এ ছাড়া মাদ্রাজ প্রিন্টার্সের স্থানীয় কর্মী ও বিআরটিএর কিছু কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটা 'সিন্ডিকেট' তৈরি হয়েছে বলে জানা গেছে। তারা সংকটের সুযোগ নিয়ে বাড়তি টাকা নিয়ে কিছু কিছু লাইসেন্স প্রিন্ট করছে।

ঢাকার পল্টনের একটি ভিসা প্রক্রিয়াকরণ সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের মালিক ফুজায়েল আহমেদ *প্রথম আলো*কে বলেন, তাঁর প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা নেওয়া অনেকেই লাইসেন্সের জন্য অপেক্ষায় থাকেন। কেউ কেউ ৫০ হাজার টাকা খরচ করে দালালের মাধ্যমে লাইসেন্স সংগ্রহ করেছেন।

পাঁচ বছর ধরে ভোগান্তি

দেশে যানবাহনচালকের লাইসেন্স দেয় বিআরটিএ। সংস্থাটি সব লাইসেন্সধারী চালকের তথ্যভান্ডার সংরক্ষণ করে। কিন্তু ২০১৯ সালের পর থেকে লাইসেন্স দেওয়া ও তথ্যভান্ডার সংরক্ষণের কাজ ঠিকঠাকভাবে করতে পারছে না সংস্থাটি।

বিআরটিএ সূত্র জানায়, সংকট শুরু হয়েছিল মূলত পছন্দের ঠিকাদারকে কার্ড ছাপানোর কাজ দেওয়াকে কেন্দ্র করে। ঠিকাদারটির নাম ভারতের মাদ্রাজ সিকিউরিটি প্রিন্টার্স। এই প্রতিষ্ঠানকে কাজ দিতে তৎপর ছিলেন সড়ক মন্ত্রণালয় ও বিআরটিএর তখনকার শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তারা।

মাদ্রাজ প্রিন্টার্সকে কাজ দেওয়ার সময় সড়ক পরিবহন বিভাগের সচিব ছিলেন নজরুল ইসলাম। বিষয়টি নিয়ে কথা বলার জন্য যোগাযোগ করা হলে তাঁর দুটি মুঠোফোন নম্বর বন্ধ পাওয়া যায়। ২০২০ সাল থেকে গত জুন পর্যন্ত বিআরটিএর চেয়ারম্যান ছিলেন নূর মোহাম্মদ মজুমদার। বারবার চেষ্টা করেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।

আগের ঠিকাদারের সঙ্গে চুক্তি শেষ হয়ে যাওয়ায় ২০১৯ সালে পরবর্তী পাঁচ বছরে ৩৫ লাখ স্মার্টকার্ড লাইসেন্স সরবরাহের জন্য নতুন দরপত্র আহ্বান করে বিআরটিএ। দরপত্রের শর্ত পরিবর্তন ও কয়েক দফা সময় বাড়িয়ে শেষ পর্যন্ত তিনটি প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত তালিকা করা হয়। প্রতিষ্ঠানগুলো হলো ফ্রান্সের সেল্প কার্ডস সলিউশন, ভারতের মাদ্রাজ সিকিউরিটি প্রিন্টার্স এবং মালয়েশিয়ার পার্সিতাকান ক্যাসেলামাতান ন্যাসিওনাল। বিআরটিএ সূত্র জানায়, সর্বনিম্ন দরদাতা হয় সেল্প সলিউশন। দ্বিতীয় সর্বনিম্ন দরদাতা মাদ্রাজ প্রিন্টার্স। পার্সিতাকান ক্যাসেলামাতান ন্যাসিওনাল তৃতীয় হয়।

দরপত্র মূল্যায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে মাদ্রাজ প্রিন্টার্স বিআরটিএ ও সড়ক মন্ত্রণালয়ে তিন দফা অভিযোগ করে জানায়, সর্বনিম্ন দরদাতা সেল্প সলিউশনের আইএসও (আন্তর্জাতিক মান সংস্থা) সনদ মেয়াদোত্তীর্ণ। পরে দরপত্র বাতিল করে দেয় সড়ক মন্ত্রণালয়।

২০২০ সালে আবারও দরপত্র আহ্বান করা হয় এবং লাইসেন্স সরবরাহের সংখ্যা বাড়িয়ে করা হয় ৪০ লাখ। দ্বিতীয় দফার দরপত্রে সংক্ষিপ্ত তালিকায় স্থান পান আগের তিন ঠিকাদারই। যদিও এবার সর্বনিম্ন দরদাতা হয় মাদ্রাজ প্রিন্টার্স। তারা প্রতিটি স্মার্টকার্ডের দর প্রস্তাব করেছিল ৩০০ টাকা ৬৬ পয়সা। দ্বিতীয় সর্বনিম্ন দরদাতা সেল্প সলিউশনের দর ছিল ৩৩১ টাকা ১৫ পয়সা।

দেশে যানবাহনচালকের লাইসেন্স দেয় বিআরটিএ। সংস্থাটি সব লাইসেন্সধারী চালকের তথ্যভান্ডার সংরক্ষণ করে। কিন্তু ২০১৯ সালের পর থেকে লাইসেন্স দেওয়া ও তথ্যভান্ডার সংরক্ষণের কাজ ঠিকঠাকভাবে করতে পারছে না সংস্থাটি।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ২০২১ সালের ২৯ জুলাই মাদ্রাজ প্রিন্টার্সের সঙ্গে চুক্তি সই করে বিআরটিএ। প্রতিষ্ঠানটি কার্যাদেশ পায় ওই বছরের সেপ্টেম্বরে। তিন মাসের মধ্যে লাইসেন্স সরবরাহ শুরু করার কথা তাদের। যদিও তারা আরও ছয় মাস পর কার্ড দেওয়া শুরু করে। ঠিকাদার নিয়োগে দেরি এবং নতুন ঠিকাদার কার্ড সরবরাহ শুরু করতে বিলম্ব করায় গ্রাহকের আবেদন জমতে থাকে।

ঠিকাদারি কাজ পাওয়া মাদ্রাজ প্রিন্টার্স চাহিদা অনুযায়ী কার্ড দিতে পারেনি। অজুহাত হিসেবে তারা কখনো করোনা মহামারি, কখনো ঋণপত্র খোলায় জটিলতার বিষয়টি সামনে এনেছে। অন্যদিকে আবেদনকারীদের ভোগান্তি বেড়েছে।

চুক্তির দিন থেকে শুরু করে ২০২৬ সালের জুলাইয়ের মধ্যে ৪০ লাখ কার্ড সরবরাহ করার কথা মাদ্রাজ প্রিন্টার্সের। তবে এখন পর্যন্ত তারা ২০ লাখের মতো কার্ড সরবরাহ করেছে। সোয়া ছয় লাখ গ্রাহকের তথ্য নিয়েও তারা কার্ড দিতে পারেনি। প্রতিদিনই নতুন নতুন আবেদন যুক্ত হচ্ছে। এর মধ্যে নতুন, পুরোনো লাইসেন্স নবায়ন ও সংশোধন রয়েছে।

মাদ্রাজ প্রিন্টার্সের ব্যবস্থাপক আহমেদ কানী *প্রথম আলো*র কাছে দাবি করেন, বিআরটিএ সময়মতো বিল দিচ্ছে না। এ জন্য কার্ড আমদানি করা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। এ কারণেই অনেকে সময়মতো লাইসেন্স পাচ্ছে না।

বিআরটিএর কর্মকর্তারা বলছেন, মাদ্রাস প্রিন্টার্সের সক্ষমতা নিয়েই প্রশ্ন আছে। ঠিকাদার পণ্য সরবরাহ করার পর তাদের টাকা দেওয়ার কথা। এর বাইরে চুক্তির শর্ত অনুসারে অন্যান্য যন্ত্রপাতি, স্থাপনা এবং লোকবল নিয়োগ দেওয়ার কথা। সেটা মাদ্রাজ প্রিন্টার্স ঠিকমতো করেনি। তারা যতটুকু কাজ করেছে, তার বিল দেওয়া হয়েছে।

সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সূত্র বলছে, উন্নত বিশ্বের সব দেশেই চালকের লাইসেন্স স্মার্টকার্ড হয়ে থাকে। এমনকি আশপাশের দেশগুলোতেও এখন আর পিভিসি কার্ড দেওয়া হয় না। ২০১১ সালে স্মার্টকার্ড চালু হয়েছিল। এখন আবার প্লাস্টিক কার্ডে ফেরত যাওয়া হচ্ছে।

'বিআরটিএকে ঢেলে সাজাতে হবে'

বিআরটিএর কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ প্রবল। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ২০২১ সালে একটি জরিপে জানিয়েছিল, ড্রাইভিং লাইসেন্স নিতে গিয়ে দুর্নীতির শিকার হয় ৮৩ দশমিক ১ শতাংশ খানা (পরিবার)। ৮৩ দশমিক ৭ শতাংশ পরিবার সেবা নিয়েছে দালাল বা অন্য কোনো মাধ্যমে।

সড়ক পরিবহন উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান ১৮ আগস্ট সচিবালয়ে সাংবাদিকদের বলেন, লাইসেন্সের ক্ষেত্রে তিনিও ভুক্তভোগী। তাঁর গাড়ির চালককে লাইসেন্স করাতে সাতবার ছুটি নিতে হয়েছে।

টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান *প্রথম আলো*কে বলেন, সাধারণ একটি কার্ড দিতে এই অযোগ্যতা রোগের লক্ষণ। রোগটি হলো যোগসাজশের মাধ্যমে অযোগ্য প্রতিষ্ঠানকে কাজ দেওয়া। এ ক্ষেত্রে দায়ীদের জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। কর্তৃত্ববাদী সরকারের সময় সেই জবাবদিহি ছিল না।

বাংলাদেশে সড়ক খাতে অব্যবস্থাপনার একটি বড় কারণ বিআরটিএ বলে উল্লেখ করে ইফতেখারুজ্জামান বলেন, সংস্থাটিকে ঢেলে সাজাতে হবে। নতুন সরকার যদি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে ব্যবস্থা না নেয়, তাহলে সাধারণ মানুষের কাছে গণ-অভ্যুত্থানটি শুধু একটি রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হিসেবে গণ্য হবে।

সেই ব্যাংক হিসাব এস আলমের পিএসের বাবুর্চির

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ইউনিয়ন ব্যাংকের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, গত জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী ছিলেন এমন অনেককে ও তাঁদের পক্ষের ব্যক্তিদের তাঁরা নির্বাচনের আগে এই হিসাব থেকে টাকা তুলতে দেখেছেন। ক্রিকেট থেকে চলচ্চিত্র তারকা, নবীন থেকে প্রবীণ প্রার্থীরাও ছিলেন এই তালিকায়। তাঁরা মনে করেন, নির্বাচনের খরচ চালাতে তৎকালীন সরকারের পক্ষে এই টাকা বিতরণের দায়িত্ব পেয়েছিলেন সাইফুল আলম। এ জন্য ইউনিয়ন ব্যাংকসহ তাঁর মালিকানায় থাকা আরও ব্যাংক থেকে বেনামি ঋণ নেওয়া হয়।

২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইউনিয়ন ব্যাংক এস আলম গ্রুপের নিয়ন্ত্রণে ছিল। এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান সাইফুল আলম ছিলেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অতি ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী সরকারের পতনের পর ইউনিয়ন ব্যাংকসহ ৯টি ব্যাংককে এস আলমমুক্ত করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। নানা আর্থিক অপরাধের অভিযোগ আসার পর আত্মগোপনে গেছেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) এ বি এম মোকাম্মেল হক চৌধুরীসহ ইউনিয়ন ব্যাংকের আরও কয়েকজন কর্মকর্তা।

রহস্যময় হিসাবের মালিক

মোহাম্মদ মুশতাক মিঞার বাড়ি চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার হাজীর পাড়া গ্রামে। জাতীয় পরিচয়পত্রে তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা উল্লেখ করা হয়েছে মাধ্যমিক পাস। *প্রথম আলো*র একজন প্রতিনিধি ১৫ অক্টোবর দুপুরে মোহাম্মদ মুশতাক মিঞাকে তাঁর গ্রামের বাড়িতে দেখতে পান। এ সময় তাঁর ব্যবসা ও ব্যাংক হিসাব নিয়ে কথা বলতে চাইলে তিনি ইতস্তত বোধ করেন। সরে যাওয়ারও চেষ্টা করেন। তবে শেষ পর্যন্ত ব্যাংকঋণের কথা তিনি স্বীকার করে বলেন, যখন তাঁর নামে এই ঋণ নেওয়া হয়, তখন সেটা তিনি জানতেন না। কীভাবে টাকা পরিশোধ করবেন জানতে চাইলে বলেন, তিনি জানেন না।

গ্রামের স্থানীয় লোকজন জানান, হাজীর পাড়া গ্রামের সুলতান আহমদের ছেলে মুশতাক মিঞা। এক চাচা তাঁকে লালন-পালন করেছেন। ইসলামী ব্যাংকের ডিএমডি আকিজ উদ্দিনের গ্রামের বাড়িতে রান্নার কাজ করেন মুশতাক মিঞা। পাশাপাশি আকিজ উদ্দিনের বাসার দেখভালও করেন। সবজরপাড়ায় আকিজ উদ্দিনের বাড়ি থেকে মুশতাক মিঞার বাড়ির দূরত্ব প্রায় এক কিলোমিটার। এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান সাইফুল আলমেরও আদি নিবাস চট্টগ্রামের পটিয়ায়।

স্থানীয় লোকজন জানান, ওই গ্রামের অনেকের জাতীয় পরিচয়পত্র ও ছবি ব্যবহার করে ব্যাংকঋণ নেওয়া হয়েছে, যার বিনিময়ে তাঁরা প্রতি মাসে ভাতা পান।

বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট বিএফআইইউর নিয়ম অনুযায়ী, কোনো ব্যাংক হিসাবে ১০ লাখ টাকার বেশি নগদ জমা ও উত্তোলন হলে ব্যাংকগুলোকে নগদ লেনদেন প্রতিবেদন (সিটিআর) ও যেকোনো হিসাবে হঠাৎ অস্বাভাবিক লেনদেন হলে সন্দেহজনক লেনদেন (এসটিআর) প্রতিবেদন জমা দিতে হয়। তবে ইউনিয়ন ব্যাংক মোস্তাক ট্রেডার্সের হিসাবের ক্ষেত্রে ওই নিয়ম পরিপালন করেনি বলে জানা গেছে।

মোহাম্মদ মুশতাক মিঞার মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি *প্রথম আলো*কে বলেন, চাল-ডালের ব্যবসা করতে ব্যাংকে হিসাব খোলা হয়েছিল। তবে ব্যবসা করা হয়নি। সরকার পরিবর্তনের পর আকিজ সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেছে।

ঠিকানায় যা মিলেছে

ব্যাংকের নথিতে মোস্তাক ট্রেডার্সের ঠিকানা পুরান ঢাকার বংশালের আগা সাদেক সড়কের ৯৬ নম্বর বাড়ি। সেখানে গিয়ে দেখা গেছে, ওই ভবনের নিচতলায় মা ট্রেডার্স, মদিনা ট্রেডার্স, আলিক ডিপার্টমেন্টাল স্টোরসহ কয়েকটি দোকান রয়েছে। তবে মোস্তাক ট্রেডার্স নামে কোনো প্রতিষ্ঠান গত ২৫ বছরে সেখানে ছিল না বলে জানান এসব দোকানের মালিকেরা।

গত ২৮ আগস্ট 'এস আলমের পিএসের প্রতিষ্ঠানের হিসাবেই শতকোটি টাকা' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন *প্রথম আলো*তে প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়, আকিজ উদ্দিন-সংশ্লিষ্ট মোস্তাক ট্রেডার্সের ১৫ কোটি ৪ লাখ টাকা অবরুদ্ধ করেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট। এরপর মোস্তাক ট্রেডার্সের স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ মুশতাক মিঞা পরিচয়ে ডাকযোগে *প্রথম আলো*র কাছে পাঠানো এক প্রতিবাদপত্রে বলা হয়, এস আলম গ্রুপ বা আকিজ উদ্দিনের সঙ্গে মোস্তাক ট্রেডার্সের কোনো সম্পর্ক নেই। ওই প্রতিবাদপত্রে কোনো ফোন নম্বর দেওয়া হয়নি, তবে প্রতিবাদপত্রে বংশালের ১৬ নম্বর আগা সাদেক রোডের ঠিকানা দেওয়া হয়। তবে চিঠির ওপর নাম লেখা ছিল মোস্তাক মিয়া, ঠিকানা চট্টগ্রামের আগ্রাবাদের চৌমুহনির চারিড়াপাড়া।

ওই প্রতিবাদপত্রের সূত্র ধরে বংশালের আগা সাদেক রোডের ১৬ নম্বরে গিয়ে দেখা যায়, একজন মানুষ চলতে পারে এমন সরু গলি পেরিয়ে সেটি জীর্ণ একটি বাড়ির ঠিকানা। তবে সেখানেও মোস্তাক ট্রেডার্স নামে কোনো প্রতিষ্ঠান নেই।

যত লেনদেন

ইউনিয়ন ব্যাংকের বনানী শাখায় হিসাব খোলার দিনই ১৭টি লেনদেনের মাধ্যমে নগদ ২৫ কোটি ৫৭ লাখ টাকা জমা করা হয়। এর পরের দিন ১৬ নভেম্বর সাতবারে জমা দেওয়া হয় নগদ ১০ কোটি টাকা। ২০২২ সালের ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে হিসাবটিতে টাকা জমা করা হয়। ওই বছরের ১৭ নভেম্বর একসঙ্গে দুটি চেক বই নেওয়ার জন্য চাহিদাপত্র দেন গ্রাহক। এরপর ওই হিসাবে এক বছর কোনো লেনদেন হয়নি।

এই হিসাব থেকে নগদ টাকা উত্তোলন শুরু হয় ২০২৩ সালের ১০ ডিসেম্বর, জাতীয় নির্বাচনের আগে আগে। ওই দিন বনানী শাখা থেকে এক চেকে উত্তোলন করা হয় ২ কোটি ৫১ লাখ টাকা ও ১৪ ডিসেম্বর গুলশান শাখা থেকে তোলা হয় ১ কোটি টাকা। এরপর সব টাকা তোলা হয় গুলশান শাখা থেকে। ২৮ ডিসেম্বর তোলা হয় ৪১ কোটি টাকা। এর মধ্যে পৃথক পৃথক চেকে ১০ কোটি, ৬ কোটি ও পাঁচটি চেকে ৫ কোটি টাকা করে মোট ২৫ কোটি টাকা উত্তোলন করা হয়। চলতি বছরের ৩ জানুয়ারি তোলা হয় ১ কোটি ৭৫ লাখ টাকা। ৭ জানুয়ারি ছিল দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এরপর ৯ জানুয়ারি পাঁচটি চেকের মাধ্যমে হিসাব থেকে ২৫ কোটি টাকা তুলে নেওয়া হয়।

ওই দিনের পর হিসাবটিতে লেনদেন বন্ধ ছিল। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর গত ১৫ আগস্ট পে-অর্ডারের মাধ্যমে হিসাবে থাকা ৪ লাখ ৩২ হাজার টাকা তুলে নেওয়া হয়। এরপর ২০ আগস্ট হিসাবটি পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

এই হিসাব খোলার সঙ্গে যুক্ত একজন কর্মকর্তা *প্রথম আলো*কে জানিয়েছেন, হিসাবধারীর পরিচয় যাচাই না করে সেই সময় এস আলমের ব্যক্তিগত সচিব আকিজ উদ্দিন ও ব্যাংকের সাবেক এমডি এ বি এম মোকাম্মেল হক চৌধুরীর নির্দেশে হিসাবটি খোলা হয়েছিল। এই হিসাবই পরে নির্বাচনের সময় অর্থ লেনদেনের কাজে ব্যবহার করা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট বিএফআইইউর নিয়ম অনুযায়ী, কোনো ব্যাংক হিসাবে ১০ লাখ টাকার বেশি নগদ জমা ও উত্তোলন হলে ব্যাংকগুলোকে নগদ লেনদেন প্রতিবেদন (সিটিআর) ও যেকোনো হিসাবে হঠাৎ অস্বাভাবিক লেনদেন হলে সন্দেহজনক লেনদেন (এসটিআর) প্রতিবেদন জমা দিতে হয়। তবে ইউনিয়ন ব্যাংক মোস্তাক ট্রেডার্সের হিসাবের ক্ষেত্রে ওই নিয়ম পরিপালন করেনি বলে জানা গেছে।

ইউনিয়ন ব্যাংকেরই দিলকুশা শাখা থেকে মোস্তাক ট্রেডার্সের নামে ২০২২ সালের ডিসেম্বর ও গত বছরের মার্চে মোট ৫৫ কোটি টাকা ঋণ নেওয়া হয়েছিল, যার পুরোটাই এখন খেলাপি হয়ে পড়েছে।

“ রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন ‘ফ্যাসিবাদের প্রোডাক্ট’ হলেও তাঁকে পদত্যাগের কথা বলে বড় ধরনের সাংবিধানিক শূন্যতা সৃষ্টি করা যাবে না।

রুহুল কবির রিজভী, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব, বিএনপি; গতকাল রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে

সংক্ষেপে

আবুল হাসানাতের ছেলের রিমান্ড মঞ্জুর

যুবদলের নেতা শামীম মোল্লা হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার সেরনিয়াবাত মঈন উদ্দিন আবদুল্লাহকে পাঁচ দিন রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার অনুমতি দিয়েছেন আদালত। ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট রাগীব নূর গতকাল শনিবার বিকেলে এ আদেশ দেন। *প্রথম আলোকে* এ তথ্য নিশ্চিত করেন ঢাকা মহানগর পুলিশের অপরাধ ও তথ্য বিভাগের এসআই আলমগীর হোসেন। পুলিশ ও আদালত-সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, শামীম মোল্লাকে হত্যার অভিযোগে পল্টন থানায় করা মামলায় সাবেক সংসদ সদস্য আবুল হাসানাত আবদুল্লাহর ছেলে সেরনিয়াবাত মঈন উদ্দিন আবদুল্লাহকে গতকাল বিকেলে আদালতে হাজির করা হয়। রিমান্ড আবেদনে বলা হয়, ২০২৩ সালের ২৮ অক্টোবর নয়াপল্টনে বিএনপির মহাসমাবেশের দিন শামীমকে হত্যা করা হয়। এ হত্যাকাণ্ডে মঈন জড়িত বলে জানা যায়। রহস্য উদ্‌ঘাটনে তাঁকে রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদ করা জরুরি।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বরেন্দ্র এক্সপ্রেসের ইঞ্জিন বিকল

বগুড়ার সান্তাহার জংশন স্টেশনে গতকাল চিলাহাটি থেকে ছেড়ে আসা রাজশাহীগামী আন্তনগর বরেন্দ্র এক্সপ্রেস ট্রেনের ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায়। প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা পর ট্রেনটি আবার চালু করা হয়। গতকাল সকাল পৌনে ১০টার দিকে ট্রেনটি স্টেশন থেকে ছেড়ে যাওয়ার পর স্টেশনের আউটার সিগন্যালের কাছে ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায়। পরে বেলা সোয়া একটার দিকে বিকল্প ইঞ্জিনের সহায়তায় এই রুটে ট্রেন চলাচল আবার স্বাভাবিক করা হয়। ইঞ্জিনের ফুয়েল লাইন পুড়ে ট্রেনটি বিকল হয়েছিল বলে জানান ট্রেনটির সহকারী চালক আবুল কালাম আজাদ। কয়েক ঘণ্টা ধরে ট্রেনটি বিকল থাকায় ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা। সান্তাহার স্টেশনের সহকারী মাস্টার মৌসুমি আক্তার বলেন, ঈশ্বরদী থেকে বিকল্প ইঞ্জিন আনার পর বেলা সোয়া একটার ট্রেনটি রাজশাহী অভিমুখে ছেড়ে যায়।

প্রতিনিধি, *আদমদীঘি, বগুড়া*

সব ‘জ্বালানি অপরাধীর’ বিচার দাবি

গোলটেবিল বৈঠক

বৈঠকের আয়োজন করে তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে যেকোনো পর্যায়ের দুর্নীতি ও লুণ্ঠনে জড়িত ব্যক্তিদের তালিকা জনসমক্ষে প্রকাশের দাবি জানিয়েছে তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি। সংগঠনটি বলছে, গত সরকারের মন্ত্রী, সচিব, পরামর্শক, উপদেষ্টাসহ সব জ্বালানি অপরাধীর বিচার নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি ভারতের আদানির বিদ্যুৎকেন্দ্রের চুক্তি পুনর্মূল্যায়ন করে প্রয়োজনে বাতিল করতে হবে।

‘বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত : বর্তমান পরিস্থিতি ও করণীয়’ শিরোনামে এক গোলটেবিল বৈঠকের শুরুতেই লিখিত বক্তব্যে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে এ দাবি তুলে ধরে তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি। গতকাল শনিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে বৈঠকটির আয়োজন করে জাতীয় কমিটি।

বৈঠকে জাতীয় কমিটির সাবেক সদস্যসচিব অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ বলেন, দায়মুক্তি আইন তৈরির সময়ই বোঝা গেছে, ভয়ংকর কিছু ঘটবে। ২০১৫ সালে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রকেও দায়মুক্তি দেওয়া হয়েছে। একই কোম্পানি ভারতে ৫০০ কোটি ডলার ও বাংলাদেশে ১ হাজার ২০০ কোটি ডলার খরচ করে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি করছে। এখানে অনেক গোপন খরচ আছে।

আনু মুহাম্মদ আরও বলেন, গত সরকারের সময় তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) কেনা ও এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণের চুক্তির সময় তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস উপস্থিত ছিলেন। এখন ওই কোম্পানির উপদেষ্টা হয়ে পিটার হাস বাংলাদেশে ঘুরছেন নতুন করে কাজ পেতে। দেশের সম্পদের শতভাগ মালিকানা নিশ্চিত করতে হবে। জাতীয় সক্ষমতা বাড়াতে হবে।

বৈঠকে অর্থনীতিবিদ এম এম আকাশ বলেন, ব্যবস্থা না বদলালে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। তাই ব্যবস্থা বদলের রাজনীতি করতে হবে। কোন জায়গায় সংস্কার করলে ব্যবস্থা বদল হবে, সেটা বুঝতে হবে সরকারের। তিনি আরও বলেন, ‘দায়মুক্তি’ আইনের অধীনে যেসব দুর্নীতি হয়েছে, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। মানুষের মূল দাবি, সস্তায় বিদ্যুৎ ও জ্বালানির সরবরাহ। গণশুনানির মাধ্যমে এসবের দাম নির্ধারণ করতে হবে।

জ্বালানি নিয়ে আলোচনা সভায় বক্তারা। গতকাল ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে। ছবি : প্রথম আলো

বিদ্যুৎ খাতে দ্রুত ৪০ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয়ের সুযোগ আছে বলে দাবি করেন কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) জ্বালানি উপদেষ্টা এম শামসুল আলম। তিনি বলেন, ৪০টি ফার্নেস তেলভিত্তিক কেন্দ্র বাতিল ও ৮টি গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের কেন্দ্র ভাড়া ডলারের বদলে টাকায় হিসাব করে ২০ হাজার কোটি টাকা কমানো যায় ২৪ ঘণ্টায়।

বিগত সরকারের প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, সাবেক বিদ্যুৎ-সচিব আহমদ কায়কাউস, আবুল কালাম আজাদ ও মনোয়ার হোসেনরা জ্বালানি অপরাধী বলে অভিযোগ করেন ক্যাবের উপদেষ্টা এম শামসুল আলম। তিনি তাঁদের বিচারের দাবি জানান।

অস্ট্রেলিয়ার ওয়েস্টার্ন সিডনি ইউনিভার্সিটির ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিস চৌধুরী বলেন, আগের সরকারকে মুমূর্ষু অবস্থায় আইএমএফ ঋণ দিয়েছে। এই সরকার সেই ঋণের দায় পরিশোধে অস্বীকৃতি জানাতে পারে। এমন ঘটনা ইকুয়েডরে আছে। এ সরকারও নতুন করে সংস্কারের জন্য আইএমএফ থেকে ঋণ নিচ্ছে। তার আগে সংস্কারের রূপরেখা তৈরি করতে হবে। না হলে ঋণ কাজে আসবে না।

বৈঠকের শেষে ছয় দফা দাবি আদায়ে আগামী ৬ নভেম্বর সারা দেশে সমাবেশ করার ঘোষণা দিয়েছে বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি।

জাতীয় কমিটির ঢাকা মহানগরীর অন্যতম সমন্বয়কারী জুলফিকার আলীর সভাপতিত্বে সমাবেশে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মোশাহিদা সুলতানা। আগের সরকারের আমলে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে নেওয়া বিভিন্ন সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে তিনি বলেন, বেসরকারি খাতকে উৎসাহী করা, বিদ্যুৎ উৎপাদন না করে ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রকে টাকা দেওয়া, এলএনজি আমদানি, বিদ্যুতের দাম ১৪ বার বাড়ানো, উৎপাদন না করেও কেন্দ্র ভাড়া দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে গত ১৫ বছরে। ঋণনির্ভর প্রকল্প নিয়েছে। এসব চালিয়ে যেতে জনস্বার্থবিরোধী আইন করা হয়েছে।

জাতীয় কমিটির ৬ দফা দাবির প্রতিটির মধ্যে আলাদা করে বেশ কিছু প্রস্তাব তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির মূল্য কমাতে স্বল্প মেয়াদে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া; বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোকে অন্যায্য কেন্দ্র ভাড়া (ক্যাপাসিটি চার্জ) প্রদানে ভর্তুকি বন্ধ করে মূল্যবৃদ্ধির চাপ কমাতে হবে; রূপপুর, মাতারবাড়ী, রামপাল ও পায়রা বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ বিভিন্ন প্রকল্পের অনিয়ম ও চুক্তি পর্যালোচনা করে বাতিল বা সংশোধনের ব্যবস্থা নেওয়া; রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র বাতিল করা; পল্লী বিদ্যুতের সংকট আইনি প্রক্রিয়ায় সমাধান করা; দেশীয় গ্যাস উত্তোলন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে আমদানিনির্ভরতা কমানো; সমুদ্রে গ্যাস উত্তোলনে বাপেক্সের সক্ষমতা বৃদ্ধি; নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করে প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র নিশ্চিত করা এবং সৌরবিদ্যুতের যন্ত্রপাতি আমদানিতে শুল্ক প্রত্যাহার করা।

দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা, সক্রিয় থাকবে ব্যবসা

ভোক্তা অধিকার সম্মেলনে আসিফ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। তিনি বলেন, তবে সেই ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানকে সচল রাখার ব্যবস্থা সরকার করবে। কারণ, সেই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বহু মানুষের জীবিকা জড়িত। আর এই সরকারের কারও প্রতি কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই।

উদাহরণ দিতে গিয়ে শ্রম উপদেষ্টা বলেন, বেক্সিমকোর সঙ্গে ৭০ হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারীর জীবন জড়িত। তার মানে ৭০ হাজারটি পরিবারের জীবন সেখানে জড়িত। সেই প্রতিষ্ঠানকে সচল রাখার জন্য সরকার সাহায্য করছে; তাদের ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

গতকাল শনিবার সকালে ভোক্তা অধিকার সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আসিফ মাহমুদ এ কথাগুলো বলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি মিলনায়তনে দিনব্যাপী এই সম্মেলনের আয়োজন করে কনশাস কনজ্যুমারস সোসাইটি (সিসিএস)।

ব্যক্তির অপরাধ ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য আছে উল্লেখ করে উপদেষ্টা আসিফ বলেন, ‘যে ব্যক্তি অপরাধ করেছেন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করে এবং সরকারের সঙ্গে সুসম্পর্কের মাধ্যমে অর্থ পাচার করেছেন; তাঁদের আমরা ট্রায়ালের আওতায় নিয়ে আসব; কিন্তু ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানকে সক্রিয় রাখার জন্য সরকার সহযোগিতা করছে।’

তরুণেরা যদি কৃষক তথা উৎপাদকের কাছ থেকে পণ্য এনে সরাসরি ভোক্তাদের কাছে তুলে দিতে চান, সে ক্ষেত্রে সরকার তাঁদের প্রয়োজনীয় সব সহায়তা দেবে বলে জানান এই উপদেষ্টা।

মাঠপর্যায়ে সরকারি নির্দেশনা পালনে সক্রিয়তার অভাব আছে অভিযোগ করে উপদেষ্টা আসিফ মামুদ সরকারি কর্মকর্তাদের হুঁশিয়ার করেন। তিনি তাঁদের উদ্দেশে বলেন, ‘বদলি, পদোন্নতি, বড় পদের পদায়নের জন্য ঘুষ-তদবিরের চেষ্টা করবেন না। জনকল্যাণে কাজ করেন। ভালো কাজের প্রতিফলন ঘটলে স্বাভাবিকভাবেই বড় দায়িত্ব পাবেন।’

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ সেলিম উদ্দীন ব্যবসায়ীদের বলেন, সিন্ডিকেট ভেঙে দেওয়া হবে।

ভোক্তা অধিকার সম্মেলনে আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। ছবি : প্রথম আলো

পরিমিত লাভে, ন্যায্যতার ভিত্তিতে ব্যবসা করুন। অতিরিক্ত মুনাফা করে মানুষের পকেটের টাকা নেওয়ার চেষ্টা করবে না। অনেক পণ্যের ওপর কর কমিয়ে দেওয়া হয়েছে; কিন্তু বাজারে তার প্রতিফলন নেই। তিনি বলেন, ‘ভালো হয়ে যান, নাহলে কঠোর ব্যবস্থা আছে।’

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান সচিব এ এইচ এম শফিকুজ্জামান বলেন, ব্যবসার প্রতিটি স্তরে দুর্নীতি রয়েছে। সরকারি পর্যায় থেকে কোনো কিছুর দাম বাড়ানো হলে তা সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর হয়; কিন্তু কমানো হলে ১৫ দিনেও বাজারে তা কার্যকর হতে দেখা যায় না। তিনি বলেন, বাজারে এমন কোনো পণ্য নেই, যা নকল হয় না।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য দেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ আলীম আখতার খান, সিসিএসের উপদেষ্টা ও ফ্লোরা লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা মোস্তফা রফিকুল ইসলাম, জাতীয় নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক নাসির উদ্দীন পাটোয়ারি, ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন, ছাত্রশিবিরের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম, বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি বিন ইয়ামিন মোল্লাহ, সাবেক অতিরিক্ত সচিব মাহবুব কবীর। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন সিসিএসের নির্বাহী পরিচালক পলাশ মাহমুদ, সভাপতিত্ব করেন সিসিএসের চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদুল হক।

দিনব্যাপী এই সম্মেলনে দেশের ২২টি জেলার ৮৩টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রায় এক হাজার তরুণ অংশ নেন।

প্র বাণিজ্য

রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতায় এসেছে। চারদিকে এখনো রাজনৈতিক ডামাডোল, শোরগোল। এরই মধ্যে এসে গেছে ব্যক্তিশ্রেণির করদাতাদের বার্ষিক আয়কর বিবরণী বা রিটার্ন জমার মৌসুম। ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত রিটার্ন জমা দেওয়া যাবে। ঘরে বসেই আপনি কীভাবে অনলাইন রিটার্ন জমা দেবেন, রিটার্ন জমার কলাকৌশল কী, তা নিয়ে এবারের আয়োজন।

পেনশন বিমা

জীবন বীমা করপোরেশনের ‘মেয়াদি সুবিধাযুক্ত পেনশন বিমা’ নামে একটি আর্থিক পণ্য আছে। বছরে দুবার বা একবার এর প্রিমিয়াম দেওয়া যায়। সর্বনিম্ন বিমা অঙ্ক ৫০ হাজার টাকা হলেও সর্বোচ্চ সীমা নেই। এর বিপরীতে ১০, ১৫ বা ২০ বছর মেয়াদে পেনশন নেওয়ার সুযোগ আছে। পেনশন শুরুর বয়স ৫৫ থেকে ৬৫ বছর।

চোখ রাখুন আগামীকাল

অতীত কর্মকাণ্ডের কারণে ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ হয়েছে

রংপুরে আইজিপি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *রংপুর থেকে*

অতীত কর্মকাণ্ডের কারণে ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ হয়েছে উল্লেখ করে পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) মো. ময়নুল ইসলাম বলেছেন, ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা কোথাও মিছিল-মিটিং করতে পারবেন না। কোথাও মিছিল করলে নিষিদ্ধ সংগঠন হিসেবে তাঁদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গতকাল শনিবার দুপুরে রংপুরে এক সুধী সমাবেশে আইজিপি কথা বলেন। রংপুর মহানগর পুলিশের ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে রংপুর পুলিশ লাইনস স্কুল অ্যান্ড কলেজ মিলনায়তনে এ সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

নতুন করে অস্ত্র নীতিমালা করা হচ্ছে জানিয়ে পুলিশের মহাপরিদর্শক বলেন, গত ১৫ বছরে যাঁদের অস্ত্রের লাইসেন্স পাওয়ার কথা ছিল না, তাঁরা অস্ত্রের লাইসেন্স নিয়েছিলেন এবং এই অস্ত্র গণ-অভ্যুত্থানে নিরীহ জনগণের বুকে ব্যবহার করা হয়। বিগত সরকারের ফ্যাসিস্টরা বৈধ অস্ত্র নিয়ে অবৈধভাবে জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে। এই অস্ত্রে অসংখ্য ছাত্র-জনতা আহত ও শহীদ হয়েছেন। অনেকে দীর্ঘস্থায়ী পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন।

আবু সাঈদ হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে আইজিপি বলেন, ইতিমধ্যে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন মামলাটির তদন্ত করছে। এ মামলায় পুলিশের ২ কর্মকর্তাসহ ২১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জুলাই হত্যাকাণ্ডের বিভিন্ন ঘটনায় পুলিশের কতিপয় বিপথগামী কর্মকর্তা জড়িত ছিলেন বলে উল্লেখ করেন তিনি।

গণ-অভ্যুত্থানের আগে নেতৃত্ব পর্যায়ের গুটিকয় বিপথগামী কর্মকর্তার কারণে পুলিশ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছিল বলে মন্তব্য করেন আইজিপি। তিনি বলেন, ‘এখন আমরা জনগণের আস্থার পুলিশ তৈরি করতে চাই। পুলিশ সুপার ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পদে ধারাবাহিকভাবে বদলি করা হচ্ছে। এই পদে যাঁরা যোগ্য, তাঁদের আনা হচ্ছে।’

রংপুরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন আইজিপি মো. ময়নুল ইসলাম। ছবি : প্রথম আলো

সুধী সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক সারজিস আলম। তিনি বলেন, ‘অনেক পুলিশ সদস্য অভ্যুত্থানের চেতনা ধারণ না করে কোনো কোনো দলের হয়ে নিজেদের উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছে। এক দল ক্ষমতায় এসে বাকি দলকে শোষণ করবে এমন বাংলাদেশ আমরা চাই না।’ বিগত তিনটি সংসদের সব সদস্য ফ্যাসিবাদের দোসর বলে উল্লেখ করেন তিনি।

সুধী সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহত বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু সাঈদের মা মনোয়ারা বেগম।

এর আগে বেলা ১১টার দিকে আবু সাঈদের গ্রামের বাড়ি রংপুরের পীরগঞ্জের বাবনপুর জাফরপাড়ায় যান আইজিপি।

ডেঙ্গুতে চলতি মাসে ১০৮ জনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ২৪ ঘণ্টায় আরও দুজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে চলতি মাসে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ১০৮ জনের মৃত্যু হলো, যা এ বছরের কোনো মাসে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ মৃত্যু।

গতকাল শনিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ডেঙ্গুবিষয়ক নিয়মিত বুলেটিন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। এতে বলা হয়, গতকাল সকাল আটটা পর্যন্ত গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ৯৬১ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন এলাকার বিভিন্ন হাসপাতালে ডেঙ্গু নিয়ে সবচেয়ে বেশি ২২৪ জন ভর্তি হয়েছেন। এরপর ঢাকা বিভাগে ১৬৯, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ১৫৭, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৪১, খুলনা বিভাগে ১০৫,

বরিশাল বিভাগে ৯৪, ময়মনসিংহ বিভাগে ৪৪, রাজশাহীতে ২১, সিলেটে ৫ ও রংপুর বিভাগের হাসপাতালে ডেঙ্গু নিয়ে একজন রোগী ভর্তি হয়েছেন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, জুলাই থেকে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। ওই মাসে ডেঙ্গুতে ২ হাজার ৬৬৯ জন আক্রান্ত হন। পরের মাসে ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৬ হাজার ৫২১। সেপ্টেম্বরে ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় তিন গুণ বেড়ে হয় ১৮ হাজার ৯৭। আর চলতি মাসে ইতিমধ্যে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৭ হাজার ৭২৫। সব মিলিয়ে এ বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে ৫৫ হাজার ৬৬৩ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

আক্রান্তের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুও বাড়ছে। গত জুলাইয়ে ডেঙ্গুতে ১২ জনের মৃত্যু হয়। আগস্টে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২৭। সেপ্টেম্বরে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ৮০ জনের মৃত্যু হয়েছে। আর চলতি মাসে মৃত্যু হলো ১০৮ জনের।

ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকার হাসপাতালগুলোয়। সেখানকার হাসপাতালে ১৩৪ জন ডেঙ্গু রোগীর মৃত্যু হয়েছে।

মাদকদ্রব্যসহ গ্রেপ্তার ১২

রাজধানীতে গতকাল সকাল ছয়টা থেকে আগের ২৪ ঘণ্টায় মাদকদ্রব্যসহ ১২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

মমতাজসহ ১০৯ জনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা

প্রতিনিধি, *মানিকগঞ্জ*

মানিকগঞ্জ-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মমতাজ বেগম, দেওয়ান জাহিদ আহমেদসহ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের ১০৯ নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে হত্যা মামলা হয়েছে। জেলার সিঙ্গাইরে প্রায় এক যুগ আগে হরতালের মিছিলে পুলিশের গুলিতে চারজন নিহত হওয়ার ঘটনায় মামলাটি হয়।

মামলায় অজ্ঞাতপরিচয় আরও ৫০০ থেকে ৬০০ জনকে আসামি করা হয়েছে। গত শুক্রবার বাদী হয়ে সিঙ্গাইর থানায় মামলাটি করেন উপজেলার গোবিন্দল গ্রামের মো. মজনু মিয়া।

আসামিদের মধ্যে আছেন জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আবদুল মাজেদ খান, সদস্য ও সিঙ্গাইর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মুশফিকুর রহমান খান, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শহিদুর রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সায়েদুল ইসলাম, সিঙ্গাইর পৌরসভার সাবেক মেয়র আবু নাঈম মো. বাশার প্রমুখ।

মামলায় এজাহার সূত্রে জানা গেছে, ২০১৩ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি হরতালের সমর্থনে মানিকগঞ্জ-সিঙ্গাইর-হেমায়েতপুর সড়কের গোবিন্দল নতুন বাজার এলাকায় মিছিল বের করেন ইসলামি সমমনা দলগুলোর নেতা-কর্মীরা। এতে আওয়ামী লীগের দলীয় নেতা-কর্মীদের ছোড়া গুলিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে বাদীর ছেলে নাজিম উদ্দিন মোল্লাসহ চারজন নিহত হন।

সাহায্যের আবেদন

অর্থাভাবে আটকে আছে কুলসুমের চিকিৎসা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

কুলসুম বেগম

নেত্রকোনা সদর উপজেলার কাইলাটি ইউনিয়নের মৌজেবালী গ্রামের বাসিন্দা কুলসুম বেগম (৫০) ২০১৬ সালে মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে আক্রান্ত হন। এরপর তাঁকে ঢাকায় এনে সাধ্যমতো চিকিৎসা করান স্বজনেরা। তবে এর কিছুদিন পর থেকে তাঁর শারীরিক অবস্থা আবার অবনতি হতে থাকে। এখন মুখ বেঁকে যাওয়ায় খাদ্য গ্রহণ ও কথা বলতে সমস্যা হচ্ছে তাঁর। পাশাপাশি তাঁর দুই হাতের আঙুলেও দেখা দিয়েছে জটিলতা।

কুলসুম বেগমের বড় ছেলে আবদুল কাইয়ুম জানান, ২০১২ সালে তাঁর বাবা আবদুর রব মারা যান। ছোট ভাই নূরুল উল্লাহসহ তিনি সাধ্যমতো মায়ের চিকিৎসা করানোর চেষ্টা করে যাচ্ছেন। কিন্তু অর্থাভাবে তা ঠিকমতো হয়ে উঠছে না।

আবদুল কাইয়ুম বলেন, 'মাসে বেতন পাই ১৫ হাজার টাকা। তিন বেলা খাবারের পর আর টাকা থাকে না। শুরুতে ধারদেনা করে চিকিৎসা করিয়েছি। মায়ের শরীর দিন দিন খারাপ হচ্ছে। কিন্তু এখন এমন অবস্থা যে টাকার অভাবে পরীক্ষাটুকুও করাতে পারছি না।'

কুলসুম বেগমের চিকিৎসায় সহায়তার জন্য সমাজের সর্বস্তরের মানুষের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন তাঁর দুই ছেলে। চিকিৎসা সহায়তা পাঠানো যাবে—ব্যাংক হিসাব : নূরুল উল্লাহ আকাশ, হিসাব নম্বর-২৩০৪০৪২৩৩৩০০১, সিটি ব্যাংক, নেত্রকোনা শাখা। বিকাশ—০১৮৫৯-৬৬৫৯৬৬।

'ক্যাম্পাসে নির্যাতিত ছাত্রীদের জবানবন্দি ও বৈষম্যবিরোধী শিক্ষাঙ্গন গড়ার দায়' শীর্ষক আলোচনা সভা। গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর সি মজুমদার মিলনায়তনে। ছবি: প্রথম আলো

শিক্ষাঙ্গনকে ছাত্রীদের জন্য নিরাপদ করতে হবে

আলোচনা সভা

'ক্যাম্পাসে নির্যাতিত ছাত্রীদের জবানবন্দি ও বৈষম্যবিরোধী শিক্ষাঙ্গন গড়ার দায়' শীর্ষক এই সভার আয়োজন করে শিক্ষা অধিকার সংসদ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের হাতে নারী শিক্ষার্থীরাও অত্যাচার, নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের সময় নারীরা যেভাবে এগিয়ে এসেছিলেন, তাতেই আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের ভিত্তি তৈরি হয়। এই নারীদের জন্য শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ নিরাপদ করতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর সি মজুমদার মিলনায়তনে 'ক্যাম্পাসে নির্যাতিত ছাত্রীদের জবানবন্দি ও বৈষম্যবিরোধী শিক্ষাঙ্গন গড়ার দায়' শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন। গতকাল শনিবার শিক্ষা অধিকার সংসদের উদ্যোগে এ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে চলা আন্দোলনের সময় গত ১৫ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের হামলার শিকার হন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সিনথিয়া মেহেরিন। তিনি বলেন, মাথায় রড দিয়ে তাঁকে আঘাত করা হয়। মাথা ফেটে যাওয়ায় ১০টি সেলাই দিতে হয়েছে। হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে গিয়েও আন্দোলনকারী কি না, সে প্রশ্ন বারবার শুনতে হয়েছে। এমনকি পরিবারের সদস্যরাও হেনস্তার শিকার হয়েছেন।

কোটা আন্দোলনে হামলার ঘটনার বর্ণনা করেন ইডেন কলেজের শিক্ষার্থী জয়মা মুনমুনও। তিনি বলেন, ১৫ জুলাই তাঁদের কলেজের শিক্ষার্থীরাও প্রতিবাদ মিছিল বের করেন। তখন ছাত্রলীগের নেত্রীরা তাঁদের ওপর হামলা করেন। শিক্ষকদের কেউ কেউ এ সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছেন।

আলোচনা সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক ব্যবসায় বিভাগের অধ্যাপক চৌধুরী সায়মা ফেরদৌস বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিগত সময়ে যেসব নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে, তা শিক্ষক, প্রশাসন, সরকার—সবাই জানত।

গণ-অভ্যুত্থানে নারীদের ভূমিকা প্রসঙ্গে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা আবদুল কাদের বলেন, নারীরা প্রতিটি আক্রমণ প্রতিহত করতে সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। মূলত ১৪ জুলাই রাতে হলের মেয়েরা যেভাবে বেরিয়ে এসেছিলেন, সেদিনই আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের সূচনা হয়।

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরীফ ওসমান হাদী বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে ছাত্রদল ও শিবিরের মেধাবীরা হয়তো শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। কিন্তু ছাত্রলীগ থেকে যাঁরা নিয়োগ পেয়েছেন, তাঁদের শিক্ষক হওয়ার যোগ্যতা ছিল না।

আওয়ামী লীগ সরকারের সময় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার হয়ে ১৫ মাস কারাগারে ছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী খাদিজাতুল কুবরা। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ে নানাভাবে হেনস্তার শিকার হওয়ার কথা জানান তিনি।

সভায় অনলাইনে যুক্ত হন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ফুলপরী খাতুন। তাঁর ওপর তিন ঘণ্টার বেশি সময় ধরে ছাত্রলীগের নেত্রীরা যে অত্যাচার চালিয়েছিলেন, তার বর্ণনা দেন।

একজন ছাত্রী যখন প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন, সে সময়টা তাঁর জন্য নাজুক থাকে উল্লেখ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক মোহাম্মদ মমিনুর রশিদ বলেন, এ সময়েই তাঁদের জন্য হলে আসনের ব্যবস্থা করতে হবে। ক্যাম্পাস নিরাপদ করে তুলতে হবে।

শিক্ষা অধিকার সংসদের আহ্বায়ক ও নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির 'প্রফেসরিয়াল ফেলো' অধ্যাপক এম নিয়াজ আসাদুল্লাহ বলেন, বাংলাদেশের নারীরা স্বস্তিতে নেই। শুধু নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর কথা বললে হবে না, শিক্ষাঙ্গন থেকেই পরিবর্তন আসতে হবে।

সভায় আরও বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক হোসনে আরা বেগম, বুয়েটের যন্ত্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক মাহবুবুর রাজ্জাক এবং শিক্ষা অধিকার সংসদের সদস্যসচিব জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক মো. শাহনেওয়াজ খান।

ফ্যাসিস্টদের দোসরদের গুঁড়িয়ে দিতে পারি রাজপথে

জাতীয় পার্টির উদ্দেশে সারজিস

নিজস্ব প্রতিবেদক, রংপুর

সারজিস আলম

১৬ বছরে, বিশেষ করে ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শেখ হাসিনার সরকারকে যারা বৈধতা দিয়েছিল, তারা সবাই ওই ফ্যাসিস্টের দোসর বলে উল্লেখ করেছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা সারজিস আলম। জাতীয় পার্টি যদি সংসদে আওয়ামী লীগকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা না করত, তাহলে আওয়ামী লীগ ন্যূনতম যে বৈধতা পেয়েছিল, সেটা কি পেত—এমন প্রশ্নও তুলেছেন তিনি।

গতকাল শনিবার বিকেলে রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে 'রাষ্ট্র পুনর্গঠনে তারুণ্যের ভাবনা' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় সারজিস আলম এ কথা বলেন।

এদিকে গতকাল শনিবার জেলা ও মহানগর জাতীয় পার্টির উদ্যোগে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ ও কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক সারজিস আলমের রংপুরে আগমনের প্রতিবাদে জাতীয় পার্টি বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। গতকাল দুপুর সোয়া ১২টা থেকে বেলা সোয়া ১টা পযন্ত ঘণ্টাব্যাপী রংপুরের বিভিন্ন সড়কে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন জাতীয় পার্টির নেতা-কর্মীরা।

জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক সারজিস আলম বলেন, 'এই জাতীয় পার্টির বন্ধুগণ, এই সুবিধাবাদীরা, নিজেরা বিরোধীদলীয় ভূমিকায় আসে একটা গাড়ি পাওয়ার জন্য, মন্ত্রিপাড়ায় একটা বাড়ি পাওয়ার জন্য, কিছু বেতন পাওয়ার জন্য, এমপির সিটটি পাওয়ার জন্য, টেন্ডারবাজি, সিন্ডিকেট ও চাঁদাবাজি করার জন্য। এখন এই ভণ্ডরা ভালো সাজছে। দেশকে এই অবস্থায় আনার জন্য এদের প্রত্যেককে বিচারের আওতায় আনতে হবে।'

এদিকে গতকাল দুপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ ও কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক সারজিস আলমের রংপুরে আগমনের প্রতিবাদে জাতীয় পার্টি বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। এর আগে ১৪ অক্টোবর জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ ও নেতা সারজিস আলমকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়। এর মধ্যে সারজিস আলম গতকাল রংপুরে এসে এ বক্তব্য দেন। তবে ঢাকায় অন্য কর্মসূচি থাকায় হাসনাত আবদুল্লাহ রংপুরে আসেননি।

শোক

এম মিজানুর রহমান

সাবেক রাষ্ট্রদূত ও সাবেক অতিরিক্ত সচিব বীর মুক্তিযোদ্ধা এম মিজানুর রহমান (৮২) গত শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর ধানমন্ডিতে নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি স্ত্রী, এক মেয়ে ও এক ছেলে রেখে গেছেন। আজ রোববার জানাজা শেষে তাঁকে বনানী কবরস্থানে দাফন করা হবে। **বিজ্ঞপ্তি**

মোহাম্মদ ইদ্রিস

ফেনীর পরশুরাম পৌরসভার উত্তর কোলাপাড়ার বাসিন্দা ও পরশুরাম পৌর বিএনপির সাবেক সহসভাপতি মোহাম্মদ ইদ্রিস (৭০) গতকাল শনিবার ভোরে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি স্ত্রী, দুই ছেলে ও তিন মেয়ে রেখে গেছেন। গতকাল বিকেলে জানাজা শেষে গ্রামের পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়েছে। তিনি বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আবু তালেবের চাচা ও পরশুরাম উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক আতাহার হোসেনের বাবা। **প্রতিনিধি**, *ফেনী*

রাষ্ট্রপতি প্রশ্নে সিদ্ধান্ত জানায়নি বিএনপি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রাষ্ট্রপতির পদ থেকে মো. সাহাবুদ্দিনকে সরানোর দাবির পক্ষে ঐকমত্য তৈরির জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার অংশ হিসেবে বিএনপি নেতাদের সঙ্গে গত দুই দিনে দুই দফা বৈঠক করল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটি।

গত বৃহস্পতিবার রাতে ওই সংগঠন দুটির নেতারা বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহ উদ্দিন আহমদের বাসায় গিয়ে বৈঠক করেন। সেই বৈঠকে দলটির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীও ছিলেন। এরপর গতকাল বিএনপি মহাসচিবের সঙ্গে বৈঠক করেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটির নেতারা। তাঁরা গতকাল বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গেও বৈঠক করেছেন। এর আগে গত শুক্রবার জামায়াতে ইসলামীর নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন তাঁরা। রাষ্ট্রপতির পদ থেকে মো. সাহাবুদ্দিনকে অপসারণের তাঁদের দাবির প্রতি নীতিগত সমর্থন দিয়েছে জামায়াত ও ইসলামী আন্দোলন। তবে সিদ্ধান্ত জানাতে অপেক্ষায় রাখল বিএনপি।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতির অপসারণের দাবি তোলার পর ২৩ অক্টোবর সালাহ উদ্দিন আহমদসহ বিএনপির শীর্ষ পর্যায়ের তিন নেতা প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে দেখা করে এ মুহূর্তে কোনো সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টি না করার কথা বলেছিলেন। দলটি মনে করে, এ মুহূর্তে রাষ্ট্রপতির পদে শূন্যতা হলে সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক সংকট দেখা দেবে, সেটি বিএনপি চায় না।

> রাষ্ট্রপতির পদ থেকে মো. সাহাবুদ্দিনকে সরানোর দাবির পক্ষে ঐকমত্য তৈরির জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার অংশ হিসেবে বিএনপি নেতাদের সঙ্গে গত দুই দিনে দুই দফা বৈঠক করল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটি

ছাত্রনেতারা যা বললেন

গতকাল বিএনপির সঙ্গে আলোচনা শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ও হাসনাত আবদুল্লাহ। রাষ্ট্রপতিরঅপসারণ ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ বিলোপের ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে দাঁড়িয়েছে বলে মন্তব্য করেন হাসনাত আবদুল্লাহ। তিনি বলেন, রাষ্ট্রপতির অপসারণ ও নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত নিয়ে দুই দিন ধরে দেশের পরিচিত রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে তাঁরা আলাপ করছেন।

হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, 'বিএনপির সঙ্গে বৈঠকে মূলত তিনটি বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। প্রথমত, প্রক্লেমেশন অব সেকেন্ড রিপাবলিক (দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের ঘোষণাপত্র) কীভাবে ঘোষণা করা যায়, সেটি নিয়ে কথা বলেছি। দ্বিতীয়ত, চুপ্পুর (রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের ডাকনাম) অপসারণ খুব দ্রুততম সময়ের মধ্যে করার জন্য রাজনৈতিক ঐকমত্য তৈরি ও সংকট এড়িয়ে কীভাবে করা যায়, সে বিষয়ে কথা বলেছি। তৃতীয়ত, জাতীয় ঐক্য ধরে রেখে সরকারের ফাংশনিংয়ের (কার্যক্রম) ধারাবাহিকতা কীভাবে রক্ষা করা যায়, তা নিয়েও কথা হয়েছে।'

ইসলামী আন্দোলন রাষ্ট্রপতি অপসারণের পক্ষে

রাষ্ট্রপতির পদ থেকে মো. সাহাবুদ্দিনের অপসারণ বা পদত্যাগের পক্ষে ইতিমধ্যেই অবস্থান প্রকাশ করেছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। গতকাল শনিবার বিকেলে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকেও দলটি আগের অবস্থানই প্রকাশ করেছে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা হাসনাত আবদুল্লাহসহ পাঁচজন পুরানা পল্টনে ইসলামী আন্দোলনের আমির সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করিমের সঙ্গে দেখা করেন। এ সময় দলের প্রেসিডিয়াম সদস্য আশরাফ আলী আকন ও জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব গাজী আতাউর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় নাগরিক কমিটি ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা জানিয়েছেন, তাঁরা আজ রোববার গণতন্ত্র মঞ্চ, ১২-দলীয় জোট ও গণ অধিকার পরিষদের সঙ্গে সংলাপ করবে। তাঁদের রাজনৈতিক সংলাপ অব্যাহত থাকবে।

বার্লিন স্বাস্থ্য সম্মেলন বৈশ্বিকভাবে কেন গুরুত্বপূর্ণ

স্বাস্থ্য শীর্ষ সম্মেলন

২০০৯ সাল থেকে বার্লিনে নিয়মিতভাবে স্বাস্থ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই সম্মেলনে শীর্ষ বিজ্ঞানী, গবেষক ও নীতিনির্ধারকেরা অংশ নেন। এখানে অনেক বৈশ্বিক এজেন্ডা নির্ধারণ করা হয়। বার্লিন স্বাস্থ্য সম্মেলন নিয়ে লিখেছেন **শিশির মোড়ল**

জার্মানির রাজধানী বার্লিন পরিপাটি একটি শহর। বিজ্ঞানচর্চার জন্য প্রসিদ্ধ। বর্তমান সময়ে বিশ্বের মানুষের কাছে বার্লিনের মূল আকর্ষণ বার্লিন দেয়ালের অবশিষ্টাংশ আর হলোকাস্ট মেমোরিয়ালস। শহরটির বেশ কয়েকটি চৌরাস্তার মোড়ে চোখে পড়ে 'আইনস্টাইন ক্যাফে' নামের কফির দোকান। দেখলেই মনে পড়ে যায় বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের কথা।

স্বাস্থ্যসেবা, ওষুধ, চিকিৎসা বা জনস্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করা মানুষের কাছে বার্লিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এর স্বাস্থ্য সম্মেলনের কারণে। ২০০৯ সাল থেকে প্রতিবছর এই শহরে বসছে স্বাস্থ্য খাতের শীর্ষ সম্মেলন। ১৩-১৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হলো 'বিশ্ব স্বাস্থ্য শীর্ষ সম্মেলন ২০২৪'। এ বছর সম্মেলনটি যৌথভাবে আয়োজন করে জার্মানি, ফ্রান্স ও নরওয়ে সরকার। সারা বিশ্বের সাড়ে তিন হাজারের বেশি প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছাড়া তিন দিনের সম্মেলনে মোট ৬৬টি অধিবেশন হয়। অংশগ্রহণকারী ও বক্তাদের মধ্যে ছিলেন শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানী ও স্বাস্থ্য পেশাজীবী, মন্ত্রী ও সরকারি কর্মকর্তা, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তা, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ও নাগরিক সংগঠনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং তরুণ পেশাজীবী ও শিক্ষার্থী। বাংলাদেশের বিজ্ঞানী ও গবেষকেরা কথা বলেছেন তিনটি পৃথক অধিবেশনে।

গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের উপস্থিতি ছাড়াও পারিপাট্য, শৃঙ্খলা ও বিষয়ের কারণে সম্মেলনটি মনে ধরেছে। দেশে বা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এখন এমন সম্মেলন হয় না। যেমন এই নভেম্বরে ইন্দোনেশিয়ার বালিতে হবে ফুসফুস বিষয়ে সম্মেলন। যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া বা ফুসফুস ও শ্বাসতন্ত্রের নানা রোগ, আইন, নীতি, ওষুধ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কর্মসূচি নিয়ে সম্মেলনে নানা অধিবেশন বসবে। অর্থাৎ আজকাল সম্মেলন হয় মূলত স্বাস্থ্যের বিশেষ কোনো শাখা বা বিভাগ নিয়ে।

কিন্তু বার্লিনের সম্মেলনটি হয় 'স্বাস্থ্য' নিয়ে। ঠিক তিন-চার-পাঁচ বছর পর যেমন হয় 'পিপলস হেলথ অ্যাসেম্বলি'। বার্লিন স্বাস্থ্য শীর্ষ সম্মেলনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, বিশ্বব্যাংক, বিভিন্ন দাতা সংস্থা, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সরব উপস্থিতি থাকে। পিপলস হেলথ অ্যাসেম্বলিতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, বিশ্বব্যাংক, বিভিন্ন দাতা সংস্থা, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা নিয়ে সমালোচনা হয় প্রবলভাবে।

কাগজপত্রে বলা হয়েছে 'বিশ্ব স্বাস্থ্য শীর্ষ সম্মেলন ২০২৪'-এর উদ্দেশ্য ছিল ৭টি: বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্যের উন্নতি; স্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জগুলোর উত্তর খোঁজা, তবে সেই উত্তর হবে বিজ্ঞানচালিত; বিশ্বের সব অঞ্চলের সব খাতের অংশীজনকে একত্র করা; মুক্ত আলোচনাকে উৎসাহিত করা; আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে দৃঢ় করা; স্বাস্থ্য এজেন্ডা ঠিক করা এবং স্বাস্থ্যকে রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে স্বীকৃতির বিষয়টি ত্বরান্বিত করা।

নানা বিষয় নিয়ে বিজ্ঞানী, গবেষক বা নীতিনির্ধারকেরা কথা বললেও এবারের সম্মেলনের মূল বার্তা ছিল স্বাস্থ্য-সংশ্লিষ্ট সব ক্ষেত্রে আস্থা তৈরি বা অর্জন বিষয়ে।

জার্মানির বার্লিনে এ মাসে স্বাস্থ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে

- এবারের সম্মেলনের মূল বার্তা ছিল স্বাস্থ্য-সংশ্লিষ্ট সব ক্ষেত্রে আস্থা তৈরি বা অর্জন বিষয়ে।
- স্বাস্থ্য খাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার বাড়ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার স্বাস্থ্য খাতে গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি করেছে বলে একটি অধিবেশনে দাবি করা হয়।
- 'সবচেয়ে ঝুঁকিতে আছে বাংলাদেশ, অথচ অর্থায়নের সময় দাতারা সেই বিষয়টি মাথায় রাখেন না।'

আস্থা গড়া জরুরি

জার্মানির চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎজ একটি অধিবেশনে লম্বা ও গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেওয়া ছাড়াও সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশে দেওয়া বার্তায় বলেছিলেন, আস্থার মূল্য অপরিমেয়। আস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, যখন একে অপরের কথা শোনে; আস্থা তখনই বৃদ্ধি পায়, যখন মানুষ মন খুলে সততার সঙ্গে আলোচনায় অংশ নেয়। গবেষণা ও বিজ্ঞানে আস্থা যেমন দরকার, তেমনই দরকার বিভিন্ন শাখায় ও গবেষণাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সহযোগিতার ক্ষেত্রে। এই আস্থা বাড়াতে হবে দেশের সীমানার বাইরে।

আস্থার প্রশ্নটি আসে সংক্রামক রোগ ছড়িয়ে পড়ার সময়, টিকা নেওয়ার সময় এবং আরও অনেক ক্ষেত্রে। কোভিড-১৯ মহামারির সময় অনেক মানুষ নিজের ক্ষতি করেছিলেন এই কারণে যে তাঁরা মাস্ক, টিকা, বিধিনিষেধের ওপর আস্থা রাখেননি। অনাস্থা তৈরির ক্ষেত্রে ভুল তথ্য, মিথ্যা তথ্য বা অর্ধসত্য তথ্যের ভূমিকা আছে। এইচআইভি, যক্ষ্মা, মানসিক স্বাস্থ্য, কুষ্ঠ, এমপক্স— এসব ক্ষেত্রে বৈষম্য তৈরি করে ভুল, মিথ্যা বা অর্ধসত্য তথ্য। এই একই কারণে অনেক সময় স্বাস্থ্যকর্মীদের ওপর সহিংস ঘটনা ঘটে।

গুজব অনাস্থা তৈরির একটি কারণ। সম্মেলনের প্রথম দিনের শুরুর একটি অধিবেশনে স্বাস্থ্য খাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার নিয়ে আলোচনা হয়। সেখানে বলা হয়, ফেসবুকে গুজব ছড়ায় বিশৃঙ্খলভাবে। অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক তথ্য বা সত্য ছড়ায় নেটওয়ার্কের মাধ্যমে।

মানুষ যখন চিকিৎসকের কাছে বা হাসপাতালে যায়, অথবা কোনো ওষুধ সেবন করে, তখন আস্থা বড় বিষয় হয়ে দেখা দেয়। এ বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক তেদরোস আধানম গেব্রেয়াসুস বলেন, 'আমরা সবাই চিকিৎসক, নার্স, ওষুধবিদ বা রোগতত্ত্ববিদ হতে পারব না; কিন্তু স্বাস্থ্যের উন্নতি ও স্বাস্থ্যরক্ষায় আমরা তাদের ওপর আস্থা রাখি। তাদের আমরা ভালোবাসি।'

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এই শীর্ষ কর্তাব্যক্তি আরও বলেন, 'আস্থা নষ্ট হলে পরিণতি ভয়াবহ হয়। আস্থা নষ্ট হলে বিপর্যয়কর প্রভাব পড়ে ব্যক্তি, পরিবার, কমিউনিটি, সমাজ, অর্থনীতি ও জাতির ওপর।'

অনিরাপদ সেবা, অসাধু চর্চা, ভুলত্রুটি, হাসপাতালে বিশুদ্ধ পানি বা বিদ্যুৎ বা দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর সংকট—এসব কারণে মানুষের আস্থা ক্ষয় হতে থাকে বা একসময় নষ্ট হয়ে যায়। এসব ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত দুর্বলতা ঠিকভাবে বুঝে পদক্ষেপ নিলে, কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিলে ও বিনিয়োগ বাড়ালে মানুষের আস্থা ধীরে ধীরে ফিরে আসে।

সম্মেলনের ছয় কেন্দ্রীয় বিষয়

সম্মেলন সাজানো হয়েছিল ছয়টি কেন্দ্রীয় বিষয়কে ঘিরে—স্বাস্থ্যে অর্থায়ন, অ্যান্টিবায়োটিকের কার্যকারিতা, নারী ও শিশু স্বাস্থ্যের কৌশল, স্বাস্থ্যে জলবায়ুর প্রভাব, স্বাস্থ্য খাতে তরুণদের ভূমিকা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। প্রতিটি বিষয়ের শাখা-প্রশাখা ধরে একাধিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

স্বাস্থ্য খাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার বাড়ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার স্বাস্থ্য খাতে গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি করেছে বলে একটি অধিবেশনে দাবি করা হয়। ঝুঁকি হচ্ছে, প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষের তথ্য নিয়ে কাজ হচ্ছে। রোগী তথ্য দিচ্ছেন, কিন্তু রোগী ডেটাবেজের উপকার বা সুবিধা কতটা পাচ্ছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। উন্নত বিশ্বে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার যেভাবে বাড়ছে, এশিয়া বা আফ্রিকার অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সেভাবে বাড়ছে না।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জেরেমি ফারার বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সুবিধা বেশি নিচ্ছে ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো। এ কারণে স্বাস্থ্য খাতে বৈষম্য বাড়ার ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। অধিবেশনগুলোয় সর্বসাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি বা গবেষণার বিষয় উপস্থাপনার পাশাপাশি নীতি-কৌশল নিয়েও আলোচনা ও বিতর্ক হয়।

নারীর স্বাস্থ্যবিষয়ক এক অধিবেশনে সুইডেনের সাবেক সংসদ সদস্য ও ইউরোপিয়ান ক্যানসার মিশন বোর্ডের সদস্য পেনিলা গুন্টার বলেন, সচরাচর যেসব ডেটা বা পরিসংখ্যান পাওয়া যায়, নারীর প্রতি বৈষম্য বোঝার জন্য তা যথেষ্ট নয়। নারীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা গল্পগুলো পরিসংখ্যানের মতোই গুরুত্বপূর্ণ।

ক্যানসার বা বিভিন্ন রোগে নারীকে যে ওষুধ দেওয়া হয়, সেগুলোর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কত তীব্র, তা নিয়ে আলোচনা কম হয়। একাধিক অধিবেশনের আলোচনায় এটা উঠে এসেছে যে অসংক্রামক রোগের বিস্তার নারীর প্রতি বৈষম্যকে নতুন করে সামনে এনেছে। মাতৃস্বাস্থ্য গুরুত্বপূর্ণ ঠিকই, কিন্তু নারী স্বাস্থ্যের আলোচনায় অসংক্রমাক রোগ, মেনোপজ এগুলোকে গুরুত্বের সঙ্গে সামনের কাতারে আনার সময় এখন।

গাজা, ইউক্রেন, হাইতি, সুদান, ইয়েমেন, আফগানিস্তান—এসব অঞ্চল বা দেশে মানুষের স্বাস্থ্য অন্য রকম ঝুঁকির মধ্যে আছে। এসব স্থানে জরুরি চিকিৎসার পাশাপাশি মানবিক সহায়তা, পর্যাপ্ত খাদ্যসরবরাহ ও মানসিক স্বাস্থ্যের চিকিৎসা খুবই জরুরি।

সম্মেলনে বাংলাদেশ

বৈশ্বিক স্বাস্থ্যে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব নিয়ে একটি অধিবেশনে বক্তব্য দেন আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশের (আইসিডিডিআরবি) সহযোগী বিজ্ঞানী ফারজানা জাহান। ওই অধিবেশনে বলা হয় উষ্ণ তাপপ্রবাহ, দাবানল, বন্যা বা ঘূর্ণিঝড় মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়িয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য কাজ করেন এমন কর্মীরা কীভাবে বিজ্ঞানকে কাজে লাগাতে পারেন, অধিবেশনে সে বিষয়ে জোর দেওয়া হয়।

জলবায়ু পরিবর্তনে সবচেয়ে ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর অন্যতম বাংলাদেশ। দেশের উপকূলের জেলা ও কক্সবাজারের শরণার্থীশিবিরগুলোতে পরিস্থিতি মোকাবিলার কাজ করছে আইসিডিডিআরবি। কাজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে ওই অধিবেশনে ফারজানা জাহান বলেন, 'সবচেয়ে ঝুঁকিতে আছে বাংলাদেশ, অথচ অর্থায়নের সময় দাতারা সেই বিষয়টি মাথায় রাখেন না।'

সম্মেলনের শেষ দিন, অর্থাৎ ১৫ অক্টোবর সকালে অক্সিজেন নিয়ে একটি অধিবেশন বসে। অধিবেশনে প্রবেশাধিকার ছিল নিয়ন্ত্রিত। অধিবেশনে বলা হয়, হাসপাতালে ওষুধের বিকল্প ওষুধ থাকতে পারে। কিন্তু জীবন বাঁচাতে অক্সিজেনের কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে হাসপাতালে অক্সিজেনের পর্যাপ্ত সরবরাহ নেই। প্রযুক্তি, সরবরাহব্যবস্থা ও দক্ষ জনবলের সংকট আছে।

অধিবেশনে যুক্তরাষ্ট্রের নাসার একজন বিজ্ঞানী বলেন, বাতাস থেকে সহজে অক্সিজেন পৃথককরণের একটি উপায় তাঁরা বের করেছেন। অধিবেশনে জানানো হয়, সারা বিশ্বে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে মেডিকেল অক্সিজেন পরিস্থিতি কী, ঘাটতি মেটাতে করণীয়—এসব নিয়ে চিকিৎসা সাময়িকী *ল্যানসেট* বিশ্বের ২০ জন বিজ্ঞানী নিয়ে একটি কমিশন গঠন করেছে ২০২২ সালে। সেই কমিশন ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে প্রতিবেদন প্রকাশ করবে।

অক্সিজেনের অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন আইসিডিডিআরবির জ্যেষ্ঠ পরিচালক শামস এল আরেফিন ও বিজ্ঞানী আহমদ এহসানূর রহমান। আহমদ এহসানূর রহমান অক্সিজেন-বিষয়ক ল্যানসেট কমিশনের সদস্য। অধিবেশন শেষে তিনি *প্রথম আলো*কে বলেন, প্রতিবছর বাংলাদেশের হাসপাতালগুলোতে ৭০ লাখ মানুষের মেডিকেল অক্সিজেনের দরকার হয়।

এক মঞ্চে শলৎজ ও গেটস

এ বছরের সম্মেলনে 'সিগনেচার ইভেন্ট' ছিল ১৪ অক্টোবর সন্ধ্যায়। অধিবেশনটি আয়োজন করা হয়েছিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার জন্য তহবিল সংগ্রহের জন্য। অধিবেশনের মূল আকর্ষণ ছিলেন জার্মানির চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎজ এবং যুক্তরাষ্ট্রের গেটস ফাউন্ডেশনের চেয়ার বিল গেটস। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক তেদরোস আধানোম গেব্রেয়াসুস।

জার্মান চ্যান্সেলর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে ৩৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, বিল গেটস ২৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। এ ছাড়া ইউরোপের আরও কয়েকটি দেশ, কয়েকটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও ফাউন্ডেশন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তহবিলে অর্থ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। এক সন্ধ্যার অনুষ্ঠান থেকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এক বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থের প্রতিশ্রুতি পায়।

এই অধিবেশনে প্রবেশের জন্য অংশগ্রহণকারীরা অনুষ্ঠান শুরুর প্রায় এক ঘণ্টা আগে থেকে সভাকক্ষের সামনে হাজির হন। নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করা হয়। অনুষ্ঠানে বেশ কয়েকটি দেশের প্রধান, স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও বার্লিনে অবস্থানরত রাষ্ট্রদূতেরা এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎজ বলেন, 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আমাদের সবাইকেই উপকৃত করেছে। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে, সংস্থাটির টেকসই অর্থায়ন নিশ্চিত করা।' অন্যদিকে বিশ্বের বর্তমান স্বাস্থ্য সমস্যা ও তা মোকাবিলায় করণীয় বর্ণনা করে বিল গেটস বলেন, 'বৈশ্বিক স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধান বৈশ্বিকভাবেই করতে হবে। সমন্বিতভাবে অর্থের জোগাড়ে উদ্যোগ নিতে হবে।'

সম্মেলনের শেষ অধিবেশন ছিল স্বাস্থ্যে অর্থায়ন বিষয়ে ল্যানসেট কমিশন নিয়ে। *ল্যানসেট* ২০১৩ ও ২০১৮ সালে অর্থায়ন ও বিনিয়োগ বিষয়ে দুটি কমিশন করে। ২০৫০ সালকে সামনে রেখে *ল্যানসেট* স্বাস্থ্যে বিনিয়োগ নিয়ে নতুন কমিশন করেছে। এই অধিবেশন ও সম্মেলন শেষ হয় অধিবেশনের চেয়ার ও *ল্যানসেট*ের এডিটর-ইন-চিফ রিচার্ড হর্টনের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে।

শিশুদের হাড়ের যত রোগ

ভালো থাকুন

ডা. রবি বিশ্বাস, *শিশু হরমোন রোগবিশেষজ্ঞ, সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ঢাকা শিশু হাসপাতাল*

জন্মের শুরু থেকে পরবর্তী সময়ে শিশুদের বিভিন্ন ধরনের হাড়ের রোগে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। এর পেছনে রয়েছে নানা কারণ। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এসব রোগে উপসর্গমাফিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। এমন কিছু রোগ সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক :

রিকেটস

শিশুর বর্ধনশীল হাড়ে সঠিকভাবে খনিজ পদার্থ (ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস) যুক্ত হতে না পারার কারণে এ রোগ দেখা দেয়। ভিটামিন ডি-এর পরিমাণগত ও গুণগত মানের অভাবও কারণ। এই ভিটামিনের মূল উৎস সূর্যালোক। চাহিদা পূরণে প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে ৩টার মধ্যে ৩০ থেকে ৪৫ মিনিট সূর্যালোকে থাকতে হবে। বিকল্প হলো, ওষুধের মাধ্যমে চাহিদাপূরণ। এ রোগে মূলত হাড় নরম হয়ে পা বেঁকে যায়, ব্যথা ও হাঁটতে কষ্ট হয়, হাড় ভেঙেও যেতে পারে।

অস্টিওজেনেসিস ইমপারফেক্টা

জন্মগত এ রোগে শরীরের হাড় ভঙ্গুর প্রকৃতি হওয়ায় বারবার ভেঙে যায়। মুখ্য কারণ, জেনেটিক মিউটেশনের মাধ্যমে কোলাজেন-১ সঠিকভাবে তৈরি হতে না পারা। ক্রমাগত হাড় ভেঙে যাওয়া ছাড়া অন্যান্য উপসর্গের মধ্যে রয়েছে চোখের নীলাভ রং, ভঙ্গুর চর্ম ও এর নিচে রক্ত জমা, ক্ষয়প্রাপ্ত হলদে দাঁত, কানে না শোনা, খাটো হওয়া। এমনকি অকালমৃত্যুও হতে পারে এ কারণে।

মিউকোপলিস্যাকারয়ডোসিস

এটিও জন্মগত রোগ। এ রোগে মিউকোপলিস্যাকারাইড নামে শরীরের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বিক্রিয়াজনিত ত্রুটির কারণে বিভিন্ন অঙ্গে জমে নানা সমস্যার সৃষ্টি করে। এতে মুখমণ্ডলের বিকৃতি, মানসিক-শারীরিক প্রতিবন্ধিতা, হাড়ের জোড়া শক্ত হয়ে যাওয়া এবং কিছু অঙ্গের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হয়ে থাকে।

অ্যাকন্ড্রোপ্লাসিয়া

অতিশয় খর্বাকৃতির মানুষের বেশির ভাগই এ রোগের শিকার হয়। এ রোগে হাত-পা অনেক খাটো ও মাথা বড় হয়, তবে বুদ্ধি ও হাঁটাচলা ঠিক থাকে।

স্কেলিটাল ডিসপ্লাসিয়া

স্কেলিটাল ডিসপ্লাসিয়া মূলত অস্থি তৈরির সময় বিভিন্ন জন্মগত ত্রুটি থেকে হয়ে থাকে। অসামঞ্জস্যপূর্ণ খর্বাকৃতির অন্যতম কারণ এটি। কখনো একে রিকেটস ভেবে চিকিৎসা করা হয়।

ব্লাউন্ট ডিজিজ

এ রোগেও শিশু পা বাঁকা নিয়ে আসতে পারে। হাঁটুর জোড়ায় গ্রোথ প্লেট আক্রান্ত হয়। জন্মের কয়েক মাসের মধ্যে এ রোগ দেখা দিতে পারে। ব্রেসিং ও সার্জারির মাধ্যমে এ রোগের চিকিৎসা করা হয়।

অস্টিওপেট্রসিস

জন্মগত এ রোগে হাড়ের ঘনত্ব বেড়ে যায়। এখানে অস্টিওক্লাস্ট নামের অস্থিকোষ পরিপক্ব হতে পারে না, যা হাড়ক্ষয়ে ভূমিকা রাখে। অস্থিমজ্জা না থাকায় ঘন ঘন সংক্রমণ, হাড় ভেঙে যাওয়া, রক্ত কমে যাওয়া, মাথা ও কিছু অঙ্গের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, দাঁত উঠতে দেরি হয়। স্নায়ু আক্রান্ত হলে শিশু খেতে পারে না, বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, কানে শুনতে পায় না, চোখে দেখতে পারে না। স্টেম সেল বা বোনম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্ট এ রোগের স্থায়ী চিকিৎসা।

» **আগামীকাল পড়ুন :** নাকের ভেতরে মাংস বেড়ে যাওয়ার সমস্যা ও প্রতিকার

মোটা হয়ে যুদ্ধে যেতে হচ্ছে 'রাশিয়ার ডিক্যাপ্রিওকে'

বিচিত্র

সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট

রাশিয়ার রোমান বুরৎসেভ ২০১৬ সালে একটি ডেটিং সাইটে নাম লেখান। আশা ছিল, খুঁজে পাবেন ভালোবাসার মানুষটিকে। তাকে নিয়ে পরিবার শুরু করবেন। কিন্তু ৩৩ বছরের রোমানের ছবি অপ্রত্যাশিতভাবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায়। নজর কাড়ে বেশ কয়েকটি বিজ্ঞাপনী সংস্থার।

ডেটিং অ্যাপে থাকা রোমানের 'প্রোফাইল' ছবিটি নিয়ে লোকে কথা বলতে থাকে। তিনি দেখতে কতটা হলিউড তারকা লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিওর মতো, তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। রোমান ডিক্যাপ্রিওর চেয়ে বয়সে আট বছরের ছোট এবং ওজনও প্রায় ১০০ পাউন্ড বেশি। এ জন্য রোমানকে 'লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিওর রাশান মোটা সংস্করণ' ডাকা শুরু হয়। ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের ট্যাবলয়েডগুলোতে তাঁর ছবি ছড়িয়ে পড়ে।

রোমানের চেহারা, বিশেষ করে তাঁর নীল চোখ ডিক্যাপ্রিওর মতো। এ জন্য তিনি একের পর এক ফটোশুট এবং এ ধরনের নানা বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের প্রস্তাব পেতে শুরু করেন। হঠাৎ করেই সামনে আসা এসব সুযোগ লুফে নেন রোমান।

এরপর সুযোগ আসে সরাসরি অভিনয় (লাইভ পারফরম্যান্স) করে দেখানোর। একটি মলে 'নকল জাহাজ' তৈরি করা হয়। সেখানে রোমান টাইটানিক সিনেমায় ডিক্যাপ্রিও যেভাবে নায়িকাকে নিয়ে পোজ দিয়েছেন, সেই 'আইকনিক' পোজ দেওয়া শুরু করেন। নারীরা রোমানের সঙ্গে টাইটানিকের বিখ্যাত সেই পোজ দিতে শুরু করেন। পেছনে (ব্যাকগ্রাউন্ডে) বাজতে থাকে 'মাই হার্ট ইজ গো অন' গান।

ডিক্যাপ্রিওর মতো পোজ রোমান বুরৎসেভর (ডানে)। ছবি : ইনস্টাগ্রাম থেকে

কিন্তু রোমানের এই রমরমা অবস্থায় বাদ সাধে কোভিড-১৯ মহামারি। ২০২০ সালে কোভিডের কারণে রোমানের কাজ দ্রুত কমতে থাকে। আয় তলানিতে গিয়ে ঠেকে। আর্থিক চাপে জর্জরিত রোমান বাড়িতে বসে অতিরিক্ত খাবার খেতে থাকেন। তাঁর ওজন অনেকটা বেড়ে যায়। তাঁকে আর দেখতে ডিক্যাপ্রিওর মতো লাগে না।

বেড়ে গেছে বয়সও। আবার প্রচারের আলো ফিরতে পারার আশা তাই ক্ষীণ। ৪১ বছরের রোমান বাধ্য হয়ে একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেন। তিনি রাশিয়ার সরকারের করা ফোনের জবাব দেন। রাশিয়ার হয়ে ইউক্রেনে যুদ্ধে যেতে রুশ সেনাবাহিনীতে নাম নিবন্ধন করতে তাঁকে ওই ফোন করা হয়েছিল।

একটু থামুন

বাসার ভাই • লেখা : আদনান মুকিত, আঁকা : আরাফাত করিম

১৫০৬

স্বাস্থ্যবটিকা • ব্রন স্মিথ

স্লিপ অ্যাপনিয়া কাদের বেলায় মারাত্মক আকার ধারণ করে?

উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হৃদ্‌রোগ, ফুসফুসের দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা (ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ ইত্যাদি রোগ) থাকলে স্লিপ অ্যাপনিয়া মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। সঠিক চিকিৎসা না নিলে এসব রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।

'স্বাস্থ্যবটিকা'র লক্ষ্য রোগনির্ণয় গোছের কিছু নয়

শব্দভেদ

১		২		৩	৪		৫
		৬	৭			৮	
৯	১০				১১		
	১২					১৩	
১৪					১৫		
১৬			১৭	১৮		১৯	
		২০		২১			
	২২					২৩	

বাঁ থেকে ডানে : ১. দেহ। ৩. অনুচ্চ কাশির শব্দ। ৬. সবাইকে নিয়ে তৈরি সমাজ। ৯. গানের ৮ মাত্রার তালবিশেষ। ১১. বন্যা। ১২. আত্মগর্বী, অহংকারী। ১৩. শিষ্ট, মার্জিত। ১৪. খোলা, উন্মুক্ত। ১৫. গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করে দেওয়া। ১৬. অনাত্মীয়, ভিন্ন। ১৭. স্ত্রী। ১৯. সূর্যকিরণ। ২১. প্রশ্নের বা কথার উত্তর। ২২. ব্যায়ামের কৌশল, কায়দা। ২৩. মণিমুক্তাদি, জহরত।

ওপর থেকে নিচে : ১. শলা। ২. অনায়াসে প্রচুর পরিমাণে কিছু হওয়ার ভাবসূচক। ৩. অত্যন্ত, বেশ। ৪. ব্রাহ্মণবাড়িয়ার একটি উপজেলা। ৫. এই দিন, অদ্য। ৭. নবাবের পুত্র। ৮. কৈলাস পর্বতের নিকটবর্তী হ্রদের নাম। ১০. হাহাধ্বনি, আর্তনাদ। ১৪. বেকায়দা, হতবুদ্ধিকর বা অস্বস্তিকর অবস্থা। ১৮. রৌপ্য, চান্দি। ২০. দম।

গত সমস্যার সমাধান

মা	য়া		আ		মা	গু	র
দু		আ	ল	প	না		ক্ষী
র	বি	শ	স্য		ন	নি	
	চা	পা		নি		ধি	মা
প	র	শ	পা	থ	র		টি
শ	ণ		ব	র	বা	দ	
ম		আ	দা		হূ		ভু
	নি	শি		ক	ত	বে	ল

রিপলি'স বিলিভ ইট অর নট! • জন গ্র্যাজিয়ানো

দুনিয়ায় বিষধর সাপের চেয়ে বিষধর মাছের সংখ্যাই বেশি। বারো শতাধিক!

হাবল স্পেস টেলিস্কোপ আকারে একটা বড় স্কুলবাসের সমান।

কথা অমৃত

বিছানায় পড়ে থাকবেন না, যদি না আপনি বিছানায় শুয়ে টাকা কামানোর উপায় জানেন।

জর্জ বার্নস
মার্কিন কমেডিয়ান ও অভিনেতা (১৮৯৬-১৯৯৬)

সুডোকু

	9	2					3	
4	5						9	6
3		6	9	4				8
	2	7		9		8		
		9	3		5	4		
		4		6		7	5	
8				5	7	9		1
9	4						8	7
	7					6	4	

সমাধানের নিয়ম : এমনভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে, যেন প্রতিটি সারি ও প্রতিটি কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে এবং প্রতিটি ৩x৩ বাক্সেও যেন ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে।

গত সমস্যার সমাধান

2	9	8	4	3	5	7	1	6
4	6	5	7	1	9	8	2	3
7	3	1	8	2	6	5	4	9
6	8	2	3	5	4	1	9	7
9	7	3	1	8	2	6	5	4
1	5	4	9	6	7	2	3	8
5	4	9	6	7	1	3	8	2
3	1	6	2	4	8	9	7	5
8	2	7	5	9	3	4	6	1

কৌতুক

ঢাকায় নতুন এসেছে লাবু। একদিন আজিমপুর থেকে বাসে উঠে কন্ডাক্টরকে বলল, 'আমি কল্যাণপুর নামব।' কন্ডাক্টর বলল, 'ঠিক আছে।' পাছে কন্ডাক্টর ভুলে যায়, এই ভয়ে প্রতি স্টপেজে তাকে প্রশ্ন করতে থাকল লাবু, 'এটা কল্যাণপুর?' কন্ডাক্টর প্রতিবারই বলল, 'ডাকমুনে।' বাস যখন সিটি কলেজের কাছে, লাবু আগের মতোই ধৈর্য ধরতে না পেরে কন্ডাক্টরের পিঠে খোঁচা মেরে জিজ্ঞেস করল, 'এটা কল্যাণপুর?' কন্ডাক্টর ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'জি না, এইটা আমার পিঠ।'

পিনাটস • চার্লস শুলজ

ব্যবসায়ীকে ৩৩ হাজার টাকা জরিমানা | গাজীপুরের কালিয়াকৈরে মূল্যতালিকা না থাকায় তিন ব্যবসায়ীকে ৩৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। প্রতিনিধি, গাজীপুর

সংক্ষেপে

মানিকগঞ্জ

শিক্ষা উপকরণ বিতরণ

প্রথম আলোর ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে একটি করে ভালো কাজের অংশ হিসেবে মানিকগঞ্জ সদর উপজেলায় সুবিধাবঞ্চিত শিশুশিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল শনিবার সদর উপজেলার ছুটি-ভাটবাউর গ্রামে এগুলো বিতরণ করেন প্রথম আলো মানিকগঞ্জ বন্ধুসভার সদস্যরা। ছুটি-ভাটবাউর জামে মসজিদ-সংলগ্ন মাঠে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠানে মানিকগঞ্জ বন্ধুসভার সাংগঠনিক সম্পাদক সৌরভ মাহমুদ সোহাগের সঞ্চালনায় শিশুদের উদ্দেশে উদ্দীপনামূলক বক্তব্য দেন গড়পাড়া বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয়ের জ্যেষ্ঠ শিক্ষক আবদুল খালেক। এ ছাড়া প্রথম আলোর মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি আব্দুল মোমিন, মানিকগঞ্জ বন্ধুসভার সভাপতি মো. চাঁন মিয়া ও সহসভাপতি আবদুস সালাম বক্তব্য দেন।
প্রতিনিধি, *মানিকগঞ্জ*

কেরানীগঞ্জ

প্রতিবন্ধীকে অর্থসহায়তা

ঢাকার কেরানীগঞ্জে ১২ বছর ধরে শিকলে বাঁধা জীবন যাপন করা বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী যুবকের পরিবারকে হাঁস-মুরগির খামার গড়ে তোলা ও তাদের ভরণপোষণের জন্য নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করেছে কেরানীগঞ্জ বন্ধুসভা। একই সঙ্গে পরিবারটির জন্য এক দিনের খাবার ও বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী যুবককে নতুন জামা উপহার দেওয়া হয়েছে। গতকাল কেরানীগঞ্জের জিনজিরা রসুলপুর এলাকায় বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী মোহাম্মদ আলীর বাসায় গিয়ে তাঁর পরিবারের হাতে নগদ অর্থসহায়তা তুলে দেন কেরানীগঞ্জ বন্ধুসভার বন্ধুরা। উপস্থিত ছিলেন কেরানীগঞ্জ বন্ধুসভার সভাপতি তানজিম আরা নুসরাত, কেরানীগঞ্জ বন্ধুসভার সহসভাপতি নাজিউল্লাহ ভূঁইয়া, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাত হাসান, তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক এনামুল হাসান, ম্যাগাজিনবিষয়ক সম্পাদক মাহিমন কবীর, কার্যনির্বাহী সদস্য বহ্নি শিখা দাস প্রমুখ।
প্রতিনিধি, *কেরানীগঞ্জ, ঢাকা*

ঝুঁকি ব্যস্ত সড়কে ঝুঁকিপূর্ণভাবে ব্যক্তিগত গাড়ির জানালায় বসে ঘুরছে একদল কিশোর। সামান্য অসাবধানতায় ঘটতে পারে দুর্ঘটনা। গতকাল বিকেলে সংসদ ভবনসংলগ্ন সড়কে। ছবি : দীপু মালাকার

মশার কয়েলের আগুনে এক পরিবারের ছয়জন দগ্ধ

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা ও* **সংবাদদাতা**, *নারায়ণগঞ্জ*

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে একটি বাড়িতে মশার কয়েলের আগুনে নারী, শিশুসহ একই পরিবারের ছয়জন দগ্ধ হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে চারজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। গত শুক্রবার রাত ১১টার দিকে উপজেলার গোলাকান্দাইল ইউনিয়নের ডওহরগাঁও এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

দগ্ধ ব্যক্তিরা হলেন মোহাম্মদ বাবুল (৪০), তাঁর স্ত্রী মোসাম্মত শেলী (৩৫), তাঁদের চার সন্তান মো. সোহেল (২০), মোসা. মুন্নি (১৮), মো. ইসমাইল (১১) ও মোসা. তাসলিমা (৯)। দগ্ধদের ঢাকার শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে। ইসমাইল ও তাসলিমাবাদে বাকিরা পোশাক কারখানায় কাজ করতেন বলে স্থানীয় লোকজন জানিয়েছেন।

শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক তরিকুল ইসলাম বলেন, দগ্ধদের মধ্যে সোহেলের শরীরের ৭০ শতাংশ, বাবুলের ৬৬ শতাংশ, তাসলিমার ৬৩ শতাংশ, ইসমাইলের ৫৫ শতাংশ, শেলীর ৩০ শতাংশ এবং মুন্নির ২০ শতাংশ পুড়ে গেছে।

তরিকুল আরও বলেন, শুক্রবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে তাঁদের বার্ন ইনস্টিটিউটের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসা হয়। বর্তমান ছয়জনই চিকিৎসাধীন। দগ্ধ রোগীদের কেউই আশঙ্কামুক্ত নন। তাঁদের মধ্যে চারজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

বাবুলদের অগ্নিদগ্ধ হওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে স্থানীয় বাসিন্দা তারিকুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, শুক্রবার মধ্য রাতে হঠাৎ অগ্নিদগ্ধ হন বাবুল, বাবুলের স্ত্রীসহ অন্যরা। মশার কয়েল ধরানোর সময় আগুন লাগে বলে তাঁর ধারণা। তখন তাঁদের উদ্ধার করে তিনি শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করান।

তারিকুল ইসলাম আরও বলেন, অগ্নিদগ্ধ বাবুল স্থানীয় একটি পোশাক কারখানায় কাজ করেন। অগ্নিদগ্ধ হওয়ার সময় সবাই বাসায় ছিলেন। বাসায় গ্যাসের কোনো সংযোগ ছিল না। তাঁরা সিলিন্ডার গ্যাস ব্যবহার করে রান্নাবান্না করতেন।

ঘটনার পর সেখানে যাওয়া ভুলতা পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ (পরিদর্শক) মিজানুর রহমান *প্রথম আলোকে* জানান, দগ্ধ সবাই একটি টিনশেড কক্ষে ভাড়া থাকেন। রাতে মশার কয়েল জ্বালিয়ে তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েন। সেই কয়েল থেকে বিছানায় আগুন লেগে যায়। সবাই ঘুমিয়ে থাকার কারণে আগুন ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। এতে ঘরে থাকা ছয়জন দগ্ধ হন। পরে স্থানীয় লোকজন তাঁদের উদ্ধার করে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে নিয়ে যান।

গণমাধ্যমকে সত্য বলতে হবে

জুলাই গণপরিসর

দেশের কোনো গণমাধ্যম যেন বন্ধ না হয়, সবাই থাকুক, এমন কথা বলেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

গণমাধ্যম কেবল সরকার ও রাষ্ট্রের দাসত্ব করেনি। গণমাধ্যমের মূল সমস্যা অসত্য বলতে বলতে মানুষের আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। আস্থা ফেরানোর পদ্ধতি একটাই—সত্য বলা। সাংবাদিকতা করতে পারলে, জবাবদিহির জায়গা তৈরি করা গেলে ভবিষ্যতে ফ্যাসিজম আসবে না।

'ফ্যাসিবাদের বয়ান বনাম গণমানুষের গণমাধ্যম' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় এ কথা উঠে আসে। গতকাল শনিবার বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই আলোচনার আয়োজন করে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান পর্যালোচনা প্ল্যাটফর্ম জুলাই গণপরিসর।

দেশে গণমাধ্যমের অনেক সীমাবদ্ধতা আছে বলে উল্লেখ করেন ইংরেজি দৈনিক *নিউ এজ* সম্পাদক নূরুল কবীর। সাংবাদিকদের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা এবং সমাজে গণতান্ত্রিক শক্তি বিকাশের সঙ্গে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলে উল্লেখ করেন নূরুল কবীর।

সাংবাদিকতার ব্যর্থতাকে দেশে ফ্যাসিজম আসার মূল কারণগুলোর একটি বলে মনে করেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। তিনি বলেন, 'আমরা কোনো দিনও খুব যে ভালো সাংবাদিকতা করেছি, আমার মনে হয় না।'

সাবেক প্রধানমন্ত্রীর প্রেস অফিসের কাজ ছিল নজরদারি এজেন্সির ভূমিকা পালন করা—এমন মন্তব্য করে শফিকুল আলম বলেন, ওদের (প্রেস অফিস) কাজ ছিল সংবাদ কীভাবে নামানো যায়। সংবাদ হত্যার কাজ যে শুধু সরকার করেছে তা নয়, বেসরকারি খাতও ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষার জন্য স্বেচ্ছায় এই কাজ করেছে।

দেশের কোনো গণমাধ্যম যেন বন্ধ না হয়, সবাই থাকুক—এমন কথা বলেন শফিকুল আলম। তবে যেসব সাংবাদিক সঠিক সাংবাদিকতা করেননি, তাঁদের উচিত 'সোল সার্চিং' বা আত্মসমালোচনা করা বলে মনে করেন তিনি।

গণমাধ্যমের সমালোচনা হতে পারে এবং হওয়া দরকার। কিন্তু লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে যদি কোনো গণমাধ্যমকে বন্ধ করে দিতে বলা হয়, সেটা ফ্যাসিজম কি না, সেই প্রশ্ন রাখেন দ্য ডেইলি স্টার বাংলার সম্পাদক গোলাম মোর্তোজা। তিনি বলেন, দেশের গণমাধ্যমের মূল সমস্যা অসত্য বলতে বলতে মানুষের আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। আস্থা ফেরানোর পদ্ধতি একটাই—সত্য বলা।

পিআইবির মহাপরিচালক ফারুক ওয়াসিফ বলেন, আওয়ামী লীগের ফ্যাসিস্ট মোড (বয়ান) হচ্ছে দেশ একটা সংকটের মধ্যে আছে, উন্নয়ন বাধা দিচ্ছে, ষড়যন্ত্র হচ্ছে, জঙ্গিরা ঢুকে পড়ছে প্রভৃতি। আওয়ামী লীগের এই হুমকি, সংকটের মোড সব সময় একইভাবে গণমাধ্যম জারি রেখেছে।

সরকারের কর্মসূচির গুণগান গাওয়া ছাড়া বিটিভির উপায় নেই বলে উল্লেখ করেন প্রতিষ্ঠানটির মহাপরিচালক মাহবুবুল আলম। তিনি বলেন, 'সরকার যে দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখবে, সেই দৃষ্টিভঙ্গিতেই এই প্রতিষ্ঠানকে চলতে হবে। যেমন দেশ চলে, তেমন করেই তার প্রতিষ্ঠান চলে।'

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক খোরশেদ আলম। আরও আলোচনা করেন প্রথম আলো অনলাইন সংস্করণের ইংরেজি বিভাগের প্রধান আয়েশা কবির। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সংস্কৃতিকর্মী মোহাম্মদ রোমেল।

স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি

সময় বেঁধে দিলেন ৭ কলেজের শিক্ষার্থীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সাত কলেজের শিক্ষা ও প্রশাসনিক সমস্যা নিরসনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গঠিত কমিটিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। তাঁরা একটি স্বতন্ত্র পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য আগামী তিন দিনের মধ্যে 'বিশ্ববিদ্যালয় রূপান্তর কমিশন' গঠনের দাবি জানিয়েছেন। এর মধ্যে দাবি মানা না হলে আগামী মঙ্গলবার কঠোর কর্মসূচি দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন তাঁরা।

গতকাল শনিবার ঢাকা কলেজের অডিটরিয়ামে এক সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে এ ঘোষণা দেন সজীব উদ্দিন। তিনি ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থী।

সজীব উদ্দিন বলেন, সরকার সাত কলেজের সমস্যা নিরসনের নামে যে সংস্কার কমিটি করেছে, সেটি আমলাতান্ত্রিক কমিটি। সাত কলেজের যে সমস্যা, সেটা আমলাদের দিয়ে সমাধান হবে না। সমস্যার যৌক্তিক সমাধান হচ্ছে সাত কলেজের সমন্বয়ে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন। এখন এটা করার জন্য 'বিশ্ববিদ্যালয় রূপান্তর কমিশন' গঠন করা জরুরি। এই কমিশনে শিক্ষাবিদদের যেমন রাখতে হবে, তেমনি ছাত্র প্রতিনিধিদেরও রাখতে হবে।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য তুলে ধরেন সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজের শিক্ষার্থী সাবরিনা সুলতানা। লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, ২০১৭ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে রাজধানীর সরকারি সাত কলেজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করা হয়। এ সিদ্ধান্ত ছিল সম্পূর্ণ অপরিকল্পিত। ফলে যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে এ কলেজগুলোকে অধিভুক্ত করা হয়েছিল, সেটা বিগত আট বছরেও অর্জন করা সম্ভব হয়নি।

হরতালের হুমকি যাত্রী অধিকার সংরক্ষণ ফোরামের

নারায়ণগঞ্জ

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

গতকাল নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে যাত্রী অধিকার সংরক্ষণ ফোরাম। প্রথম আলো

ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে নন-এসি বাসভাড়া ৫৫ টাকা থেকে কমিয়ে ৪৫ টাকা, এসি বাসের ভাড়া বিআরটিসি ৬০ টাকা ও বেসরকারি বাসের ভাড়া ৬৫ টাকা করার দাবি জানিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছে নারায়ণগঞ্জের যাত্রী অধিকার সংরক্ষণ ফোরাম।

বাসভাড়া কমানোর দাবিতে তিন দফা দাবি বাস্তবায়নে ২৯ অক্টোবর থেকে ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত নানা কর্মসূচি দেওয়া হয়েছে এবং তাদের এই দাবি না মানলে আগামী ১৭ নভেম্বর সকাল ৬টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত নারায়ণগঞ্জে সর্বাত্মক হরতাল ঘোষণা দেওয়া হয়।

গতকাল শনিবার নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন যাত্রী অধিকার সংরক্ষণ ফোরামের আহ্বায়ক সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রফিউর রাব্বি। নারায়ণগঞ্জ থেকে সব রুটে বাসভাড়া কমানো ও ছাত্রদের অর্ধেক ভাড়া কার্যকর করার দাবিতে ধারাবাহিক আন্দোলন কর্মসূচি সামনে রেখে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে সংগঠনটি।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, নারায়ণগঞ্জের পরিবহন সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ করতেন গডফাদার শামীম ওসমান ও তাঁর সহযোগীরা; কিন্তু ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে গডফাদাররা পালিয়ে গেলেও পর্দার অন্তরালে থেকে পরিবহন সেক্টরকে জিম্মি করে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করা হচ্ছে।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে রফিউর রাব্বি বলেন, শেখ হাসিনা সরকার সব সময়ই ছিল পরিবহনমালিক ও মাফিয়াবান্ধব। নিজেদের দলীয় ক্যাডার ও আত্মীয়স্বজনকে অনৈতিক সুবিধা দিতে জনগণের বিরুদ্ধে গিয়ে অযৌক্তিকভাবে কিলোমিটারপ্রতি ভাড়া নির্ধারণ করেছেন। সরকারের গণবিরোধী নীতির সঙ্গে মিল রেখে পরিবহন মাফিয়াদের যোগসাজশে বিআরটিএ জনস্বার্থকে অবজ্ঞা করে ভাড়া নির্ধারণ করে গেছে। আমরা আশা করব, চূড়ান্ত কর্মসূচিতে যাওয়ার আগেই প্রশাসন ১৫ নভেম্বরের মধ্যে যৌক্তিক দাবিগুলো মেনে নেবে।'

উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জ নাগরিক কমিটির সভাপতি এ বি সিদ্দিক, জেলা সিপিবির সভাপতি হাফিজুল ইসলাম, ন্যাপের জেলা সাধারণ সম্পাদক আওলাদ হোসেন, খেলাঘর কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি রথীন চক্রবর্তী, ওয়ার্কার্স পার্টির জেলা সম্পাদক হিমাংসু সাহা, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির জেলা সভাপতি মাহামুদ হোসেন, নারায়ণগঞ্জ সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি জিয়াউল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক ধীমান সাহা, বাসদের জেলা সদস্যসচিব আবু নাঈম প্রমুখ।

অভ্যুত্থানের চেতনাকে ছড়িয়ে দিতে হবে

প্রতিবেদক, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের চেতনাকে ধরে রাখার পাশাপাশি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আয়োজনের মাধ্যমে তা সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে বিপ্লবী সাংস্কৃতিক ঐক্য নামের একটি সংগঠন।

সংগঠনটি শহীদদের স্মরণে গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে 'মুক্ত করো ভয়' শীর্ষক এক সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে। সেখানেই তারা এ আহ্বান জানায়।

সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়াজ আহমেদ খান বলেন, 'বহু মানুষের রক্তের ত্যাগের বিনিময়ে আজকে আমরা এখানে দাঁড়াতে পেরেছি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারছি। আমরা একটা ভয়হীন সংস্কৃতিচর্চা চাই।'

অভ্যুত্থানের বিচারপ্রক্রিয়ার সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পৃক্ততা রয়েছে উল্লেখ করে উপাচার্য বলেন, 'জাতিসংঘের টিমের সঙ্গেও বিশ্ববিদ্যালয় কাজ করে যাচ্ছে। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানকে পৃথিবীর মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। এসব বিষয়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সাইফুদ্দীন আহমেদ বলেন, 'আমাদের এখন ভয় দূর হয়ে গেছে। তাই এখন সবার মনে সাহস ছড়িয়ে দিতে হবে। আগের সেই ভয়ের সংস্কৃতি আর ফিরে আসুক, তা আমরা চাই না।'

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক লুৎফর রহমান বলেন, 'বিগত দিনে স্বাধীন চেতনায় বিশ্বাসীদের এই শহীদ মিনারে দাঁড়িয়ে কথা বলতে দেওয়া হয়নি।'

আলোচনা সভায় আবৃত্তিশিল্পী নাসিম আহমেদ বলেন, 'নতুন স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে এ রকম সাংস্কৃতিক বিকাশ পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা অনেক। আমাদের ওপর হাজারো মানুষের রক্তের দায় রয়েছে। আমাদের শহীদেরাই এই দেশকে নতুনভাবে নির্মাণ করেছে। তাঁরা দেশকে নতুন করে সাজাতে আমাদের ওপর দায়িত্ব দিয়ে গেছেন। সবার প্রতি আমাদের আহ্বান থাকবে, আমরা যেন তাদের আকাঙ্ক্ষিত দেশ গঠন করতে পারি।'

আবৃত্তিকার শারমিন ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন বিপ্লবী সাংস্কৃতিক ঐক্যের নির্বাহী সদস্য এস এম বিপাশ আনোয়ার।

শিল্পী রিপন সাহার 'অস্তিত্বের প্রতিধ্বনি' প্রদর্শনী ঘুরে দেখছেন অতিথিরা। গতকাল সন্ধ্যায় রাজধানীর লালমাটিয়ার কলাকেন্দ্রে। ছবি : আশরাফুল আলম

'অস্তিত্বের প্রতিধ্বনি' প্রদর্শনী শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজধানীর লালমাটিয়ার কলাকেন্দ্রে শুরু হয়েছে 'অস্তিত্বের প্রতিধ্বনি' শিরোনামে শিল্পী রিপন সাহার একক প্রদর্শনী। গতকাল শনিবার ৭৮টি শিল্পকর্ম নিয়ে আয়োজিত এ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন শিল্পী কার্টুনিস্ট শিশির ভট্টাচার্য।

শিশির ভট্টাচার্য বলেন, অনেক রকম সীমাবদ্ধতার মধ্যেও শিল্পীর যে দৃশ্যজগৎ তা প্রবল। শিল্পী রিপন সাহার কাজ কার্টুন নয়, আর্ট ওয়ার্ক। তাঁর ছবিতে এত বৈচিত্র্যময় পরিবর্তন যে তা বিস্ময়কর।

অস্তিত্বের প্রতিধ্বনি প্রদর্শনী নিয়ে শিশির ভট্টাচার্য বলেন, 'পিকটোরিয়াল' ও 'ভিজ্যুয়াল' জগৎ নিয়ে যাঁরা চলেন, তাঁদের এ প্রদর্শনী দেখা উচিত। ভালো না লাগার ভাষাটা কী, তা বুঝতে হলেও এ প্রদর্শনী দেখা দরকার।

শিল্পী রিপন সাহা চট্টগ্রাম থেকে ভার্চ্যুয়ালি প্রদর্শনীতে যুক্ত হন। বিভিন্ন কারণে জনসমাগম এড়িয়ে চলা এই শিল্পীর সঙ্গে ছবির বিভিন্ন কৌশল নিয়ে আলোচনা করেন কার্টুনিস্ট শিশির ভট্টাচার্য।

অস্তিত্বের প্রতিধ্বনি প্রদর্শনীর কিউরেটর শিল্পী ওয়াকিলুর রহমান। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, কলাকেন্দ্রে এটি শিল্পীর একক তৃতীয় প্রদর্শনী।

অস্তিত্বের প্রতিধ্বনি প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে রিপন সাহার ৭৮টি শিল্পকর্ম। শনিবার থেকে শুরু হওয়া এই প্রদর্শনী চলবে আগামী ১১ নভেম্বর পর্যন্ত।

জাতীয় সংলাপ

দেশে ধর্মীয় সংহতি বজায় থাকলে সংঘাত কমবে

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও জাতিগত বিদ্বেষ থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে হানাহানি-সংঘাতের ঘটনা ঘটছে। দেশে যার যার ধর্ম পালনে সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে হবে। পরিবার থেকেই অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শেখাতে হবে। ধর্মীয় সংহতি বজায় থাকলে দেশে সংঘাত কমে আসবে।

'ধর্মীয় সম্প্রীতি-বাস্তবতা ও করণীয়' শীর্ষক জাতীয় সংলাপে এ কথা উঠে আসে। রাজধানীর গুলশানের একটি হোটেলে গতকাল শনিবার এই সংলাপের আয়োজন করে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট ও মাল্টিস্টেকহোল্ডার ইনিশিয়েটিভ ফর পিস অ্যান্ড স্ট্যাবিলিটি (এমআইপিএস)। অনুষ্ঠানে ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টধর্মের অনুসারী ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

সংলাপে জানানো হয়, দেশের ৩০টি জেলার ৮০টি উপজেলা এমআইপিএস কার্যক্রমের আওতায় রয়েছে। ৫ বছর মেয়াদের এই প্রকল্প শুরু হয় ২০২৩ সালে। সম্মিলিত উদ্যোগে বাংলাদেশের রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও জাতিগত সহিংসতার ঘটনা চিহ্নিত, প্রতিরোধ, প্রশমন ও নিষ্ক্রিয় করার মাধ্যমে সহনশীলতা বাড়ানো এবং সবার মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি জোরদার করা এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

ধর্ম উপদেষ্টা আ ফ ম খালিদ হোসেন সংলাপে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, জুলাই বিপ্লবের পর সবাই যে বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখছে, তার জন্য সব ধর্মের মানুষের অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

ছাত্রীদের ফুটবল প্রতিযোগিতা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিনিধি, *জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়*

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের ফুটবল প্রতিযোগিতা। গতকাল বিকেলে। প্রথম আলো

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের ফুটবল প্রতিযোগিতা হয়েছে। গতকাল শনিবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। এতে চৌরঙ্গী চ্যালেঞ্জার্সকে ট্রাইব্রেকারে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে লেকসাইড ঠান্ডার্স।

আয়োজকেরা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের খেলাধুলাবিষয়ক প্ল্যাটফর্ম জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি উইমেন্স স্পোর্টস সোসাইটির আয়োজনে গত শুক্রবার ছাত্রীদের এ ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হয়। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ও বর্তমান ছাত্রীরা ছয়টি দলে ভাগ হয়ে খেলায় অংশ নেন। দলগুলো হলো সংশপ্তক ব্রাভোস, সুইজারল্যান্ড সুপারনোভাস, ছায়ামঞ্চ এলিট ফোর্স, বোটানিক্যাল ব্লাস্টার্স, লেকসাইড ঠান্ডার্স ও চৌরঙ্গী চ্যালেঞ্জার্স। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্থানের নামের সঙ্গে মিল রেখে দলগুলোর নামকরণ করা হয়। প্রতি দলে আটজন করে খেলোয়াড় অংশ নেন। গতকাল বিকেলে ফাইনাল ম্যাচে মাঠে নামে চৌরঙ্গী চ্যালেঞ্জার্স ও লেকসাইড ঠান্ডার্স। ২০ মিনিটের খেলায় উভয়ই দল গোলশূন্য থাকে, ফলে খেলা গড়ায় ট্রাইব্রেকারে। এতে ২-১ গোলের ব্যবধানে চৌরঙ্গী চ্যালেঞ্জার্সকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় লেকসাইড ঠান্ডার্স।

খেলায় প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ নির্বাচিত হন ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী সিফাত আরা রুমকি। খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক সোহেল আহমেদ, সহ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক মাজফুজুর রহমান, প্রক্টর অধ্যাপক এ কে এম রাশিদুল আলম প্রমুখ।

বাজার তদারকি অভিযান চলছে | গতকাল সব বিভাগ ও বিভিন্ন জেলায় টাস্কফোর্স ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর বাজার তদারকি অভিযান চালিয়েছে। বিজ্ঞপ্তি

কম্বল কেনাবেচা ধীরে ধীরে শীত পড়ছে। তাই পাইকারি বিক্রেতারা দোকানে শীতের পোশাক ও কম্বল তুলেছেন। মান ও প্রকারভেদে একেকটি কম্বল ১৫০ থেকে ৫ হাজার টাকায় বিক্রি হচ্ছে। গতকাল পাবনার হোসিয়ারিপট্টির নতুন গলিতে। ছবি : হাসান মাহমুদ

বিশ্ববাজারে চালের দাম কমছে

অর্থ-বাণিজ্য ডেস্ক

ভারত চাল রপ্তানিতে বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করায় বিশ্ববাজারে পণ্যটির দাম কমতে শুরু করেছে। বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও আফ্রিকায় এখন চালের দাম কমছে। এতে খাদ্যমূল্যস্ফীতির চাপ কমবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ভারত বিশ্বের বৃহত্তম চাল রপ্তানিকারক। সম্প্রতি তারা আধা সেদ্ধ চাল রপ্তানিতে শুল্ক প্রত্যাহার করে। এতে বিশ্ববাজারে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। নিক্কেই এশিয়া এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, গত সপ্তাহে থাইল্যান্ডের চালের টনপ্রতি গড় রপ্তানিমূল্য ৫২৯ ডলারে নেমেছে, যা আগের মাসের চেয়ে ৮ শতাংশ কম। গত জানুয়ারিতে থাই চালের রপ্তানিমূল্য ১৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উঠেছিল। সেই তুলনায় এখন দাম ২১ শতাংশ কম।

ভারতের ৫ শতাংশ খুদযুক্ত সেদ্ধ চালের টনপ্রতি দাম গত সপ্তাহে ছিল ৪৫০ থেকে ৪৮৪ ডলার, গত বছরের আগস্টের পর যা সর্বনিম্ন। ভারতের ৫ শতাংশ খুদযুক্ত সাদা চালের টনপ্রতি দাম আগের সপ্তাহে ছিল ৪৬০ থেকে ৪৯০ ডলার।

ভিয়েতনাম ফুড অ্যাসোসিয়েশনের তথ্যানুযায়ী, গত সপ্তাহে দেশটিতে চালের দাম গত বছরের জুলাইয়ের পর সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমেছে। ভিয়েতনামে বৃহস্পতিবার ৫ শতাংশ খুদযুক্ত চাল টনপ্রতি ৫৩২ ডলারে বেচাকেনা হয়েছে, যা গত সপ্তাহে ছিল ৫৩৭ ডলার।

জুলাই-সেপ্টেম্বর তিন মাসে কোনো অর্থ দেয়নি চীন

বিদেশি ঋণ

গত জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে চীনের কাছ থেকে কোনো অর্থ পায়নি বাংলাদেশ। এই সময়ে ঋণ দেওয়ার নতুন প্রতিশ্রুতিও দেয়নি দেশটি।

জাহাঙ্গীর শাহ, *ঢাকা*

চীন থেকে ঋণ ছাড় বন্ধ হয়ে গেছে। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম তিন মাস জুলাই-সেপ্টেম্বরে দেশটির কাছ থেকে কোনো অর্থ পায়নি বাংলাদেশ। এমনকি এই সময়ে কোনো নতুন ঋণের প্রতিশ্রুতিও দেয়নি দেশটি।

অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিক জুলাই-সেপ্টেম্বরের বিদেশি ঋণ পরিস্থিতি নিয়ে সম্প্রতি অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) প্রকাশিত হালনাগাদ প্রতিবেদনে চীনের ঋণ ছাড় না হওয়ার এই তথ্য পাওয়া গেছে।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতায় আসার পর চীন ও রাশিয়ার কাছ থেকে দ্বিপক্ষীয় ভিত্তিতে নেওয়া ঋণগুলো নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে সমালোচনা শুরু হয়। চীনের কাছ থেকে তাদের মুদ্রায় ৫০০ কোটি ডলারের সমপরিমাণ ঋণ নেওয়ার বিষয়েও 'ধীরে চলো' নীতি অবলম্বন করছে ঢাকা। এই অর্থের অর্ধেক বাংলাদেশ বাজেট-সহায়তা হিসেবে চায়, অন্যদিকে চীন পুরো অর্থই ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন বা বাণিজ্য-সহায়তার আওতায় দিতে চায়।

এ নিয়ে ইআরডির একজন শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, ৫০০ কোটি ডলারের সমপরিমাণ ঋণের বিষয়ে দুই দেশ ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারেনি। নতুন সরকার এসে বিদেশি ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে আরও সতর্ক থাকার নির্দেশনা দিয়েছে। ফলে ঋণের ব্যাপারে চীনের সঙ্গে একধরনের টানাপোড়েন শুরু হয়েছে। যে কারণে অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে কোনো অর্থছাড় হয়নি।

তবে এক বছরের বেশি সময় ধরে চীনের সঙ্গে কোনো ঋণচুক্তি হয়নি। দেশটি নতুন ঋণের প্রতিশ্রুতিও দেয়নি।

দেশে কয়েক বছর ধরে চীনা ঋণের পরিমাণ বাড়ছে। বাংলাদেশকে ঋণ দেয়, এমন ৩২টি দেশ ও সংস্থার মধ্যে সর্বশেষ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে চীনের অবস্থান ছিল চতুর্থ। তাদের ওপরে ছিল বিশ্বব্যাংক, জাপান ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)। বাংলাদেশ প্রতিবছর মোট যে ঋণ পায়, তার প্রায় ১০ শতাংশ দেয় চীন। বার্ষিক ঋণ ছাড়ে অবশ্য চীন দুই বছর ধরে বিলিয়ন ডলার ক্লাবে রয়েছে।

চীন গত চার বছরে বাংলাদেশকে প্রায় ৩০০ কোটি ডলার দিয়েছে। এই অর্থ দেশটির দেওয়া মোট ঋণের ৪০ শতাংশের মতো। চীনা অর্থে চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণ করা হয়েছে। আবার সাভারের আশুলিয়া থেকে ঢাকা বিমানবন্দর পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ; রাজশাহী ওয়াসার উন্নয়ন, চারটি কার্গো জাহাজ কেনাসহ বেশ কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

এসব নিয়ে জানতে চাইলে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) নির্বাহী পরিচালক সেলিম রায়হান বলেন, দিন দিন বিদেশি ঋণের অর্থ পরিশোধের চাপ বাড়ছে। চীন ও রাশিয়ার মতো দ্বিপক্ষীয় ভিত্তিতে ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে আরও সতর্ক থাকা উচিত। এসব ঋণের শর্ত অনেক কঠিন থাকে। কারণ, পণ্য ক্রয় ও ঠিকাদার নিয়োগ ওই সব দেশ থেকে করতে হয়। ঋণ পরিশোধের মেয়াদও থাকে কম।

> দিন দিন বিদেশি ঋণের অর্থ পরিশোধের চাপ বাড়ছে। চীন ও রাশিয়ার মতো দ্বিপক্ষীয় ভিত্তিতে ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে আরও সতর্ক থাকা উচিত। এসব ঋণের শর্ত অনেক কঠিন থাকে।
>
> **সেলিম রায়হান**, নির্বাহী পরিচালক, সানেম

- ৫০০ কোটি ডলারের চীনা ঋণের বিষয়ে 'ধীরে চলো' নীতিতে রয়েছে বাংলাদেশ।
- দেশটি গত চার বছরে ৩০০ কোটি ডলার দিয়েছে, যা তাদের দেওয়া মোট ঋণের ৪০%।
- তিন মাসে ঋণ ছাড়ে শীর্ষ পাঁচ দেশ ও সংস্থা হলো জাপান, এডিবি, রাশিয়া, বিশ্বব্যাংক ও ভারত।

তিন মাসে কারা বেশি ঋণ দিল

দেশে চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে সব মিলিয়ে ৮৪ কোটি ৬১ লাখ ডলারের বিদেশি ঋণসহায়তা এসেছে। এই সময়ে ঋণ প্রদানে শীর্ষে ছিল জাপান। দেশটি সব মিলিয়ে ২১ কোটি ডলার দিয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) দিয়েছে ১৫ কোটি ৬৭ লাখ ডলার। ১৪ কোটি ৯৩ লাখ ডলার ছাড় করে তৃতীয় স্থানে রয়েছে রাশিয়া। এ ছাড়া চতুর্থ স্থানে থাকা বিশ্বব্যাংক ৭ কোটি ৮৪ লাখ ডলার এবং পঞ্চম অবস্থানে ভারত সাড়ে ৪ কোটি ডলার ছাড় করেছে।

এদিকে আলোচ্য সময়ে দেশে যত বিদেশি ঋণ এসেছে, তার চেয়ে বেশি পরিশোধ করতে হয়েছে। এ সময়ে সুদ ও আসল মিলিয়ে ১১২ কোটি ৬৫ লাখ ডলার পরিশোধ করেছে বাংলাদেশ। একই সময়ে বিভিন্ন দাতা সংস্থা ও দেশের কাছ থেকে মোট ৮৪ কোটি ৬১ লাখ ডলারের ঋণ ছাড় করা সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ ছাড়ের চেয়ে প্রায় ২৮ কোটি ডলার বেশি ঋণ পরিশোধ করতে হয়েছে।

নতুন অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় এসে বিশ্বব্যাংক, এডিবি ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলসহ (আইএমএফ) উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে বাজেট-সহায়তা বাবদ কয়েক শ কোটি ডলারের প্রতিশ্রুতি পেয়েছে; কিন্তু বাস্তবে অর্থছাড় কমেছে, আর ঋণ শোধ বেড়েছে। ফলে ঋণপ্রাপ্তি ও পরিশোধের ফল নেতিবাচক।

তথ্য গোপন, এনআরবিসিকে জরিমানা

বাংলাদেশ ব্যাংক

ব্যাংকটির উদ্যোক্তা পরিচালক আবু বকর চৌধুরীর পরিচয় নিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে বিভ্রান্ত করেছে, প্রবাসীদের শেয়ারের বিষয়েও ভুল তথ্য দিয়েছে।

- প্রবাসী উদ্যোক্তাদের শেয়ার ৫০ শতাংশে নামিয়ে আনার নির্দেশ।
- সব পরিচালক, এমডি, কোম্পানি সচিবসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কারণ দর্শানোর নোটিশ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

একটি হিসাবে অস্বাভাবিক লেনদেনের তথ্য গোপন করায় বেসরকারি এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংককে (এনআরবিসি) ৫ লাখ টাকা জরিমানা করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এ ছাড়া ব্যাংকটির উদ্যোক্তা পরিচালক আবু বকর চৌধুরীর পরিচয়সংক্রান্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে বিভ্রান্ত করেছে এবং প্রবাসীদের শেয়ার নিয়ে ভুল তথ্য দিয়েছে। সে জন্য প্রবাসীদের উদ্যোগে গঠিত এনআরবিসি ও এর সব পরিচালককে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়ে ব্যাখ্যা চেয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৩ গত ২০ অক্টোবর এনআরবিসির ব্যবস্থাপনা পরিচালককে (এমডি) এক চিঠিতে এসব বিষয়ে নির্দেশনা দিয়েছে। এতে ব্যাংকটিতে প্রবাসীদের শেয়ার ৫০ শতাংশে নামিয়ে আনতে বলেছে।

এ নিয়ে এনআরবিসি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (চলতি দায়িত্বে) রবিউল ইসলামকে ফোন করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। মুঠোফোনে খুদে বার্তা পাঠানো হলেও তিনি সাড়া দেননি।

অস্বাভাবিক লেনদেনের তথ্য গোপন

জানা গেছে, এনআরবিসি ব্যাংকের চট্টগ্রামের ও আর নিজাম রোড শাখার গ্রাহক মো. রেজাউল বশির চৌধুরীর সঞ্চয়ী হিসাবে অস্বাভাবিক বা সন্দেহজনক লেনদেন চিহ্নিত হওয়া সত্ত্বেও তা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট বিএফআইইউকে জানানো হয়নি। এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকে রিপোর্ট না করার কারণে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের আওতায় ব্যাংকটিকে পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক চিঠিতে বলেছে, সাত দিনের মধ্যে জরিমানার অর্থ পরিশোধ না করলে তা বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত তাদের চলতি হিসাব সমন্বয় করে আদায় করা হবে। পাশাপাশি ২০২১ সালের ১৮ মে থেকে ২০২২ সালের ৭ এপ্রিল পর্যন্ত সময়ে ওই শাখায় দায়িত্ব পালনকারী ব্যবস্থাপক, শাখা মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা ও ব্যাংকের প্রধান মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তাকে এই লেনদেনের সঙ্গে জড়িত সব কর্মকর্তা-কর্মচারীর দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে তাঁদের বিরুদ্ধে যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়ে ৩০ দিনের মধ্যে জানাতে বলা হয়েছে।

পরিচালকের পরিচয়পত্রের তথ্যও গোপন

এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক (এনআরবিসি) কেন্দ্রীয় ব্যাংককে জানায়, তাদের উদ্যোক্তা পরিচালক আবু বকর চৌধুরীর জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) ব্যাংকে সংরক্ষিত নেই। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শনে বেরিয়ে আসে ব্যাংকটির চট্টগ্রামের ও আর নিজাম রোড শাখায় আবু বকর চৌধুরীর মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বায়েজিদ স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজের নথিতে তাঁর এনআইডির কপি সংরক্ষিত রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের হিসাব খোলার ফরমে মালিকের ব্যক্তিগত তথ্যের অংশে এনআইডি নম্বরের উল্লেখ রয়েছে। এর মানে আবু বকর চৌধুরী উদ্যোক্তা শেয়ার কেনার সময় বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে মিথ্যা তথ্য উপস্থাপন করেছে ব্যাংকটি।

বাংলাদেশ ব্যাংককে মিথ্যা তথ্য প্রদানের কারণে ব্যাংকের পরিচালক আবু বকর চৌধুরীসহ সব পরিচালক, এমডি ও কোম্পানি সচিবসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কেন ব্যাংক কোম্পানি আইনের ধারা ১০৯(২)-এর আওতায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না, তা জানতে চেয়েছে নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি। প্রত্যেককে ব্যাংক কোম্পানি আইনের ১০৯(৯) ধারা অনুযায়ী ১৪ দিনের মধ্যে পৃথকভাবে কারণ দর্শাতে বলা হয়েছে। এ ধারার আওতায় সর্বনিম্ন এক লাখ টাকা জরিমানা ও সর্বোচ্চ তিন বছর কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে।

শেয়ারের তথ্যও গোপন

বাংলাদেশ ব্যাংককে এনআরবিসি ব্যাংক জানায়, ৬৮ শতাংশ শেয়ার উদ্যোক্তা পরিচালকদের এবং ৩২ শতাংশ শেয়ার সাধারণ বিনিয়োগকারীদের হাতে। তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক পরিদর্শনে গিয়ে এই তথ্যের সত্যতা পায়নি। তারা ব্যাংকটিকে চিঠি দেওয়ার ছয় মাসের মধ্যে প্রবাসী উদ্যোক্তাদের শেয়ার ৫০ শতাংশে নামিয়ে আনার নির্দেশনা দিয়েছে। ব্যর্থ হলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

চিঠিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে ব্যাংকিং ব্যবসা পরিচালনার লক্ষ্যে প্রদত্ত লাইসেন্সের শর্ত পালনে ব্যর্থতার কারণে অদক্ষতা ও দায়িত্বে অবহেলার দায়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে এক মাসের মধ্যে যথাযথ প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়ে তার প্রমাণ হিসেবে দলিলপত্র কেন্দ্রীয় ব্যাংককে পাঠাতে হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে ব্যাংকটির বিভিন্ন অনিয়ম পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। কিন্তু শীর্ষ পর্যায়ের বাধার কারণে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি। এখন পরিস্থিতি পরিবর্তন হওয়ায় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ব্যাংকটির পরিচালনা পর্ষদের অনিয়ম ও হস্তক্ষেপ বন্ধ না হলে স্বতন্ত্র পর্ষদকে দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে।

এবারও কর মেলা হবে না, কর কার্ড নিয়েও সিদ্ধান্ত হয়নি

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

এবারও আয়কর মেলা হবে না। ফলে সাধারণ করদাতাদের কর মেলায় যাওয়ার ইচ্ছা পূরণ হচ্ছে না। যদিও তাঁদের অনেকেই নভেম্বর মাস এলেই কর মেলার জন্য অপেক্ষায় থাকেন। কারণ, কর মেলায় গিয়ে আয়কর রিটার্ন জমা দিলে তাঁদের কর কর্মকর্তারা হয়রানি করেন না। করোনা শুরু হওয়ার পর, অর্থাৎ ২০২০ সাল থেকে আর কর মেলা হয়নি। এবার অবশ্য প্রেক্ষাপট ভিন্ন। ক্ষমতায় নতুন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। তারা কর মেলা আয়োজন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে এবার ঘরে বসে অনলাইনে রিটার্ন জমা দেওয়াকেই বেশি উৎসাহ দিচ্ছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)।

এনবিআর সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। সংস্থাটির উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বলেন, মেলার পরিবর্তে কর কার্যালয়ে রিটার্ন দেওয়ার সুবিধা দিতে নভেম্বর মাসজুড়ে সেবা মাস পালন করা হবে।

এনবিআর সূত্র জানায়, প্রতিটি কর অঞ্চলে করদাতাদের জন্য সেবাকেন্দ্র চালু করা হবে। সেখানে রিটার্ন জমার পাশাপাশি রিটার্ন ফরম পূরণে সহায়তা দেওয়া হবে। রিটার্ন জমার সঙ্গে সঙ্গে তাৎক্ষণিকভাবে রিটার্ন জমার প্রাপ্তি স্বীকারপত্রও পাবেন করদাতারা।

আগামী ৩০ নভেম্বর জাতীয় আয়কর দিবস। দিবসটি উপলক্ষে সভা-সেমিনারসহ নানা আয়োজন থাকবে বলে এনবিআরের কর্মকর্তারা জানান।

কর কার্ড দেওয়া নিয়ে সিদ্ধান্তহীনতা

২০১৬ সাল থেকে প্রতিবছর জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণিতে ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক করদাতাদের কর কার্ড ও সম্মাননা দেওয়া হয়। কিন্তু এবার কর কার্ড দেওয়া হবে কি না, তা নিয়ে এখনো সিদ্ধান্ত নেয়নি এনবিআরের আয়কর বিভাগ। জানা গেছে, অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ বার্ষিক সভায় অংশগ্রহণ শেষে দেশে ফিরলে তাঁর সঙ্গে এ নিয়ে বৈঠক করবেন এনবিআর চেয়ারম্যান আবদুর রহমান খান। তখনই কর কার্ড নিয়ে সিদ্ধান্ত হবে।

উল্লেখ্য, প্রতিবছর ১৪১ জন সেরা করদাতাকে কর কার্ড ও সম্মাননা দেওয়া হয়।

অ্যাপলই সবচেয়ে দামি কোম্পানি

অর্থ-বাণিজ্য ডেস্ক

অ্যাপলকে হটিয়ে আবারও বিশ্বের সবচেয়ে দামি কোম্পানির তকমা পেয়েছে এনভিডিয়া। গত সপ্তাহে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম অনেকটা বৃদ্ধি পাওয়ায় গত শুক্রবার তারা বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বাজার মূলধনসম্পন্ন কোম্পানির স্বীকৃতি পায়। তবে এই অর্জন ছিল সাময়িক।

মূলত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির জন্য তারা যে চিপ বানায়, সেই চিপের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় এ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। গত শুক্রবার কিছু সময়ের জন্য এনভিডিয়ার বাজার মূলধন ৩ দশমিক ৫৩ ট্রিলিয়ন বা ৩ লাখ ৫৩ হাজার কোটি ডলারে উন্নীত হয়। ওই সময় অ্যাপলের বাজার মূলধন ছিল ৩ দশমিক ৫২ ট্রিলিয়ন বা ৩ লাখ ৫২ হাজার কোটি ডলার।

পরে অবশ্য শেয়ারের দাম কমায় এনভিডিয়ার বাজার মূলধন ৩ দশমিক ৪৭ ট্রিলিয়ন বা ৩ লাখ ৪৭ হাজার কোটি ডলারে নেমে আসে। একই সময়ে অ্যাপলের বাজার মূলধন ছিল ৩ দশমিক ৫২ ট্রিলিয়ন ডলার বা ৩ লাখ ৫২ হাজার কোটি ডলার।

গত মঙ্গলবার এনভিডিয়ার শেয়ারের দাম এযাবৎকালের সর্বোচ্চ পর্যায়ে উঠে যায়। প্রসেসরের বাজারে আরও বাড়বাড়ন্ত হচ্ছে। বছরের তৃতীয় প্রান্তিকে তাইওয়ানের চিপ কোম্পানি টিএমএসসির মুনাফা ৫৪ শতাংশ বেড়েছে—এই বিষয়ও এনভিডিয়ার শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে।

একই সময়ে অ্যাপলের স্মার্টফোনের চাহিদায় টান পড়েছে।

করপোরেট সংবাদ

মেটলাইফের প্রিমিয়াম নেবে সিটি ব্যাংকের এজেন্ট ব্যাংকিং

মেটলাইফ বাংলাদেশের ডিএমডি আলা উদ্দিন এবং সিটি ব্যাংকের ডিএমডি নুরুল্লাহ চৌধুরী সম্প্রতি নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে একটি চুক্তিতে সই করেন। এ সময় মেটলাইফের ডিএমডি কামরুল আনাম; পরিচালক শরীফ মেহেদী হাসান ও সহকারী পরিচালক নাহিদ মৌসুমী এবং সিটি ব্যাংকের হেড অব ইনস্টিটিউশনাল লায়াবিলিটি তাহসিন হক, হেড অব এজেন্ট ব্যাংকিং মহিবুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। চুক্তির ফলে মেটলাইফের পলিসির গ্রাহকেরা সিটি ব্যাংকের ৪৯৫টি এজেন্ট ব্যাংকিং পয়েন্টে প্রিমিয়াম জমা দিতে পারবেন। **বিজ্ঞপ্তি**

গ্রামীণ ব্যাংকের জোনাল সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গ্রামীণ ব্যাংকের দুই দিনব্যাপী ৬৪তম জোনাল ম্যানেজার ও জোনাল অডিট অফিসার সম্মেলন-২০২৪ গতকাল শনিবার শেষ হয়েছে। ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল হান্নান চৌধুরী। এতে গ্রামীণ ব্যাংকের পরিচালক নাজনীন সুলতানা ও ফারহানা ফেরদৌসী; এমডি নূর মোহাম্মদ; জিএম সৈয়দ মতিয়র রহমান ও আঞ্জু আরা বেগম; প্রধান কার্যালয়ের সব নির্বাহী, জোনাল ম্যানেজার ও জোনাল অডিট অফিসাররা উপস্থিত ছিলেন। **বিজ্ঞপ্তি**

এবি ব্যাংক ও হেরিটেজ রিসোর্টের চুক্তি সই

এবি ব্যাংক ও হেরিটেজ রিসোর্টের মধ্যে সম্প্রতি একটি সমঝোতা চুক্তি হয়েছে। চুক্তিটির আওতায় এবি ব্যাংকের কার্ডধারী ব্যক্তিরা হেরিটেজ রিসোর্টে রুম ভাড়ায় বিশেষ ছাড় পাবেন। সম্প্রতি এবি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও সিইও তারিক আফজাল এবং হেরিটেজ রিসোর্টের এমডি মেনহাজুর রহমান ভূঁইয়া নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে সই করেন। এ সময় এবি ব্যাংকের স্বতন্ত্র পরিচালক শফিকুল আলম ও মো. ফজলুর রহমান; অতিরিক্ত এমডি রিয়াজুল ইসলামসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। **বিজ্ঞপ্তি**

ব্রিকস সম্মেলন দেখিয়ে দিল বিশ্বে রাশিয়া বন্ধুহীন নয়

সদ্য সমাপ্ত ব্রিকস সম্মেলন নিয়ে ভারতের *দ্য হিন্দুর* সম্পাদকীয় মন্তব্য

সম্পাদকীয়

ঢাকার সাত কলেজ

শিক্ষার্থীরা কেন খেসারত দেবেন

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত সাতটি সরকারি কলেজের শিক্ষা ও প্রশাসনিক সমস্যা নিরসনে কমিটি গঠনের খবরটি ইতিবাচক। সংশ্লিষ্ট কলেজের শিক্ষার্থীরা দীর্ঘদিন আন্দোলন করলেও বিগত আওয়ামী লীগ সরকার কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।

কমিটির কার্যপরিধিতে বলা হয়েছে, এই কমিটি সাত কলেজের একাডেমিক ও প্রশাসনিক সমস্যা চিহ্নিত করে সমস্যা নিরসনে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন করবে। ছয় সপ্তাহের মধ্যে তা করতে বলা হয়েছে।

২০১৭ সালে সাত কলেজকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত ছিল হঠকারী ও জবরদস্তিমূলক। যেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তাদের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চালাতে পারছে না, সেখানে তাদের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি ছিল অন্যায্য ও অনাকাঙ্ক্ষিত।

এ ছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন ছিল। উল্লিখিত সাত কলেজের বাইরেও তো অনেক ভালো মানের কলেজ আছে। প্রকৃতপক্ষে এই সাত কলেজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করার পেছনে একটা দুরভিসন্ধি ছিল। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগ্রহে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সাবেক উপাচার্য এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ক্ষুণ্ন করতে।

উচ্চপর্যায়ের সিদ্ধান্তের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সাত কলেজের দায়িত্ব নিলেও তারা যথাসময়ে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা ও প্রশাসনিক কাজ সম্পন্ন করতে পারেনি। এর বিরুদ্ধে দফায় দফায় আন্দোলন ও রাজপথে সংঘর্ষ হয়েছে। সময়মতো পরীক্ষার দাবিতে আন্দোলন করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে তিতুমীর কলেজের এক শিক্ষার্থী চিরতরে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন।

সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা প্রথমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন এই ভেবে যে তাঁদের শিক্ষার মান বাড়বে। বাস্তবে ফল হয়েছে উল্টো। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজগুলোর পরীক্ষা ও ফল প্রকাশ যথাসময়ে হলেও সাত কলেজের পরীক্ষা আটকে যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোকবল না থাকায়।

এ প্রেক্ষাপটে সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত থাকতে আগ্রহী নন। তাঁরা আলাদা একটি পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্তশাসিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি করছেন। কয়েক মাস ধরে তাঁদের কর্মসূচির কারণে কিছুদিন পরপর নিউমার্কেট এলাকায় যানজট সৃষ্টি হচ্ছে।

শিক্ষার্থীরা সরকারের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। একই সঙ্গে কমিটিতে তাঁদের প্রতিনিধি রাখার দাবি জানিয়েছেন। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা কমিটির কার্যপরিধি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁরা বলেছেন, কমিটির কার্যপরিধিতে সংস্কারের কথা থাকলেও তাঁদের দাবি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।

গত সাত বছরে দেশের সাতটি সেরা কলেজের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম যে ব্যাহত হলো, এর জবাব কী। সংশ্লিষ্ট কলেজের শিক্ষার্থীরা স্বেচ্ছায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ভুক্ত হননি; ব্যক্তির খেয়ালখুশি অনুযায়ী তাঁদের ওপর এ সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। যতই দিন যাবে, সমস্যা তত বাড়বে। শিক্ষার্থীদের ন্যায়সংগত দাবি ও সরকারের সামর্থ্যের সমন্বয়েই সংশ্লিষ্টদের যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

আগের সরকারের একটি ভুল সিদ্ধান্তের কারণে শিক্ষার্থীরা বছরের পর বছর খেসারত দেবেন, সেটা কোনোভাবে কাম্য নয়। প্রয়োজনে যাঁরা এই অবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তাঁদেরও জবাবদিহির আওতায় আনা হোক।

যাঁদের নিয়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে, তাঁরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তবে কমিটিতে শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি নেই। শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে একটি কমিশন গঠনের দাবি জানানো হয়েছে। আমরা আশা করব, কমিটির সদস্যরা কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তাঁদের সঙ্গেও কথা বলবেন। কমিটি বা সরকারের এমন কিছু করা ঠিক হবে না, যাতে শিক্ষার্থীদের আবার আন্দোলনে নামতে হয়। তাঁরা যে সিদ্ধান্তই নিন না কেন, সেটা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে করাই সমীচীন হবে।

কুষ্টিয়ায় পানির মধ্যে সেতু

সংযোগ সড়ক কবে হবে

যেখানে সেতুর দরকার, সেখানে সেতু নেই। যেখানে দরকার নেই, সেখানে আবার সেতু আছে। আবার সেতু দরকার আছে, সেতু হয়েছেও, কিন্তু সেটি ব্যবহারের সুযোগ নেই। এমন অনেক প্রকল্প ঘিরে অব্যবস্থাপনা, অনিয়ম ও দুর্নীতি আমরা দেখেছি বিগত শেখ হাসিনা সরকারের আমলে। সড়ক ছাড়া অনেক সেতু সে সময়ের সাক্ষী হয়ে আছে এখনো। প্রায় ১০ বছর ধরে এমন একটি সেতু পড়ে আছে কুষ্টিয়ার একটি গ্রামে। পানির মধ্যে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা সেতুটি ঘিরে ১৫টি গ্রামের বাসিন্দাদের আক্ষেপের শেষ নেই।

প্রথম আলোর প্রতিবেদন জানাচ্ছে, পাবনার সীমান্তবর্তী কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার চরসাদীপুর ইউনিয়নের সাদী গ্রামে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সেতুটি নির্মাণ করা হয়। কিন্তু ১০ বছরেও সংযোগ সড়ক হয়নি। ফলে সেতুটি ব্যবহার করা যাচ্ছে না। সেতুর দুই পাশের প্রায় ১৫টি গ্রামের বাসিন্দা পানি মাড়িয়ে খাল পারাপার হচ্ছেন। গ্রামগুলোর বাসিন্দাদের আক্ষেপ প্রকাশ পায় একজন বয়োজ্যেষ্ঠর কণ্ঠে এভাবে, 'গলাপানি ডিঙায়ে খাল পার হই, আর সেতুডার দিক চায়া থাকি। ১০ বছরেও সেতুডার উপরে দিয়ে যাবের পারলেম না।'

পদ্মা নদীর একদিকে কুষ্টিয়া, অন্যদিকে পাবনা জেলা। জেলা দুটির সীমানা ভাগের সময় সাদীপুর ইউনিয়নের অধিকাংশ গ্রাম পাবনা সদরের দিকে চলে আসে। নদীর ওপারে জেলা শহর হওয়ার কারণে অবহেলিত হতে থাকেন এপারের বাসিন্দারা। সাদীপুর গ্রামে একটি বড় খাল থাকায় বিচ্ছিন্ন হয় দুই দিকের প্রায় ১০ গ্রামের যোগাযোগব্যবস্থা। খালের দুই পাশে স্থানীয় দুটি বড় হাট। দুই পাশের বাসিন্দারা হাট দুটিতে কেনাবেচা করেন। স্থানীয়দের দীর্ঘদিনের দাবি ও চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় ৩২ লাখ টাকা ব্যয়ে ৪০ ফুট দৈর্ঘ্যের এ সেতু নির্মাণ করা হয়। নির্ধারিত সময়েই সেতুটি নির্মাণের কাজ শেষ হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে সেতুটি উদ্বোধন করেন কুষ্টিয়া-৪ আসনের তৎকালীন সংসদ সদস্য আবদুর রউফ। যদিও সেতুর দুই দিকে সংযোগ সড়ক ছাড়া সেই উদ্বোধন অনুষ্ঠান ছিল অনেকটা লোকদেখানো। সেতু উদ্বোধনের পর সড়ক নির্মাণের জন্য অনেকবার ধরনা দেওয়া হলেও সেই সংসদ সদস্য বিষয়টির দিকে আর গুরুত্ব দেননি।

কুষ্টিয়া সদর উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমান জানান, কয়েক বছর আগে সেতুটির উভয় পাশে মাটি ফেলার জন্য সার্ভে করা হয়েছিল। কিন্তু জনপ্রতিনিধিদের তেমন কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। ফলে কাজটি হয়নি। তবে নতুন করে আবার সার্ভে করা হবে। সরেজমিন করে নির্মাণ প্রকল্প দেওয়া হবে।

আমরা তাঁর বক্তব্যে আস্থা রাখতে চাই। আমরা আশা করব, তিনি সেতুর দুই পাশে সংযোগ সড়ক নির্মাণে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখবেন।

চিঠিপত্র

নর্দমাব্যবস্থা

কুমিল্লার কান্দিরপাড় ও এর আশপাশের স্থানগুলো সব সময় ব্যস্ত থাকে। সেখানকার রাস্তাঘাটও ব্যস্ত থাকে যানবাহন চলাচলে। এই রাস্তাগুলো নির্মাণ ও মেরামতের দায়িত্ব থাকে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ওপর। অন্যদিকে রাস্তার পাশের নর্দমার দায়িত্ব থাকে সিটি করপোরেশনের ওপর। এ ক্ষেত্রে সমন্বয়হীনতার কারণে এ দুই কর্তৃপক্ষের কাজে বিশৃঙ্খলা ও অপরিকল্পিত ফলাফল দেখা যায়। কুমিল্লা শহরের বিভিন্ন রাস্তার পাশের নর্দমার অবস্থা খুব খারাপ। ঢাকনা ভাঙা কিংবা ঢাকনা না থাকায় মানুষের যাতায়াত ও যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে অনেক দুর্ভোগ সৃষ্টি করে। এ ছাড়া নালা পরিষ্কার না করার ফলে ময়লা-আবর্জনা আটকে স্তূপ হয়ে থাকে, যার কারণে নর্দমার পানি বা ময়লাগুলো স্থানান্তরিত হয় না। এতে সামান্য বৃষ্টিতে শহরের অলিগলিগুলোয় ছোটখাটো বন্যার দেখা মেলে, যা বাসিন্দাদের চলাচলে চরম ভোগান্তি সৃষ্টি করে। নর্দমাগুলোর ঢাকনা না থাকায় যাতায়াতে দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কাও থাকে।

তাই সিটি করপোরেশনের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, কুমিল্লার কান্দিরপাড় থেকে অশোকতলা পর্যন্ত এবং এর আশপাশের মূল সড়কগুলোর পাশে যেসব নর্দমা রয়েছে, তা অতি সত্বর মেরামত করুন। নিয়মিত পরিষ্কার করুন। তা না হলে মানুষের দুর্ভোগ দিনের পর দিন বাড়তেই থাকবে।

ইসরাত জাহান
লোকপ্রশাসন বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

বিশেষ সাক্ষাৎকার

মুক্তচিন্তাকে আমরা লালন করব

প্রথম পৃষ্ঠার পর

একাডেমিক কার্যক্রম, অর্থাৎ ক্লাস ও পরীক্ষা চলমান থাকে, হলগুলো খোলা থাকে। কিন্তু আমরা দায়িত্ব নিয়েছি একটি অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে। সাড়ে তিন মাস ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ। প্রশাসন ভঙ্গুর। আমাদের সবকিছু শূন্য থেকে শুরু করতে হয়েছে। সেটা বেশ দ্রুত করতে পেরেছি। আমরা দায়িত্ব নেওয়ার ২৪তম দিনে ক্লাস-পরীক্ষা শুরু হয়েছে, হল চালু হয়েছে। সবার সহযোগিতা আমাদের দরকার। বড় দাগে সেটা পেয়েছি। এটাও সত্যি যে এখনো অনেকের মধ্যে অনিশ্চয়তা আছে। ছাত্র ও শিক্ষক, ছাত্রদের অভ্যন্তরীণ এবং কোনো কোনো শিক্ষকের মধ্যেও দ্বন্দ্বের পরিস্থিতি রয়েছে। মানসিক চাপ ও ট্রমা (আঘাত) আছে। সেগুলো দূর করতে বিশেষ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছি। ভালো ফল পাওয়া গেছে।

দ্বন্দ্ব নিরসনেও আমরা একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গিয়েছি। ফলে সেটা অনেকটাই কমেছে। শুরুতে ১৭টি বিভাগে অচলাবস্থা ছিল, এখন ২টিতে নেমে এসেছে। তা-ও ক্লাস শুরু হয়েছে। অংশীজনদের সঙ্গে আলাপ এবং ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সহায়তায় এটা সম্ভব হয়েছে।

আরও দু-একটি দিক আমি বলব, তবে সেগুলোকে বড় সফলতা বলে দাবি করছি না। এর মধ্যে একটি হলো ভালো নিয়োগের ব্যবস্থা করা। আমরা উচ্চতর গবেষণা কেন্দ্রগুলোতে সার্চ (অনুসন্ধান) কমিটির মাধ্যমে নিয়োগ শুরু করেছি, যা ছিল পুরোপুরি উপাচার্যের এখতিয়ার। সার্চ কমিটিতে তিনজন করে সদস্য ছিলেন। তাঁরা প্রথিতযশা অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। তাঁদের এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থের দ্বন্দ্ব নেই। তাঁরা নিয়োগের জন্য সবচেয়ে যোগ্য মানুষ খুঁজে বের করেছেন। এই পদ্ধতিটি শিক্ষক নিয়োগ ও অন্য ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিতে পারলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

হলের আসনসংকট নিরসনে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আমরা যা করছি, তা সবাইকে জানাচ্ছি। প্রতি সপ্তাহে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেসবুক পেজ ও অন্যান্য মাধ্যমে তা জানিয়ে দেওয়া হয়। কেউ আমাদের কাজ পছন্দ করবে, কেউ করবে না, কিন্তু সবাই জানুক—এটাই আমরা চাই। যেকোনো কাজ আমরা দলগত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে করি। আগে উপাচার্য এককভাবে সিদ্ধান্ত নিতেন। সেখানে একটা পরিবর্তন আনার চেষ্টা হিসেবে আমরা দিন শুরু করি আমার সহকর্মীদের কারও না কারও অফিস থেকে। কখনো সহ-উপাচার্য, কখনো কোষাধ্যক্ষের কার্যালয়ে বৈঠক করে কাজ শুরু হয়।

প্রথম আলো : আওয়ামী লীগের ১৫ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো ছিল ছাত্রলীগের দখলে। এখন কি প্রশাসনের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?

নিয়াজ খান : এ ক্ষেত্রে একটু সন্তুষ্টি নিয়ে বলতে পারি, বিগত ৩০-৩৫ বছরের মধ্যে এখন হলে প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ সবচেয়ে বেশি। মাত্রাগত কিছু পার্থক্য থাকতে পারে। কোনো হলে ১০০, কোনো হলে ৭০ শতাংশ। আসন বণ্টন মেধার ভিত্তিতে হচ্ছে। গণরুম বিলুপ্ত হয়েছে, 'গেস্টরুম সংস্কৃতি' (অতিথিকক্ষে ডেকে আদবকায়দা শেখানোর নামে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন) নেই। শিক্ষকেরা সক্রিয়।

প্রথম আলো : সব হলে ১০০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ কেন নয়? গণ-অভ্যুত্থানের সূতিকাগার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক প্রত্যাশা তো এটাই ছিল।

নিয়াজ খান : দু-তিনটি বিষয় এখানে রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যখন তিন মাস কার্যত অকার্যকর ছিল, তখন শিক্ষার্থীরা নিজেদের মতো করে একটা ব্যবস্থা চালু করেছে। তারা এই সব ব্যবস্থার নাম দিয়েছিল মনিটরিং টিম (পর্যবেক্ষণ দল), পরিবেশ টিম ইত্যাদি। সেটা গণরুমের নিপীড়নের মতো ছিল না। আমরা এখন তাদের রেসপেক্ট (সম্মান) করছি। তবে চূড়ান্তভাবে হলের নিয়ন্ত্রণ প্রশাসনের হাতেই যাবে।

প্রথম আলো : সেটা কত দিনে?

নিয়াজ খান : এখন স্নাতকোত্তর পরীক্ষা দেওয়ার পর্যায়ে থাকা ব্যাচটি বেরিয়ে গেলেই এটা হবে। তিন-চার মাস লাগতে পারে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আমাদের কোনো বিরোধ নেই। এটা শুধু সময়ের বিষয়।

প্রথম আলো : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দেখেছি, ক্ষমতাসীন দলের ছাত্রসংগঠনের নেতারা হলের ভালো কক্ষগুলো দখল করে 'রাজার হালে' বাস করেন। এখন কী হচ্ছে?

নিয়াজ খান : এ ধরনের কিছু হলে ভেতর থেকে প্রতিরোধ গড়ে উঠছে। সেটাই আমাদের শক্তি। মাস্তানি করে কেউ কক্ষ দখল করতে পারবে না।

প্রথম আলো : তাহলে আপনি বলছেন, বিশেষ সুবিধা কেউ পাচ্ছে না?

নিয়াজ খান : আমরা সে রকম কোনো ঘটনা পাইনি।

প্রথম আলো : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ররাজনীতিমুক্ত থাকবে—সিন্ডিকেটের এমন একটি সিদ্ধান্তের কথা গণমাধ্যমে এসেছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কি এখন ছাত্ররাজনীতিমুক্ত?

অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খান। ছবি : শুভ্র কান্তি দাশ

নিয়াজ খান : সাধারণ ছাত্রদের দাবি হলো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেজুড়বৃত্তির রাজনীতি যেন ফেরত না আসে। লেজুড়বৃত্তির ফলে যে নিপীড়ন হয় এবং অপরাজনীতির ধারা গড়ে ওঠে, সেটা যেন আর না হয়। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশ ও সংবিধিবদ্ধ কাঠামোর মধ্যে ছাত্র ও শিক্ষকের অধিকারভিত্তিক রাজনীতি রাখতে চাই। এটা নেতৃত্বের চর্চা ও গণতন্ত্রের বিকাশের জন্য প্রয়োজন। ছাত্ররাজনীতি নিয়ে দেশবরেণ্য মানুষদের নিয়ে একটি কমিটি করার পরামর্শ এসেছে, যেখানে স্বনামধন্য অধ্যাপক, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিসহ গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিরা থাকতে পারেন। ওই কমিটি ক্যাম্পাসকেন্দ্রিক ছাত্ররাজনীতির স্বরূপ ও প্রকৃতি কী হবে, তা নিয়ে সবার সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে পরামর্শ দেবে। সেই পরামর্শের ভিত্তিতে আমরা অংশীজনদের সঙ্গে মিলে এমন একটি ব্যবস্থা করতে চাই, যেটা সামাজিক চুক্তির মতো হবে।
আমাদের প্রাথমিক চিন্তা ছাত্ররাজনীতি হবে ডাকসুকেন্দ্রিক। ডাকসুকে আমরা পুনরুজ্জীবিত করতে চাই, সংস্কার প্রয়োজন হলে সেটা করতে চাই। এসব বিষয়ে সুপারিশ মূলত কমিটি করবে। কমিটি করতে সম্ভাব্য সদস্যদের সঙ্গে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যোগাযোগ করা হচ্ছে।

প্রথম আলো : ছাত্ররাজনীতি নিয়ে আলোচনার সময় শিক্ষকরাজনীতির প্রসঙ্গও এসে যায়। আমরা দেখেছি, শিক্ষকরাজনীতিতে দল ভারী করতে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়। শিক্ষকনেতারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদ পেতে নির্লজ্জভাবে দলকানা হয়ে ওঠেন। এটা ঠেকাবেন কী করে?

নিয়াজ খান : ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী—সব ক্ষেত্রেই রাজনীতি যেন বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক হয়, সেটা নিয়ে বড় পরিসরে বিবেচনার বিষয় রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় একটি সমন্বিত ব্যবস্থা, সেখানে শুধু একটি অংশে আলাদাভাবে হাত দেওয়ার সুযোগ কম।

প্রথম আলো : দলীয় বিবেচনা বা স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে ইতিমধ্যে নিয়োগ পাওয়া শিক্ষকদের নিয়ে কি কোনো পর্যালোচনার চিন্তা আছে?

নিয়াজ খান : কিছু কিছু অভিযোগ এসেছে। সেগুলোর ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমরা ধাপে ধাপে কাজ করছি। এসব ভবিষ্যতে বড় পরিসরে বিবেচনা করা যাবে।

প্রথম আলো : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ পরিষদ ক্যাম্পাসে ইসলামী ছাত্রশিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ করে রেখেছিল। নতুন পরিস্থিতিতে কী হবে?

নিয়াজ খান : ক্যাম্পাসে যাঁরা সক্রিয় রাজনীতি করেন, যেকোনো ব্যানারে, তাঁরা যদি বিধিবদ্ধ কাঠামোর মধ্যে থাকেন, যদি আরেকজনের বিপদের কারণ না হন, তাহলে তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে রাজি আছি। তবে সেটি একটি বৃহত্তর সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে হওয়া উচিত। নব্বইয়ের বাস্তবতায় পরিবেশ পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। আজকের বাস্তবতায় ছাত্রকেন্দ্রিক সংগঠনগুলোর নিজেদের দায়িত্ব নিতে হবে। তারা কথা বলে বিশেষজ্ঞ কমিটিকে বলুক। সেখান থেকে আমাদের কাছে আসুক।

প্রথম আলো : শিক্ষকদের একটি অংশকে ফ্যাসিবাদের দোসর বলা হচ্ছে। ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা ও নানা অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগ আছে। তাদের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ভূমিকা কী হবে?

নিয়াজ খান : কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা নির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করছি। ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং (তথ্যানুসন্ধান) কমিটি করে দেওয়া হয়েছে। তারা সব পক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছে। কিছু ক্ষেত্রে মোটামুটি সমঝোতা হয়েছে। কোনো ক্ষেত্রে সমঝোতা হয়নি। সে ক্ষেত্রে তদন্ত কমিটি ও অন্যান্য আইনি প্রক্রিয়া শুরু হবে। একটা বিষয় পরিষ্কার, যারা গুরুতর অপরাধে জড়িত, তাদের আইন অনুযায়ী বিচার হবে। যেসব জায়গায় দ্বন্দ্ব নিরসনের মাধ্যমে শান্তি স্থাপন সম্ভব, সেখানে সেটাই করা হবে।

প্রথম আলো : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কার্যত একটি জনপরিসর। অন্যদিকে বহিরাগতদের ক্যাম্পাসে ঢুকতে না দেওয়ার বিষয়েও কথা আছে। কর্তৃপক্ষের অবস্থান কী হবে?

নিয়াজ খান : প্রথম কথা হচ্ছে সামর্থ্যের চেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব অনেক বেশি। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়কে আন্তরিকভাবে জনপরিসর হিসেবে বিবেচনা করি। এটা সর্বজনতার বিশ্ববিদ্যালয়। সারা দেশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। কিন্তু এটার যে কঠিন দায় ও চাপ, তার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ ও জনবল আমাদের নেই। সবাইকে জায়গা দিতে গিয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা একটা বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমরা দুয়ের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করছি। আমরা কোনোভাবেই মনে করি না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা আসতে পারবেন না, অভিভাবকেরা আসতে পারবেন না, সাধারণ মানুষ আসতে পারবে না। তবে বাস্তবতা বুঝতে হবে, কিছু নিয়মকানুন থাকা দরকার।

প্রথম আলো : ২০২০ সালের অক্টোবরে *প্রথম আলোতে* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। শিরোনাম ছিল, 'কলেবরে বিশাল, গুণমানে নিচে'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিগত দুই দশকে বিভাগ ৪৭টি থেকে বেড়ে হয়েছে ৮৪টি। ২২ হাজার থেকে শিক্ষার্থীসংখ্যা ৩৭ হাজার ছাড়িয়েছে। এ ক্ষেত্রে আপনার কোনো ভাবনা আছে?

নিয়াজ খান : কোনো বিভাগ বা অনুষদ নয়, সামগ্রিকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামো পর্যালোচনার কথা মহাপরিকল্পনায় বলা আছে। শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন মহল থেকে কিছু দাবি ও পরামর্শও আছে। আমরা একটু থিতু হওয়ার পর বিষয়টি নিয়ে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি করব। কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

প্রথম আলো : আপনি দেশি-বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন, পড়িয়েছেন। সে তুলনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান নিয়ে কী বলবেন? মনে করিয়ে দিই, বৈশ্বিক র‍্যাঙ্কিংয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনেক পিছিয়ে।

নিয়াজ খান : এই প্রশ্নের উত্তর সরলভাবে দিতে পারলে আমি খুশি হতাম। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য ও মাপকাঠি এক নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে একাডেমিক কাজের বাইরে সমাজের অনেক দায় পূরণ করতে হয়। এ কারণে পুরো জোর শিক্ষাদান ও গবেষণায় দেওয়া সম্ভব হয় না। আপনি যদি এবারের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের বিষয়টি বিবেচনায় নেন, তাহলে দেখবেন, এটারও সূতিকাগার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ ও সব গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বড় ভূমিকায় ছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়। সমাজের স্বার্থে, সমাজকে সঙ্গে নিয়ে যে বিনিয়োগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় করল, র‍্যাঙ্কিংয়ে কিন্তু সেটার মূল্য নেই। এটা অবশ্য আমি দায় এড়ানোর জন্য বলছি না। আমি বলব, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার মান অত্যন্ত উচ্চ। যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও নেদারল্যান্ডসভিত্তিক গবেষণাপ্রতিষ্ঠান 'এলসেভিয়ার' সম্প্রতি সেরা গবেষকদের একটি তালিকা প্রকাশ করে। সেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ জন শিক্ষক স্থান পেয়েছেন। আমরা এই মান সব ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিতে পারছি না। শিক্ষক-ছাত্রের অনুপাত, গবেষণার সরঞ্জাম, পরীক্ষাগারসহ আরও কিছু ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পিছিয়ে আছে।

প্রথম আলো : বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে লাইন ধরে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীরা বিসিএসের পড়া পড়ে। বিভিন্ন বিভাগ আছে, সেগুলোর চাকরির বাজার নেই।

নিয়াজ খান : চাকরির জন্য পড়া দোষের নয়। কেউ চাকরিতে যাবে, কেউ গবেষণা ও শিক্ষকতায়। বিশ্ববিদ্যালয় শুধু চাকরির জন্য পড়াবে, সেটাও ঠিক নয়। মৌলিক জ্ঞান তৈরির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়। বিশেষজ্ঞ কমিটির কাছে আমরা এসব বিষয়েও সুপারিশ চাইব।

প্রথম আলো : আপনার ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে দু-একটি প্রশ্ন করি। ব্যক্তিজীবনে আপনি ধার্মিক। আপনার কোনো রাজনৈতিক অবস্থান আছে কি?

নিয়াজ খান : আমি আমার সারা জীবনে বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত কোনো রাজনৈতিক দল ও ছাত্রসংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম না। কিছু কথা বলা হচ্ছে, যা নির্জলা মিথ্যা কথা—এটা আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলছি। আমি এ বিষয়ে সবাইকে জবাব দেওয়ার প্রয়োজনও বোধ করি না। আপনি জিজ্ঞেস করলেন, তাই বললাম।

প্রথম আলো : আপনি পিংক ফ্লয়েডের গান শোনেন। আপনি কি ধর্মচর্চা ও গান শোনার মধ্যে বিপরীতমুখী কোনো অবস্থান খুঁজে পান?

নিয়াজ খান : পিংক ফ্লয়েড, বব ডিলানদের প্রভাব আমাদের তারুণ্যে ছিল। তাঁরা মানুষের অধিকার রক্ষা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর কথা বলেছেন। তাঁরা বলেছেন, ব্যক্তির চেয়ে সমাজজীবনের গুরুত্ব অনেক বেশি। তাঁরা বলেছেন, মানুষের সেবা করাই স্রষ্টার সেবা করা। ধর্ম তো এর বিপরীত কিছু বলে না। তাই আমি বৈপরীত্যও দেখি না।

প্রথম আলো : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে নামাজ পড়ার ছবি নিয়ে আপনি আমার সঙ্গে আলাপকালে বলেছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভজন আয়োজন করা হলে আপনি সেখানেও যাবেন। বিষয়টি নিয়ে পাঠকের উদ্দেশে কিছু বলবেন কি?

নিয়াজ খান : এবার শারদীয় দুর্গাপূজা উৎসবে আমরা প্রশাসনের তরফ থেকে সার্বক্ষণিক তাঁদের সঙ্গে ছিলাম। আমি ব্যক্তিজীবনে ধার্মিক। কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য ধর্মাবলম্বী যত শিক্ষক-শিক্ষার্থী রয়েছেন, তাঁদের পুরোপুরি সুরক্ষা দেওয়া, তাঁদের সহায়তা করা, সহায়তা পেতে তাঁদের কাছে যাওয়ার জন্যই তো আমরা এখানে এসেছি। শিক্ষকের ধর্ম ও ব্যক্তিগত মত থাকতে পারে, কিন্তু সেটা তাঁর শিক্ষকতা পেশাকে প্রভাবিত করতে পারে না। তাহলে তিনি শিক্ষক থাকেন না।

প্রথম আলো : আপনার ফেসবুক পেজে জাতীয় স্মৃতিসৌধে গিয়ে তোলা ছবি আছে। সেটা দেখে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আপনার মূল্যায়ন জানার আগ্রহ তৈরি হয়েছে। ২৪-এর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান নিয়ে আপনি কী বলবেন?

নিয়াজ খান : বাংলাদেশের জাতীয় পরিচয় তৈরি হয়েছে মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে। মুক্তিযুদ্ধ, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে বড় বড় আন্দোলনের ধারাবাহিকতার মাধ্যমে হয়েছে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ আমাদের একটি মৌলিক 'টার্নিং পয়েন্ট'। পরবর্তী সময়ে যখনই অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষের শক্তি একত্র হয়েছে, সেটা নব্বইয়ের গণ-আন্দোলন বলি, '২৪-এর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান বলি, সেগুলো আমাদের জাতীয় জীবনে মাইলফলক। ঘটনাগুলো মনে করিয়ে দেয়, নানা ধরনের বিভেদ থাকার পরও জাতি হিসেবে আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে একত্র হতে পারি। আমি এসব মাইলফলকের মধ্যে কোনো কনফ্লিক্ট (দ্বন্দ্ব) দেখি না।

প্রথম আলো : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের শুধু একটি বিশ্ববিদ্যালয় নয়; এটি মুক্তচিন্তা, বাক্‌স্বাধীনতা, প্রগতিশীলতা ও সংস্কৃতির একটি কেন্দ্র। আগামী দিনগুলোতে সেখানে কি কোনো ছেদ পড়বে বলে আপনি মনে করেন?

নিয়াজ খান : ছেদ করার আমি কে? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সর্বজনতার বিশ্ববিদ্যালয়। মুক্তচিন্তার সঙ্গে উচ্চশিক্ষার সম্পর্ক মৌলিক এবং অলঙ্ঘনীয়। যে উচ্চশিক্ষা মুক্তচিন্তার সুযোগ করে দেয় না, সেটাকে উচ্চশিক্ষা বলা যাবে না। আমি আন্তরিকতার সঙ্গে বলছি, যেকোনো রকম মুক্তচিন্তাকে আমরা লালন করব।

প্রথম আলো : ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় আমরা দেখেছি, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকেরা কিছু বিষয় নিয়ে পড়াতে ভয় পেতেন। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ভয় ছিল। নতুন সময়ে শিক্ষকেরা কি সব বিষয়ে নির্ভয়ে পড়াতে পারবেন?

নিয়াজ খান : বিপ্লব-পরবর্তী সময়ে আমরা একটি মৌলিক মূল্যবোধ জিইয়ে রাখার চেষ্টা করছি, সেটা হলো, অপরের স্বাধীনতা বিনষ্ট না করে সবাই তাঁর স্বাধীন মতামত প্রকাশ করবেন। যেকোনো পরিসরে আমরা এটা উৎসাহিত করার চেষ্টা করছি।

প্রথম আলো : আপনাকে ধন্যবাদ।

নিয়াজ খান : আপনাদেরও ধন্যবাদ।

যুক্তরাষ্ট্রের সমাজ

ট্রাম্প জিতুন বা হারুন, শ্বেতাঙ্গ-শ্রেষ্ঠত্বের সংকট কাটবে না

এদোয়ার্দো ক্যাম্পানেলা

পশ্চিমা দেশগুলোতে 'গণতন্ত্রের সংকট' বাড়ছে। এর পেছনে মূলত আর্থিক বৈষম্য, মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভাঙন এবং গণ-অভিবাসনের রাজনীতি কারণ হিসেবে কাজ করছে। তবে এই সংকটের আরেকটি বড় কারণ হলো জনমিতিক গঠন। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে শ্বেতাঙ্গ ভোটারদের মধ্যে যে জনমিতিক পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে, তা পশ্চিমা গণতন্ত্রের জন্য হুমকি হয়ে উঠছে।

যেহেতু জনমিতিক প্রবণতা সহজে বদলানো যায় না এবং যেহেতু এই প্রবণতা আমেরিকার ক্রমবর্ধমান বিশৃঙ্খলার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, সেহেতু এই বিশৃঙ্খলা দীর্ঘ সময় ধরে বৈশ্বিক রাজনীতিতে প্রভাব ফেলে যেতে পারে।

১৯৬০-এর দশকে যুক্তরাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার ৯০ শতাংশই ছিল শ্বেতাঙ্গ। বর্তমানে এই সংখ্যা ৭০ শতাংশে নেমে এসেছে। ২০৪৪ সালের মধ্যে তারা মার্কিন জনসংখ্যার ৪৯ দশমিক ৭ শতাংশের প্রতিনিধিত্ব করবে। রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক—উভয় দিক থেকে এই পরিবর্তন বিশাল প্রভাব ফেলতে পারে।

যদিও যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গ, হিস্পানিক ও অন্যান্য গোষ্ঠীর তুলনায় এখনো আমেরিকান শ্বেতাঙ্গরা সংখ্যায় অনেক বেশি; তথাপি দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানরা সেখানে রাজনৈতিকভাবে সংখ্যালঘুতে পরিণত হবে। যুক্তরাষ্ট্রে ইতিমধ্যে শ্বেতাঙ্গ ভোটারদের রাজনৈতিক প্রভাব কমে এসেছে। এ কারণে তাঁদের মধ্যে অবস্থান হারানোর অনুভূতি ও কোণঠাসা হওয়ার ধারণা তৈরি হচ্ছে। গবেষণা বলছে, ৬০ শতাংশ শ্বেতাঙ্গ ভোটারের মধ্যে 'নিজ দেশে পরবাসী'র অনুভূতি কাজ করছে।

এই পরিস্থিতিতে ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে একটি দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক লড়াইয়ের অংশ হিসেবে দেখা যেতে পারে। এই লড়াইয়ে ফয়সালা হবে, আমেরিকায় গায়ের চামড়ার রং বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্যভিত্তিক ঐতিহাসিক জাত-পাতের শ্রেণিবিন্যাসের বিলুপ্তি হবে নাকি যুক্তরাষ্ট্র শ্বেতাঙ্গ-শ্রেষ্ঠত্ববাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার দিকেই এগিয়ে যাবে।

সহজভাবে বললে, আজকের ডেমোক্র্যাটরা যেখানে বহুজাতিগত গণতন্ত্রের ধারণাকে গ্রহণ করছেন, সেখানে রিপাবলিকানরা পুরোনো শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যকে পুনরুজ্জীবিত করে দেশকে আবার 'মহান' করতে চাইছেন। ফলে বহু জাতির গণতন্ত্রের ধারণা এবং শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদের ধারণা এখন সাংঘর্ষিক মুহূর্তে এসে দাঁড়িয়েছে।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, ডোনাল্ড ট্রাম্পের আগেও এই সংঘাত ছিল। ১৯৬৪ সালের নির্বাচনের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে শ্বেতাঙ্গ ভোটারদের বেশির ভাগই রিপাবলিকান প্রার্থীদের ভোট দিয়ে আসছেন। এর কারণ হলো, সেই বছর ডেমোক্রেটিক নেতা লিন্ডন বি জনসন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতায় আসার পর তিনি নাগরিক অধিকার ও ভোটাধিকার আইন পাস করেন, যা যুক্তরাষ্ট্রের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বড় পরিবর্তন আনে।

এই আইনের কারণে অশ্বেতাঙ্গদের অনেক নাগরিকের অধিকার নিশ্চিত করা হয়, যা শ্বেতাঙ্গ-শ্রেষ্ঠত্ববাদীদের ক্ষুব্ধ করে। ওই আইন পাসের পর অনেক শ্বেতাঙ্গ এবং রক্ষণশীল ভোটার রিপাবলিকান পার্টির দিকে ঝুঁকে পড়েন।

২০০৮ সালে যখন বারাক ওবামা প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হন, তখন শ্বেতাঙ্গ ভোটারদের একটি বড় অংশ মার্কিন জনসংখ্যার বৈচিত্র্য এবং তার প্রভাব সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে শুরু করে। এটি অনেকের কাছে সামাজিক উন্নতির প্রতীক হলেও কিছু মানুষের মধ্যে ঐতিহ্যবাহী শক্তির ভারসাম্য পরিবর্তনের আশঙ্কা তৈরি করেছিল।

২০১২ সালে ওবামা পুনর্নির্বাচিত হলে রিপাবলিকান পার্টি বুঝতে পারে, তাদের সংখ্যালঘু ভোটারদের দিকেও নজর দেওয়া প্রয়োজন। এ জন্য রিপাবলিকান ন্যাশনাল কমিটি একটি পরিকল্পনা তৈরি করেছিল। কিন্তু অঙ্গরাজ্য পর্যায়ে তারা বিপরীত পথে হাঁটতে থাকে। তারা শ্বেতাঙ্গ ভোটারদের আকর্ষণ করতে এমন সব পদক্ষেপ নেয়, যা সংখ্যালঘু ভোটারদের ভোটাধিকারকে সংকুচিত করে এবং কংগ্রেশনাল এলাকাগুলোকে বর্ণভিত্তিকভাবে পুনর্বিন্যাস করে।

২০১৬ সালে ডোনাল্ড ট্রাম্প শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে থাকা ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে রিপাবলিকান দলের মনোনয়ন লাভ করেন। এতে মূলত শ্বেতাঙ্গনির্ভর কৌশল আরও জোরালো হয়।

ট্রাম্প যদি আরেক দফায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন, তাহলে আমেরিকার ঐতিহাসিক জাতিগত ও রাজনৈতিক শ্রেণিভেদ পুরোদমে মাথাচাড়া দেবে, যা সংঘাত বাড়িয়ে দেবে। কারণ, ট্রাম্পের পরিকল্পনায় কয়েক মিলিয়ন অবৈধ অভিবাসীকে বহিষ্কার করার কথা রয়েছে। তবে ট্রাম্প পরাজিত হলে এই সংঘাত একেবারে থেমে যাবে, এমনও নয়। এটি চলতেই থাকবে। কারণ, ট্রাম্পের 'মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন' (মাগা) আদর্শ এখন রিপাবলিকান পার্টির মূল চিন্তাধারায় মিশে গেছে।

একটি রাজনৈতিক দল যদি তার ভবিষ্যতের জন্য এমন জনগণের ওপর নির্ভর করে, যে জনগণের রাজনৈতিক প্রভাব কমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাহলে সেই নির্ভরতাকে আত্মহত্যার শামিল বলে মনে হতে পারে। অবশ্য অর্থনৈতিক উন্নতির বার্তা প্রচারের ফল হিসেবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রিপাবলিকানদের প্রতি অ-শ্বেতাঙ্গ ভোটারদের সমর্থন বেড়েছে।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টিভেন লেভিটস্কি ও ড্যানিয়েল জিবলাট উল্লেখ করেছেন, মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এমন কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যা সংখ্যাগরিষ্ঠের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক সংখ্যালঘুদের শক্তি বাড়াতে পারে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো মূলত স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে তৈরি করা হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পপুলার ভোট নয়, বরং ইলেকটোরাল কলেজকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

এভাবে ২০১৬ সালে প্রতিদ্বন্দ্বী হিলারি ক্লিনটনের চেয়ে পপুলার ভোট কম পেয়েও ইলেকটোরাল কলেজ ভোটের সুবাদে ট্রাম্প জয়ী হয়েছিলেন। একইভাবে প্রতিটি অঙ্গরাজ্য তার জনসংখ্যা নির্বিশেষে সিনেটে দুটি আসন পায় (অর্থাৎ যে অঙ্গরাজ্যের জনসংখ্যা অনেক বেশি, সেখানেও দুটি আসন এবং যে অঙ্গরাজ্যে জনসংখ্যা বা ভোটার সংখ্যায় অনেক কম, সেখানেও দুটি আসন)।

২০৪০ সালের মধ্যে প্রায় ৭০ শতাংশ আমেরিকান মাত্র ১৫টি অঙ্গরাজ্যে বাস করবে। সিনেটে এই ৭০ শতাংশ মানুষের জন্য থাকবে ৩০ জন প্রতিনিধি। অন্যদিকে বাকি অঙ্গরাজ্যগুলোতে বাস করা ৩০ শতাংশ মানুষের (যাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বেশি মানুষ শ্বেতাঙ্গ ও বয়স্ক) জন্য সিনেটে প্রতিনিধি থাকবে ৭০ জন।

জনমিতিক প্রবণতা, ট্রাম্পপন্থী রিপাবলিকান দল এবং সংবিধানের অজনপ্রিয় বিধিবিধান—এই সব মিলেঝিলে আগামী বছরগুলোতে আমেরিকার গণতন্ত্রকে অত্যন্ত বিশৃঙ্খল করে তুলবে। যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তিগুলো স্বৈরতন্ত্র থেকে সুরক্ষা দিতে পারে বটে; তবে মনে হচ্ছে দেশে রাজনৈতিক উত্তেজনা ও সংঘাত বাড়বে।

প্রশ্ন হচ্ছে আমেরিকানরা কি কেন্দ্র পর্যায়ে ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারবে এবং চরমপন্থী ডান ও বামপন্থীদের কোণঠাসা করতে পারবে? শিগগিরই তা মনে হচ্ছে না।

এই বছরের নির্বাচন কোনো সহজ জয়-পরাজয়ের সমাধান দেবে না। ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস যদি জয়ী হন, তাতেও আমেরিকার গণতন্ত্র সম্পূর্ণরূপে রক্ষা পাবে না, আবার ট্রাম্প জয়ী হলে সেটিও গণতন্ত্রকে রাতারাতি ধ্বংস করবে না। বরং এটি হবে এক দীর্ঘমেয়াদি জাতিগত ও রাজনৈতিক সংঘাতের আরেকটি অধ্যায়, যা প্রায় ছয় দশক আগে শুরু হয়েছিল এবং এখনো যার শেষ হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

PROJECT SYNDICATE
A WORLD OF IDEAS

রিপাবলিকানরা শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যকে পুনরুজ্জীবিত করে যুক্তরাষ্ট্রকে আবার 'মহান' করতে চাইছেন।
ছবি : এএফপি

● **এদোয়ার্দো ক্যাম্পানেলা** হার্ভার্ড কেনেডি স্কুলের মসাভার-রাহমানি সেন্টার ফর বিজনেস অ্যান্ড গভর্নমেন্টের সিনিয়র ফেলো

প্রথম আলো
রেজি. নং ডিএ ১৮৮০

সম্পাদক ও প্রকাশক : মতিউর রহমান
মিডিয়াস্টার লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক কর্তৃক গুলশান টাওয়ার (ষষ্ঠ তলা), প্লট ৩১, রোড ৫৩, গুলশান নর্থ বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত

নির্বাহী সম্পাদক : সাজ্জাদ শরিফ
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : আনিসুল হক

ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা ১২০৮, ১২-১৩ কালুরঘাট ভারী শিল্প এলাকা চট্টগ্রাম ৪২০৮ এবং ফুলদীঘি, বগুড়া ৫৮০০ থেকে মুদ্রিত

প্রধান কার্যালয় : প্রথম আলো ভবন
১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৫৫০১৩৪৩০-৩৩, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬

বার্তা বিভাগ ফ্যাক্স : ৫৫০১২২০০, ৫৫০১২২১১
ই-মেইল : news@prothomalo.com
সম্পাদকীয় ই-মেইল : editorial@prothomalo.com

বিজ্ঞাপন : ৫৫০১২২১২
ই-মেইল : ad@prothomalo.com

ভোক্তা — বাজার অর্থনীতিতে কোনো অবাধ সহজলভ্য দ্রব্য ছাড়া অন্য দ্রব্য ভোগ করার জন্য যে ব্যক্তি অর্থ ব্যয় করেন, তিনিই ভোক্তা।

৯ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা : শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

মিজানুর রহমান, *শিক্ষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

শিখন অভিজ্ঞতা ৭

 # এক কথায় উত্তর

প্রশ্ন : কোন মহীয়সী নারী নিজ উদ্যোগে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন?
উত্তর : বেগম রোকেয়া।
প্রশ্ন : ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে কোন কোন রাজনৈতিক দল কাজ করেছে?
উত্তর : কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ।
প্রশ্ন : ক্ষুদিরাম কে ছিলেন?
উত্তর : ব্রিটিশবিরোধী সশস্ত্র যোদ্ধা।
প্রশ্ন : ভারতবর্ষ স্বাধীন হয় কবে?
উত্তর : ১৯৪৭ সালে।
প্রশ্ন : ইংরেজ শাসনের অবসান হলে ভারতবর্ষে কোন কোন রাষ্ট্রের জন্ম হয়?
উত্তর : ভারত ও পাকিস্তান।
প্রশ্ন : পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী রাষ্ট্রভাষা হিসেবে কোনটিকে গ্রহণ করেন?
উত্তর : উর্দুকে।
প্রশ্ন : তৎকালীন পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা ছিল কোনটি?

উত্তর : বাংলা।
প্রশ্ন : ভাষার দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদ সমাবেশ করেন কত তারিখে?
উত্তর : ১৯৪৭ সালের ৬ ডিসেম্বর।
প্রশ্ন : 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয় কেন?
উত্তর : বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার দাবিতে।
প্রশ্ন : উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে গণপরিষদের ভাষা হিসেবে ঘোষণার দাবি করেন কে?
উত্তর : ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
প্রশ্ন : পূর্ব বাংলার মানুষের অধিকার আন্দোলনের সমাপ্তি হয় কিসের মধ্য দিয়ে?
উত্তর : ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিজয় অর্জনের মধ্য দিয়ে।
প্রশ্ন : আসাদ শহিদ হন কোন অভ্যুত্থানে?
উত্তর : ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানে।
প্রশ্ন : বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন কত তারিখ?
উত্তর : ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে।
প্রশ্ন : বাংলাদেশ চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে কবে?
উত্তর : ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর।
প্রশ্ন : পূর্ব বাংলার মানুষের মুক্তির সনদ হিসেবে খ্যাত কোনটি?
উত্তর : ৬ দফা দাবি।
প্রশ্ন : কত সালে বঙ্গবন্ধু ৬ দফা দাবি উত্থাপন করেছিলেন?
উত্তর : ১৯৬৬ সালে।

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

ইংরেজি

Experience-9

ইকবাল খান, *প্রভাষক*
বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

গতকালের পর বাকি অংশ

A responsible student, furthermore, focuses on his/her well-being, understanding the significance of physical rest, nutrition, exercise and stress management in academic performance and personal growth. By embodying these qualities, a responsible student creates a conducive learning environment, maximizes potential and contributes positively to his/her academic and personal development.
একজন দায়িত্বশীল শিক্ষার্থী, উপরন্তু তার সুস্থতার দিকে মনোনিবেশ করে, শারীরিক বিশ্রাম, পুষ্টি, ব্যায়াম এবং চাপ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব বোঝে, যা একাডেমিক কার্যক্ষমতা ও ব্যক্তিগত বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এই গুণগুলোকে মূর্ত করার মাধ্যমে একজন দায়িত্বশীল শিক্ষার্থী একটি অনুকূল শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করে, সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলে এবং তার একাডেমিক ও ব্যক্তিগত বিকাশে ইতিবাচকভাবে অবদান রাখে।
While the above discussion shows to be 'responsible' a student needs to have

many qualities, the following sections focus on how a student can achieve these qualities.
ওপরের আলোচনাটি দেখায় যে, একজন শিক্ষার্থীকে 'দায়িত্বশীল' হতে হলে অনেক গুণ থাকা প্রয়োজন। পরবর্তী বিভাগগুলো এসব গুণ অর্জনের উপায় নিয়ে আলোচনা করবে।
Firstly, awareness of time management is crucial at this stage of life. Develop time management skills by creating a schedule or a 'to-do' list to prioritize tasks. This will also help to allocate appropriate time for studying, completing homework, assignments, and engaging in extracurricular activities.
প্রথমত, জীবনের এই পর্যায়ে সময় ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতনতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাজগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য একটি সময়সূচি বা একটি 'টু-ডু' তালিকা তৈরি করে সময় ব্যবস্থাপনার দক্ষতা উন্নয়ন করো। এটি পড়াশোনা, হোমওয়ার্ক, অ্যাসাইনমেন্ট ও পাঠ্যক্রমবহির্ভূত কার্যক্রমসমূহে জড়িত থাকার জন্য উপযুক্ত সময় বরাদ্দ করতেও সাহায্য করবে।
Avoid delaying, and be proactive in planning to meet deadlines and avoid last-minute stress. By managing your time effectively, you demonstrate responsibility and ensure you make the most of your academic opportunities.
Secondly, taking responsibility for own learning by actively participating in classroom activities is essential for a responsible student, and it is helpful to be a responsible student.
বিলম্ব এড়িয়ে চলো এবং সময়সীমা পূরণের পরিকল্পনায় সক্রিয় হও যাতে শেষ মুহূর্তের চাপ এড়ানো যায়। তোমার সময় কার্যকরভাবে ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দাও এবং নিশ্চিত করো যে তুমি তোমার একাডেমিক সুযোগগুলোর সর্বাধিক ব্যবহার করেছ।
দ্বিতীয়ত, শ্রেণিকক্ষের কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে নিজের শেখার দায়িত্ব নেওয়া একজন দায়িত্বশীল শিক্ষার্থীর জন্য অপরিহার্য এবং এটি একজন দায়িত্বশীল শিক্ষার্থী হতে সহায়ক।

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

ষষ্ঠ শ্রেণি : বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতি

গণিত | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

রণজিৎ কুমার শীল, *সিনিয়র শিক্ষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

অধ্যায় ৫

 # বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৪. $\frac{৩}{২০}$ ভগ্নাংশটিকে শতকরায় প্রকাশ করো।
ক. ১৫%　খ. ২০%
গ. ২৫%　ঘ. ২৬%

১৫. সিমেন্টের নমুনায় ১২.৫% খোয়া আছে। ৫০ কেজি খোয়া উৎপাদনের জন্য কত কেজি সিমেন্ট প্রয়োজন?
ক. ৫.২ কেজি　খ. ৪.২৫ কেজি
গ. ২.৫ কেজি　ঘ. ৬.২৫ কেজি

১৬. ১০ : ২৫ : ১৫ এর সমতুল অনুপাত কত?
ক. ৫ : ৩ : ২　খ. ২ : ৩ : ৫
গ. ৩ : ৫ : ২　ঘ. ২ : ৫ : ৩

১৭. ১৫ জন লোকের কোনো কাজের এক-তৃতীয়াংশ করতে ২০ দিন লাগে, কত দিনে ২০ জন লোক পুরো কাজটি শেষ করতে পারবে?
ক. ৪৫ দিনে　খ. ২০ দিনে
গ. ১৫ দিনে　ঘ. ৩০ দিনে

১৮. পায়েসে দুধ ও চিনির অনুপাত ৭ : ২। ওই পায়েসে চিনির পরিমাণ ৪ কেজি হলে, দুধের পরিমাণ কত কেজি?
ক. ১২ কেজি　খ. ১৩ কেজি
গ. ১৪ কেজি　ঘ. ১৮ কেজি

১৯. ৬ষ্ঠ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় ১২০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩০% ফেল করল। কতজন শিক্ষার্থী ফেল করল?
ক. ২০ জন　খ. ৩৬ জন
গ. ৪৫ জন　ঘ. ৫০ জন

২০. ভাইয়ের বয়স ৩ বছর ও বোনের বয়স ৬ মাস হলে ভাই ও বোনের বয়সের অনুপাত কোনটি?
ক. ৬ : ১　খ. ৪ : ১
গ. ১ : ৪　ঘ. ১ : ৬

২১. পিতা ও পুত্রের বয়সের অনুপাত ১১ : ৩। তাদের সমতুল অনুপাত কোনটি?
ক. ২২ : ৬　খ. ১৪ : ৬
গ. ১২ : ৪　ঘ. ৩ : ১১

২২. একটি বেগুনের ওজন একটি লাউয়ের ওজনের ১০ গুণ কম হলে, গাণিতিকভাবে লেখা যাবে কোনটি?
ক. ১ : ১০　খ. ১ : ৮
গ. ১০ : ১　ঘ. ৮ : ১

২৩. একটি জিনিসের দাম জানা থাকলে একাধিক জিনিসের দাম জানা যাবে কোন নিয়মে?
ক. শতকরা　খ. অনুপাত
গ. গড়　ঘ. ঐকিক

২৪. একটি অনুপাতের সমতুল অনুপাত কয়টি?
ক. একটি　খ. দুটি
গ. তিনটি　ঘ. অসংখ্য

২৫. ৯ জন লোক একটি কাজ ১৮ দিনে করতে পারে। কাজটি ৬ দিনে শেষ করতে চাইলে অতিরিক্ত কতজন লোকের প্রয়োজন হবে?
ক. ১৬ জন　খ. ১৮ জন
গ. ২২ জন　ঘ. ২৪ জন

২৬. ১২০০ টাকা ১৫০০ টাকার শতকরা কত ভাগ?
ক. ৫০%　খ. ৭০%
গ. ৭৫%　ঘ. ৮০%

সঠিক উত্তর
১৪. ক ১৫. ঘ ১৬. ঘ ১৭. ক ১৮. গ ১৯. খ ২০. ক ২১. ক ২২. ক ২৩. ঘ ২৪. ঘ ২৫. খ ২৬. ঘ

ক্যাডেট কলেজে ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি-১০

সাধারণ জ্ঞান

মো. আফলাতুন, *সহযোগী অধ্যাপক*
ফেনী সরকারি কলেজ, ফেনী

 # বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান

প্রশ্ন : ঢাকার প্রতিপাদ স্থান কোথায়?
উত্তর : চিলির নিকটে প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত।
প্রশ্ন : বাংলাদেশের নিচু ভূমির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি কোথায়?
উত্তর : কিশোরগঞ্জ জেলায়
প্রশ্ন : বাংলাদেশের কোন অঞ্চলকে 'সাগরকন্যা' বলা হয়?
উত্তর : পটুয়াখালী
প্রশ্ন : বাংলাদেশের সবচেয়ে দক্ষিণের জেলা কোনটি?
উত্তর : কক্সবাজার
প্রশ্ন : বাংলাদেশের সবচেয়ে উত্তরের জেলা কোনটি?
উত্তর : পঞ্চগড় জেলা
প্রশ্ন : বাংলাদেশের সবচেয়ে উত্তরে অবস্থিত স্থানের নাম কী?
উত্তর : বাংলাবান্ধা
প্রশ্ন : বাংলাদেশের মাঝখান দিয়ে গেছে কোন রেখা?
উত্তর : কর্কটক্রান্তি রেখা

প্রশ্ন : গ্রিনিচ মান সময় অপেক্ষা বাংলাদেশ সময় কত ঘণ্টা আগে?
উত্তর : ৬ ঘণ্টা আগে
প্রশ্ন : বাংলাদেশের কোন অঞ্চলকে '৩৬০ আউলিয়ার দেশ' বলা হয়?
উত্তর : সিলেট
প্রশ্ন : দুটি স্থানের মধ্যে দ্রাঘিমাংশের পার্থক্য ১ ডিগ্রি হলে সময়ের পার্থক্য কত?
উত্তর : ৪ মিনিট
প্রশ্ন : পার্বত্য চট্টগ্রাম গঠিত কয়টি জেলা নিয়ে?
উত্তর : ৩টি জেলা নিয়ে
প্রশ্ন : বাংলাদেশের সবচেয়ে পূর্বের উপজেলা কোনটি?
উত্তর : থানচি
প্রশ্ন : কোন জেলাকে বাংলার শস্যভান্ডার বলা হয়?
উত্তর : বৃহত্তর বরিশাল জেলা
প্রশ্ন : বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ দ্বীপ কোনটি?
উত্তর : ভোলা
প্রশ্ন : বাংলাদেশের একমাত্র পাহাড়ি দ্বীপ কোনটি?
উত্তর : মহেশখালী দ্বীপ।

এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫ : পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস

হিসাববিজ্ঞান

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মুহাম্মদ আলী, *সিনিয়র শিক্ষক*
মনিপুর উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ২

৫৮. ভাউচার কী?
ক. লেনদেনের প্রমাণপত্র
খ. হিসাবের বই
গ. ক্রেতার বিবরণ
ঘ. বিক্রেতার বিবরণ

৫৯. ভাউচারের ওপর ভিত্তি করে কোন বই লেখা হয়?
ক. ক্রয় জাবেদা
খ. বিক্রয় জাবেদা
গ. ক্রয় ফেরত জাবেদা
ঘ. নগদ প্রদান জাবেদা

৬০. ক্যাশমেমোর মূল কপি কাকে দেওয়া হয়?
ক. ক্রেতাকে　খ. বিক্রেতাকে
গ. বাহককে　ঘ. দেনাদারকে

৬১. মূল্য পরিশোধের শর্ত কোথায় উল্লেখ থাকে?
ক. চালান　খ. ভাউচার
গ. ক্যাশমেমো　ঘ. ডেবিট নোট

৬২. ক্রেতার কাছে চালান কী হিসেবে গণ্য হয়?
ক. আন্তচালান　খ. বহিঃচালান
গ. বিক্রয় দলিল　ঘ. বিল

৬৩. কে চালানে স্বাক্ষর করেন?
ক. ক্রেতা　খ. বিক্রেতা
গ. ক্যাশিয়ার　ঘ. ব্যবস্থাপক

৬৪. ক্যাশমেমোর তৃতীয় কপি কোথায় সংরক্ষিত থাকে?
ক. হিসাব শাখায়
খ. হিসাবরক্ষকের কাছে
গ. বিক্রয় বিভাগে
ঘ. ব্যাংক শাখায়

৬৫. ক্রেডিট নোট কার কাছে প্রেরণ করা হয়?
ক. ক্রেতার
খ. বিক্রেতার
গ. ক্যাশিয়ারের
ঘ. হিসাবরক্ষকের

৬৬. ক্রেডিট ভাউচারকে ক্যাশবুকের কোন দিকে লেখা হয়?
ক. ক্রেডিট দিকে　খ. ডেবিট দিকে
গ. বহির্ভূত থাকে　ঘ. উভয় দিকে

৬৭. পাওনালিপি প্রস্তুত করে কার কাছে প্রেরণ করা হয়?
ক. ক্রেতার কাছে
খ. বিক্রেতার কাছে
গ. কর কর্তৃপক্ষের কাছে
ঘ. পাওনাদারের কাছে

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ২ : ৫৮. ক ৫৯. ঘ ৬০. ক ৬১. ক ৬২. ক ৬৩. খ ৬৪. গ ৬৫. ক ৬৬. খ ৬৭. ক

বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা | বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মেজবাহউদ্দিন আহমেদ, *প্রভাষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

অধ্যায় ৪

৫১. লক্ষ্মণ সেনের শাসনকাল কোনটি?
ক. ১১৭৭—১২০৪ খ্রিষ্টাব্দ
খ. ১১৭৮—১২০৪ খ্রিষ্টাব্দ
গ. ১১৭৯—১২০৬ খ্রিষ্টাব্দ
ঘ. ১১৮০—১২০৭ খ্রিষ্টাব্দ

৫২. বখতিয়ার খলজি কত শতকে নদিয়া আক্রমণ করেন?
ক. দশম　খ. একাদশ
গ. দ্বাদশ　ঘ. ত্রয়োদশ

৫৩. বাংলায় মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয় কোন স্থানকে কেন্দ্র করে?
ক. গৌড়　খ. বঙ্গ
গ. পুণ্ড্র　ঘ. হরিকেল

৫৪. কোনটি 'গঙ্গারিডই' জাতির বাসস্থান ছিল?
ক. গঙ্গা ও পদ্মা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল
খ. গঙ্গা ও ভাগীরথী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল
গ. ভাগীরথী ও পদ্মা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল
ঘ. ভাগীরথী ও যমুনা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল

৫৫. অশোক কোন বংশের রাজা ছিলেন?
ক. পাল বংশ　খ. সেন বংশ
গ. গুপ্ত বংশ　ঘ. মৌর্য বংশ

৫৬. পাটলি পুত্রের নন্দবংশীয় রাজার নাম কী?
ক. গোপাল　ঘ. মগধাদি
গ. শশাঙ্ক　ঘ. আলেকজান্ডার

৫৭. প্রাচীন বাংলার প্রথম সার্বভৌম শাসকের নাম কী?
ক. শশাঙ্ক　খ. গোপাল
গ. গোচন্দ্র পাল　ঘ. দেব পাল

৫৮. শশাঙ্কের রাজধানী কোথায় ছিল?
ক. মেদিনীপুর　খ. কর্ণসুবর্ণ
গ. আসাম　ঘ. কনৌজ

৫৯. সপ্তম শতকে গৌড়রাজ কে ছিলেন?
ক. শশাঙ্ক　খ. বিক্রমাদিত্য
গ. অশোক　ঘ. নারায়ণ

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬০ ও ৬১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।
অয়ন ও রিজভি 'প্রাচীন বাংলার শাসনব্যবস্থা' নিয়ে আলোচনা করছিল। অয়ন বলল, বাংলাদেশে বর্তমানে যেমন পাঁচটি প্রশাসনিক ভাগ রয়েছে। যথা : বিভাগ, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম। ঠিক তেমনি প্রাচীন বাংলার একটি যুগে পাঁচটি প্রশাসনিক বিভাগে বিভক্ত ছিল এর শাসনকাঠামো।

৬০. অয়ন প্রাচীন বাংলার কোন যুগের প্রশাসনিক বিভাগের কথা বলল?
ক. গুপ্ত যুগ　খ. মৌর্য যুগ
গ. পাল যুগ　ঘ. সেন যুগ

৬১. উক্ত যুগের প্রশাসনিক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত—
i. ভুক্তি
ii. মণ্ডল
iii. বীথি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii　খ. i ও iii
গ. ii ও iii　ঘ. i, ii ও iii

৬২. কীর্তিবর্মণ কোন বংশের রাজা ছিলেন?
ক. পাল বংশের　খ. সেন বংশের
গ. চালুক্য বংশের　ঘ. দেব বংশের

৬৩. 'মাৎস্যন্যায়'-এর অবসান ঘটে কীভাবে?
ক. মৌর্যদের আগমনে
খ. গুপ্তদের আগমনে
গ. সেনদের আগমনে
ঘ. পালদের আগমনে

৬৪. পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?
ক. ধর্মপাল　খ. দেবপাল
গ. গোপাল　ঘ. মহীপাল

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৪ : ৫১. খ ৫২. ঘ ৫৩. ক ৫৪. গ ৫৫. ঘ ৫৬. খ ৫৭. ক ৫৮. খ ৫৯. ক ৬০. ক ৬১. ঘ ৬২. গ ৬৩. ঘ ৬৪. গ

আগামীকাল থাকবে

- **নবম শ্রেণি** : ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান, ইংরেজি
- **ষষ্ঠ শ্রেণি** : গণিত
- **অষ্টম শ্রেণি** : বাংলা
- **এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫** : বাংলা ১ম পত্র, বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, কৃষিশিক্ষা
- **নোটিশ বোর্ড** : বাউবিতে বিবিএ প্রোগ্রামে ভর্তির সময় বৃদ্ধি এবং স্নাতক (সম্মান) পুনপরীক্ষার ফি জমার তারিখ সম্পর্কিত তথ্য

কৃষিশিক্ষা

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মো. আবু সুফিয়ান, *শিক্ষক*
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ১

১১৮. কোনো বীজ নমুনা থেকে শতকরা কতটি বীজ গজায়, তা বের করাকে কী বলে?
ক. বীজের অঙ্কুরোদ্‌গম হার
খ. বীজের সতেজতা
গ. বীজের আর্দ্রতা
ঘ. বীজের মান নিয়ন্ত্রণ

১১৯. কোন পরীক্ষায় বীজের জন্য প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করা হয়?
ক. জীবনীশক্তি পরীক্ষা
খ. আর্দ্রতা পরীক্ষা
গ. অঙ্কুরোদ্‌গম পরীক্ষা
ঘ. মান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষা

১২০. কাঙ্ক্ষিত (১২%-১৩%) আর্দ্রতায় আনতে বীজকে কত দিন প্রখর রোদে শুকাতে হয়?
ক. প্রায় ২ দিন　খ. প্রায় ৩ দিন
গ. প্রায় ৪ দিন　ঘ. প্রায় ৫ দিন

১২১. কত কেজি ধারণক্ষমতাসম্পন্ন পলিথিন ব্যাগে বীজ সংরক্ষণ করা হয়?
ক. ৫ কেজি　খ. ৮ কেজি
গ. ১০ কেজি　ঘ. ১৫ কেজি

১২২. বীজের জীবনীশক্তি হ্রাস পায়—
i. বেশি তাপমাত্রায় বীজ শুকালে
ii. অপর্যাপ্ত তাপে বীজ শুকালে
iii. বীজের আর্দ্রতা ১২% এর কম থাকলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii　খ. i ও iii
গ. ii ও iii　ঘ. i, ii ও iii

১২৩. বীজকে সুষ্ঠুভাবে প্রক্রিয়াজাত করলে—
i. বীজের বিশুদ্ধতা বাড়ে
ii. বীজ দেখতে আকর্ষণীয় হয়
iii. বীজের অঙ্কুরোদ্‌গম ক্ষমতা বাড়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii　খ. i ও iii
গ. ii ও iii　ঘ. i, ii ও iii

১২৪. বীজ সংরক্ষণের উদ্দেশ্য হলো—
i. বীজের গুণগত মান রক্ষা করা
i. বীজের জীবনীশক্তি দীর্ঘদিন বজায় রাখা
iii. বীজের আর্দ্রতা বৃদ্ধি করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii　খ. i ও iii
গ. ii ও iii　ঘ. i, ii ও iii

১২৫. খাদ্যে আর্দ্রতার পরিমাণ শতকরা কত ভাগের বেশি থাকলে ছত্রাক বা পোকামাকড় জন্মাতে পারে?
ক. ১০%　খ. ২০%
গ. ৩০%　ঘ. ৪০%

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ১ : ১১৮. ক ১১৯. ক ১২০. খ ১২১. ক ১২২. ক ১২৩. ঘ ১২৪. ক ১২৫. ক

নোটিশ বোর্ড

হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন

শিক্ষার জন্য ঋণ, দিতে হবে না কোনো সুদ

■ হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন 'মেধা লালন প্রকল্পে'র অধীনে শুধু ২০২৪ সালে মাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাঋণ প্রদান করবে। এ শিক্ষাঋণটি সম্পূর্ণ সুদমুক্ত। ছাত্রছাত্রীদের দরিদ্র ও মেধাবী হতে হবে।
মাসিক শিক্ষাঋণের পাশাপাশি প্রকল্পভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের প্রতি শিক্ষাবর্ষে শিক্ষা উপকরণ কেনার জন্য আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়ে থাকে, যা সম্পূর্ণ ফেরত দিতে হবে না।
আবেদন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ২০ নভেম্বর ২০২৪।

আবেদন ফরম সংগ্রহের নিয়ম
ছাত্রছাত্রীরা নির্ধারিত আবেদন ফরম ফাউন্ডশেনের অফিস থেকে সরাসরি নিতে পারবে অথবা ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইট hdfbd.com থেকে সংগ্রহ করতে পারবে।

আবেদন ফরম জমা দেওয়ার নিয়ম
আবেদন ফরম ডাকযোগে বা সরাসরি হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের অফিসে (শুক্রবার, শনিবার এবং সরকারি ছুটির দিন ছাড়া অন্যান্য দিন সকাল ৯.৩০ থেকে বিকেল ৪.৩০টা পর্যন্ত) জমা দেওয়া যাবে।

শিক্ষাঋণ ও শিক্ষা উপকরণ কেনার জন্য অনুদান
উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণি : মাসিক শিক্ষাঋণ : ১ হাজার ১৫০ টাকা, প্রতি শিক্ষাবর্ষে অফেরতযোগ্য অনুদান : বিজ্ঞান/ভোকেশনাল : ৭০০ টাকা, মানবিক/বাণিজ্য/অন্যান্য : ৫০০ টাকা।
স্নাতক শ্রেণি (শুধু প্রকল্পভুক্ত সদস্যদের জন্য) : মাসিক শিক্ষাঋণ : জেনারেল ১ হাজার ৭০০ টাকা, টেকনিক্যাল ১ হাজার ৮০০ টাকা।
প্রতি শিক্ষাবর্ষে অফেরতযোগ্য অনুদান : জেনারেল ১ হাজার টাকা, টেকনিক্যাল ২ হাজার টাকা।

আবেদনকারীর যোগ্যতা
বিজ্ঞান/ভোকেশনাল বিভাগ : ন্যূনতম জিপিএ (জেলা সদরের স্কুল) ৪.৪, ন্যূনতম জিপিএ : (জেলা সদরের বাইরের স্কুল) ৪.২।
মানবিক/বাণিজ্য/অন্যান্য বিভাগ : ন্যূনতম জিপিএ (জেলা সদরের স্কুল) ৪.২, (জেলা সদরের বাইরের স্কুল) ৪.০।
ভোকেশনাল, টেকনিক্যাল/পলিটেকনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
শুধু প্রাথমিকভাবে বাছাই করা ছাত্রছাত্রীদের চূড়ান্ত নির্বাচনী পরীক্ষায় (লিখিত ও মৌখিক) অংশগ্রহণের জন্য ডাকা হবে। প্রকল্পসংশ্লিষ্ট সব বিষয়ে ফাউন্ডেশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওয়েবসাইট : www.hdfbd.com

সফলতার সঙ্গে লেখাপড়ার সম্পর্ক কতটুকু

তারিক মনজুর
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

> ব্যক্তির সফলতার পেছনে কার ভূমিকা প্রধান? প্রতিষ্ঠানের, না ব্যক্তির নিজের? এ নিয়ে তর্ক চলতে পারে। কেউ কেউ মনে করেন, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বাস্তবে পড়াশোনার আগ্রহ নষ্ট করে দেয়।

স্কুল আর লেখাপড়া নিয়ে একেবারে বিপরীত দুটি উদাহরণ। একটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের। আরেকটি টমাস আলভা এডিসনের।

গ্রামের পাঠশালায় গুরুমশাইয়ের প্রিয় ছাত্র ছিলেন বিদ্যাসাগর। আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'আমার বিলক্ষণ স্মরণ হইতেছে, পাঠশালার সকল ছাত্র অপেক্ষা আমার ওপর তাঁহার অধিকতর স্নেহ ছিল।' বিদ্যাসাগরকে লেখাপড়া করানোর উদ্দেশ্যেই তাঁর বাবা ছেলেকে নিয়ে কলকাতার পথে রওনা হন। সঙ্গে সেই গুরুমশাইও ছিলেন। রাস্তার মাইলস্টোন দেখে বালক ছেলেটি সেদিন নিজেই ইংরেজি সব ডিজিট শিখে ফেলেন। উচ্ছ্বসিত গুরুমশাই তখন বিদ্যাসাগরের বাবাকে বলেছিলেন, 'এই ছেলের লেখাপড়ার ব্যাপারে যত্ন নেবেন। যদি বেঁচে থাকে, মানুষ হতে পারবে।'

অন্যদিকে এডিসনকে তাঁর স্কুলটিচার 'জড়বুদ্ধিসম্পন্ন' বলেছিলেন। বারবার প্রশ্ন করার কারণে শিক্ষকেরা তাঁর ওপর বিরক্ত ছিলেন। স্কুল থেকে পাঠানো চিঠিতে লেখা ছিল : 'আপনার সন্তান পুরোপুরি জড়বুদ্ধিসম্পন্ন। আমরা আর তাকে স্কুলে দেখতে চাই না।' এডিসন তখনো পড়তে শেখেননি। তাই চিঠির কথাগুলো তাঁর জানা ছিল না। মা তাঁকে চিঠিটা পড়ে শুনিয়েছিলেন এভাবে : 'আপনার ছেলে অতি মেধাবী। এই স্কুলে তাকে শেখানোর মতো শিক্ষক নেই। দয়া করে ছেলেকে আপনি নিজে শেখাবেন।' এরপর এডিসন তাঁর মায়ের উদ্যোগে নিজেই লেখাপড়া শুরু করেন।

ব্যক্তির সফলতা

ওপরের দুটি উদাহরণ এই প্রশ্ন তোলে, ব্যক্তির সফলতার পেছনে কার ভূমিকা প্রধান? প্রতিষ্ঠানের, না ব্যক্তির নিজের? এ নিয়ে তর্ক চলতে পারে। কেউ কেউ মনে করেন, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বাস্তবে পড়াশোনার আগ্রহ নষ্ট করে দেয়। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তির বিকাশ বাধাগ্রস্ত করে, নষ্ট করে সৃজনীশক্তি। কারণ, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নির্দিষ্ট কাঠামোয় চলতে বাধ্য করে। অন্যদিকে ব্যক্তির নিজের আগ্রহের লেখাপড়া সফলতার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়।

লেখাপড়া করে যে...

এরপরেও প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া জনপ্রিয় হয়েছে। এর পেছনে রাষ্ট্রের ভূমিকা আছে। তা ছাড়া আধুনিক যুগের শুরু থেকেই নগরকেন্দ্রিক অফিস ও কাজকর্ম বেড়েছে। একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠাননির্ভর লেখাপড়ার ব্যাপারে মানুষের আগ্রহও বেড়েছে। মানুষ দেখেছে, লেখাপড়ার মাধ্যমে ভালো চাকরি ও আয়রোজগার করা যায়। ফলে দরিদ্র পরিবারগুলোও কষ্ট করে সন্তানকে লেখাপড়া করানোর চেষ্টা করেছে। তিন-চার দশক আগেও মানুষের মুখে মুখে ফিরত—'লেখাপড়া করে যে, গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সে।'

বেকারত্ব কেন

তবে এখন দেখা যায়, লেখাপড়া করলেই নিজের গাড়িতে চড়া যায় না। বরং চাকরির বাজারে সংকট তৈরি হয়েছে। নগরকেন্দ্রিক 'ভদ্র' জীবনের প্রতি অতি আগ্রহী হয়ে ওঠার কারণে এমনটি ঘটেছে। আসলে সমাজের নিজেরই কাজ উৎপাদনের একটা পদ্ধতি থাকতে হয়। আর রাষ্ট্রকে সেখানে সহায়তা করতে হয়। যেমন নগরে মানুষ বাড়তে থাকলে গাড়িও বাড়তে থাকে। তখন অধিকসংখ্যক চালক তৈরির জন্য রাষ্ট্রকে গাড়ি কেনার ঋণ সুবিধা দিতে হবে। কিন্তু সমাজের চাহিদার প্রতি রাষ্ট্রের দায়হীনতার কারণে বেকারত্ব বেড়েছে। লেখাপড়া কেন—এই প্রশ্নও উঠতে শুরু করেছে।

লেখাপড়া কী দেয়

প্রথম কথা, লেখাপড়া চাকরি বা কাজের সুযোগ তৈরি করে। পদ্ধতিগত শিক্ষা বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার তাই এত গ্রহণযোগ্যতা। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তির নিজের উন্নয়নেও ভূমিকা রাখে লেখাপড়া। সে বুঝতে শেখে নিজের সক্ষমতা, কাজের পদ্ধতি। এ ছাড়া লেখাপড়ার মধ্য দিয়ে সামাজিক ও পেশাগত মর্যাদা বাড়ে, তৈরি হয় সূক্ষ্ম ও গভীর চিন্তার ক্ষমতা। এর বাইরেও লেখাপড়ার কিছু পরোক্ষ ভূমিকা আছে। যেমন লেখাপড়া মানুষকে সভ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে।

সনদের গুরুত্ব

চাকরির আবেদন বা ভালো চাকরি পাওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে সনদ। দক্ষতা যাচাইয়ের ভালো কোনো পদ্ধতি না থাকায় পড়াশোনা হয়ে পড়েছে সনদনির্ভর। বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস ও নকল করার প্রধান কারণও এটি। অথচ পরীক্ষায় পাসের সঙ্গে কিংবা চাকরি পাওয়ার সঙ্গে জীবনের সফলতার সম্পর্ক খুব নিবিড় নয়। স্কুল পাস না করা কিংবা উচ্চতর পড়াশোনা শেষ করতে না পারা বহু সফল মানুষ আশপাশে দেখা যায়।

শিক্ষার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য নিয়ে দুটি ভিন্নতর মত আছে। একদল মনে করে, শিক্ষার উদ্দেশ্য পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে মানিয়ে মানুষকে চলতে শেখানো। আরেক দল মনে করে, শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষের মনকে উদার ও বিস্তৃত করা। তবে উদ্দেশ্য যা-ই হোক, রাষ্ট্র নিজস্ব নীতি ও কৌশল নিয়ে শিক্ষাপদ্ধতি সাজায়। এ ক্ষেত্রে পেশাগত দক্ষতা বাড়ানোর জন্য পাঠ্যবইয়ে নতুন নতুন লেখা বা উপকরণ যোগ করা হয়। আবার চাহিদার দিকে লক্ষ রেখে উচ্চতর পর্যায়ে বিভাগ খোলা হয় কিংবা কোর্স যুক্ত করা হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষক, পাঠ্যবই ও সহায়ক-বই জ্ঞান আহরণের কাজটি সহজ করে।

সফল হওয়ার উপায়

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও নিজের উদ্যোগে লেখাপড়া—দুই উপায়েই ব্যক্তিকে সফল হতে দেখা যায়। তাই রেজাল্টই চূড়ান্ত কথা নয়। ব্যক্তিকে হয়ে উঠতে হয় কৌতূহলী, অনুসন্ধিৎসু। খোঁজ করতে হয় নতুন নতুন উপায়ের। দেখতে শিখতে হয় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। অর্জন করতে হয় কাজের উপযোগী দক্ষতা। সফল হওয়ার জন্য অন্যের কাছ থেকে পাওয়া অনুপ্রেরণা টনিকের মতো কাজ করে। বিদ্যাসাগর আর এডিসনই তার প্রমাণ। অবশ্য একজন সফল ব্যক্তি নিজেও নিজেকে নানাভাবে অনুপ্রেরণা দিতে থাকেন।

নিজের আগ্রহের লেখাপড়া সফলতার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়, মডেল : এনজেল নূর, ছবি : স্বপ্ন নিয়ে

মেধাবী মুখ

অসুস্থতা থেকে অনুপ্রেরণা

মাহমুদুর রহমান। ছবি : অপূর্ব চন্দ্র ঘোষ

আবু দারদা মাহফুজ

এক সকালে ঘুম থেকে উঠে মাহমুদুর রহমান আবিষ্কার করলেন, চাইলেও হাত দুটো ইচ্ছেমতো নাড়তে পারছেন না। ধীরে ধীরে শরীরের অন্যান্য অঙ্গের ওপরও নিয়ন্ত্রণ হারাতে শুরু করেন ঝিনাইদহ সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির এই ছাত্র। প্রথমে স্থানীয় একটা ক্লিনিকে, পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজে নেওয়া হলে চিকিৎসকেরা নিশ্চিত করেন—জিবিএসে আক্রান্ত তিনি।

সেই ঘটনার প্রায় ৯ বছর পর মাহমুদুর রহমানের সঙ্গে আমাদের কথা হলো। তিনি নিজেই এখন ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র।

জিবিএস কী

জিবিএস বা গুলেন ব্যারি সিন্ড্রোম আমাদের দেশে খুব পরিচিত অসুখ নয়। এই রোগে আক্রান্ত হলে মানুষের স্নায়ুতন্ত্রে দুর্বলতা দেখা দেয়। আক্রান্ত ব্যক্তি ধীরে ধীরে দেহের বিভিন্ন মাংসপেশির ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাতে শুরু করে।

২৩ অক্টোবর ঢাকা মেডিকেল কলেজের সবুজ চত্বরে বসে স্মৃতিচারণা করছিলেন মাহমুদুর, 'আইসিইউতে আমার চিকিৎসা চলল। হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ও মস্তিষ্ক ছাড়া শরীরের প্রায় সবখানেই ভাইরাসটি আক্রমণ করেছিল। পুরো শয্যাশায়ী হয়ে গেলাম। শুধু দেখতে, বলতে ও শুনতে পারতাম।'

চিকিৎসকদের পরামর্শে ঝিনাইদহে বাড়িতে থেকেই চলল চিকিৎসা। ভ্রু ও ঠোঁট ছাড়া কিছু নাড়াতে পারতেন না। তাই শুরু হয় ফিজিওথেরাপি। এভাবে চলে টানা প্রায় সাত মাস। পুরোটা সময় লেখাপড়া থেকে দূরে ছিলেন তিনি।

ষষ্ঠ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষাটা কোনো রকমে দিলেন। টানা সাত মাস পড়াশোনা না করে পরীক্ষায় বসলে যা হওয়ার তা-ই হলো—রেজাল্ট এল খুবই খারাপ। এরপর ধীরে ধীরে পড়ার টেবিলে ফিরতে শুরু করেন। আরও বছরখানেক পর শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়। পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়েই জেএসসি পরীক্ষা দিলেন। ফলাফলও ভালো হলো; যশোর বোর্ড থেকে পেলেন জিপিএ-৫।

পাঠ্যক্রমবহির্ভূত কার্যক্রমেও মাহমুদুরের অর্জন ভালো। স্কুলজীবনে একাধিক পুরস্কারও পেয়েছেন। মাহমুদের সহপাঠী বাঁধন আহমেদ বলেন, 'ও খুবই শান্ত স্বভাবের পড়ুয়া ছেলে। আড্ডায় কিংবা খেলাধুলায় ওকে সেভাবে পাওয়া যেত না।'

উচ্চমাধ্যমিকের আগেই মেডিকেলের প্রস্তুতি

ছোটবেলায় তেমন কোনো লক্ষ্য ছিল না। তবে মাহমুদুরের মা চাইতেন, ছেলে বড় হয়ে যেন সরকারি চাকরিজীবী হন। কিন্তু জিবিএসে আক্রান্ত হওয়ার পর বেশ অসহায় হয়ে পড়েন মাহমুদুর। চিকিৎসকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতেন—এই বুঝি ভালো কোনো খবর আসবে। তখন থেকেই চিকিৎসক হওয়ার আগ্রহ তৈরি হয়। যে জিবিএস একটা সময় তাঁর জীবনকে থামিয়ে দিয়েছিল, সেই জিবিএসই ভবিষ্যতে চিকিৎসক হওয়ার অনুপ্রেরণা হয়ে আসে মাহমুদুরের কাছে।

২০২০ সালে ঝিনাইদহ সরকারি উচ্চবিদ্যালয় থেকে এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পান তিনি। স্বপ্নটা বেগ পায় আরও।

কিন্তু এসএসসির পরপরই আসে করোনার আঘাত। কলেজের ক্লাস আটকে গেলেও 'স্থবির' সময়টাতে বসে থাকেননি মাহমুদুর। মেডিকেলের ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে খোঁজখবর নেওয়া শুরু করেন। পরীক্ষাপদ্ধতি, প্রশ্নের ধরন সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা নিয়ে শুরু করেন প্রস্তুতি। উচ্চমাধ্যমিকের ক্লাস শুরুর আগেই মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার ভালো একটা প্রস্তুতি তাঁর নেওয়া হয়ে গিয়েছিল। মাহমুদুর বলেন, 'ইন্টারমিডিয়েটের ক্লাস শুরুর আগেই আমার প্রস্তুতি দেখে শিক্ষকেরা বেশ অবাক হয়েছিলেন। অনেকে বিশ্বাস করতে শুরু করেন—আমি মেডিকেলে চান্স পাবই। কেউ কেউ তো "ডাক্তার মিয়াম" বলে ডাকাও শুরু করে দিয়েছিলেন।'

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়ে ঢাকার ফার্মগেটে কোচিং শুরু করেন। বেশ ভালো প্রস্তুতি আর আত্মবিশ্বাস নিয়ে সেবারের মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষাটা দেন মাহমুদুর। ফল প্রকাশের পর দেখা যায়, জাতীয় মেধাতালিকায় ৯২তম হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজে সুযোগ পেয়েছেন তিনি।

হোয়াটসঅ্যাপে মাহমুদুরের বাবা মো. মুজিবুর রহমানের সঙ্গেও কথা হলো। ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার এই সমবায় কর্মকর্তা বলেন, 'ছেলেটা আমার মৃত্যুশয্যায় ছিল। একটা কাপড় বিছানায় ফেলে রাখলে যেমন পড়ে থাকে, সেভাবে নিথর হয়ে পড়ে থাকত। সেখান থেকে শুধু নিজের অধ্যবসায়, প্রচেষ্টা আর সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছায় আজ এত দূর এসেছে। আমি চাই, ও চিকিৎসক হয়ে মানুষের জন্য কিছু করুক, সমাজের জন্য কিছু করুক।'

মাহমুদুর এখন পড়াশোনা নিয়ে বেশ খুশি। তবে ফিজিওথেরাপিটা এখনো মাঝেমধ্যে নিতে হয়। পড়াশোনা আর চিকিৎসা দুটিই চলছে একই সঙ্গে। ভবিষ্যতে তাঁর ভালো একজন সার্জন হওয়ার ইচ্ছা।

ক্যাম্পাস

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

প্রাণবন্ত ক্যাম্পাসে এখন গবেষণায় জোর

মনিরুল ইসলাম, যশোর

দুই হাজার শিক্ষার্থী থাকার উপযোগী হলটির নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার পরও পড়ে ছিল প্রায় তিন মাস। ১০ তলা ভবন দুটির লিফট কেনাকাটায় দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের মুখে লিফট না বসিয়েই ভবন দুটি ফেলে রেখেছিল ঠিকাদার। অবশেষে লিফট ছাড়াই গত ১ অক্টোবর যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (যবিপ্রবি) আবাসিক হল দুটির পঞ্চম তলা পর্যন্ত এক হাজার শিক্ষার্থীকে আসন বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীরাও নিজ নিজ আসনে উঠে গেছেন।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর এমন অনেক বিষয়েরই দ্রুত সমাধান হবে বলে আশাবাদী শিক্ষার্থীরা। বেশ কয়েক দিন অচলাবস্থার পর নতুন উপাচার্যের নিয়োগ হয়েছে। আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরছে ক্যাম্পাস। উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মজিদ বলেন, 'দ্রুত সময়ের মধ্যে লিফট স্থাপনের ব্যবস্থা করা হবে। তখন দুটি আবাসিক হলে আরও এক হাজার শিক্ষার্থীর আবাসন-সুবিধা নিশ্চিত হবে।'

গবেষণায় প্রাণবন্ত

২৩ অক্টোবর ক্যাম্পাসে গিয়ে দেখা গেল, পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং (পিএমই) বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীরা টানেল তৈরির প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জনের জন্য বঙ্গবন্ধু একাডেমিক ভবনের সামনে জড়ো হচ্ছেন। তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে যন্ত্রপাতি নিয়ে তৈরি হচ্ছিলেন তাঁরা। নির্দেশনা দিচ্ছিলেন বিভাগের টেকনিক্যাল অফিসার আবু হেনা মো. নাসিমুল জাবিল।

শিক্ষার্থীরা জানালেন, বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়নে এই বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া নষ্ট ব্যাটারি ও ব্যবহারের অনুপযোগী ইলেকট্রনিক ডিভাইস থেকে মূল্যবান ধাতব সংগ্রহের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করাও তাঁদের গবেষণার বিষয়।

পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের শিক্ষার্থীরা কাজ শিখছিলেন হাতে-কলমে। ছবি : প্রথম আলো

বিভিন্ন ভবনের সামনে ও ক্যাম্পাসের সবুজ চত্বরে কয়েকজন অভিভাবককে ছবি তুলতে দেখা গেল। প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এসেছেন তাঁরা। বোঝা গেল, প্রথম দিনের ক্লাসে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি চলছে অভিভাবকদেরও পরিচিতিপর্ব।

গবেষণায় এরই মধ্যে বেশ সুনাম কুড়িয়েছে যবিপ্রবি। এ বছর টাইমস হায়ার এডুকেশন র‍্যাঙ্কিংয়ে বৈশ্বিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়টির অবস্থান ৮০০-১০০০-এর মধ্যে। দেশের মধ্যে যৌথভাবে চতুর্থ। বিশ্ববিদ্যালয়ে সিএসআইআরএল নামে একটি কেন্দ্রীয় গবেষণাগার আছে, যার মাধ্যমে প্রতিবছর বাইরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অন্তত ২০০ নমুনা পরীক্ষা করে প্রতিবেদন দেওয়া হয়।

ফিশারিজ অ্যান্ড মেরিন বায়োসায়েন্স বিভাগের ল্যাবে গিয়ে দেখা গেল, একঝাঁক শিক্ষার্থী বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করছেন। গলদা, বাগদা ও ভেনামি চিংড়িতে মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর কী কী উপাদান কত মাত্রায় আছে; হাপাতে চাষ করা চিংড়ি ও বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে চাষ করা চিংড়ির মধ্যে কোনটিতে আমিষ বেশি; বিভিন্ন সামুদ্রিক প্রাণীতে ডায়াবেটিস ও হাইপার টেনশন কমানোর মতো কোনো উপাদান আছে কি না ইত্যাদি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন তাঁরা।

মিউজিয়ামে আছে ৪০০ প্রজাতির মাছ

ফিশারিজ অ্যান্ড মেরিন বায়োসায়েন্স বিভাগের মৎস্য মিউজিয়ামে গিয়ে দেখা গেল, বড় একটা ঘরে সারি সারি কাচের পাত্র। সেগুলোয় রাসায়নিকের মাধ্যমে বা শুকিয়ে বিভিন্ন প্রজাতির দেশি ও সামুদ্রিক মাছ সংরক্ষণ করা আছে। তিনটি পাত্রে তিন ধরনের সাপও চোখে পড়ল। এ ছাড়া ছোট ছোট কাচের কাঠামোর মধ্যে রুই, কাতলা ও সিলভার কার্পের মতো বড় কয়েকটি মাছের কঙ্কাল রাখা আছে। এই মিউজিয়ামে ১৫০ প্রজাতির দেশি ও ২৫০ প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ সংরক্ষণ করা রয়েছে।

মিউজিয়ামের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জীববিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনুষদের ডিন অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম বলেন, 'সাধারণত বাজারে ৩০ থেকে ৪০ প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের দেশে আছে সমৃদ্ধ এক মৎস্যভান্ডার। ২০১৪-১৫ সালের দিকে এসব মাছ আমরা বোতলে করে সংরক্ষণ শুরু করি। এসব মাছ তখন ল্যাবেই রাখা হতো। পরে ২০১৯-২০ সালের দিকে সুন্দরবনের কাঁকড়া নিয়ে একটি প্রকল্পের কাজ শুরু করি। তখন সুন্দরবন থেকে বিভিন্ন প্রজাতির তিনটি সাপ ধরে সংরক্ষণ করা হয়। এ সময় অন্যান্য সামুদ্রিক মাছও সংরক্ষণ করা হয়। তখন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি কক্ষ বরাদ্দ দিয়ে মৎস্য মিউজিয়াম করার অনুমতি দেয়। এ পর্যন্ত বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অন্তত ৬০০ শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষ বিনা মূল্যে এই মিউজিয়াম পরিদর্শন করেছেন।'

ক্যাম্পাসের হ্যাচারিতে চাষিদের আস্থা

মাছের রেণুপোনা উৎপাদনের জন্য যবিপ্রবিতে বিশাল একটি হ্যাচারি আছে, গবেষণার পাশাপাশি প্রতিবছর এখানে বিভিন্ন মাছের ৫০০ থেকে ৬৫০ কেজি রেণু উৎপাদন করা হয়। মানসম্পন্ন এই রেণু ইতিমধ্যে চাষিদের আস্থা অর্জন করেছে।

হ্যাচারিতে গিয়ে দেখা গেল, হাউসে চিংড়ির রেণু রয়েছে। বায়োফ্লকে গলদা চিংড়ি চাষ বিষয়ে পিএইচডি গবেষণা করছেন কামরুল ইসলাম নামের এক শিক্ষার্থী। তিনিই অন্য শিক্ষার্থীদের তাঁর কাজ দেখাচ্ছিলেন।

হ্যাচারির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অধ্যাপক আনিসুর রহমান বলেন, 'গত বছর গবেষণার পাশাপাশি ৬৫০ কেজি রেণু উৎপাদন করেছি আমরা। অন্তত ৩০০ মৎস্যচাষি এই হ্যাচারি থেকে রেণু সংগ্রহ করেছেন। আমাদের উৎপাদিত রেণু দুই দিন বয়স থেকে বিক্রি শুরু হয়। যেখানে অন্য হ্যাচারিতে চার দিন বয়স থেকে বিক্রি শুরু হয়। প্রতিটা রেণু স্বাস্থ্যবান। আমাদের পানিতে আর্সেনিক ও আয়রনের মাত্রা কম হওয়ায় রেণুর গুণগত মান খুবই ভালো। এ জন্য একবার যে চাষি এখান থেকে রেণু নিচ্ছেন, তিনি বারবার আসছেন। চাহিদাও বাড়ছে। কিন্তু আমাদের উৎপাদন কম বলে চাহিদা মেটানো সম্ভব হচ্ছে না।'

আনিসুর রহমানের বক্তব্য, অন্তত ১০টি পুকুর থাকলে চাহিদা মেটানো যেত। এখন ক্যাম্পাসে পুকুর আছে মাত্র দুটি। তা ছাড়া এই হ্যাচারিকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এখনো স্বীকৃতি দেয়নি। তাই বাইরের লোক দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে হচ্ছে। এতে উৎপাদন খরচ ঠিকমতো উঠছে না।

উপাচার্য আবদুল মজিদ বলেন, 'গবেষণাকে আমরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি। আন্দোলনের কারণে যে সেশনজট হয়েছে, তা কাটিয়ে ওঠার জন্য নিয়মিত পাঠদান ও পরীক্ষা কার্যক্রমে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়া ক্যাম্পাসে সব ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড চলবে। সব কটি ক্লাব যেন সক্রিয় থাকে, সে উদ্যোগও নেওয়া হবে।'

নতুন হলের করিডরে জমেছে আড্ডা

ল্যাবে চলছে নানা কার্যক্রম

মাছ নিয়ে নানা রকম গবেষণা চলে যবিপ্রবিতে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা | ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪টি ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা শুরু হবে আগামী ২৫ জানুয়ারি

সবাইকে এক স্কেলে মাপার দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির নতুন উপাচার্য অধ্যাপক **আবদুল হান্নান চৌধুরী**। শিক্ষা নিয়ে তাঁর ভাবনার কথা শুনলেন **মো. সাইফুল্লাহ**

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির উপাচার্য আবদুল হান্নান চৌধুরী। ছবি : সুমন ইউসুফ

প্রসঙ্গ গণ-অভ্যুত্থান

দীর্ঘদিন ধরেই বঞ্চিত হয়ে আসছিল তরুণেরা। সেটিরই ফল হিসেবে রাষ্ট্রকাঠামোয় তারা পরিবর্তন চেয়েছে। এ আন্দোলন শুধু যে তরুণ বা শিক্ষার্থীদের ছিল, তা কিন্তু নয়। সমাজের সব স্তরে নানা বৈষম্যের কারণে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল। ফলে সব স্তরের মানুষকে সঙ্গে নিয়েই তারা এই পরিবর্তনে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে।

শিক্ষার্থীদের প্রতি বৈষম্যের ক্ষেত্রটা দীর্ঘদিন ধরে তৈরি হয়েছে। প্রথমত তাদের সুযোগের কমতি বা অভাব। শুধু যে চাকরি পাওয়ার সুযোগ, তা নয় কিন্তু। ন্যায্য অধিকার পাওয়ার সুযোগ। এ সময়ের শিক্ষার্থীদের চাহিদাটা আসলে কী, জাতি হিসেবে আমরা সেটা বুঝতে অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছি। তারা কিন্তু জানত, যাদের আমরা জেন-জি হিসেবে আখ্যায়িত করি। তারা তাদের চাহিদাটা বুঝত। রাষ্ট্র, সমাজ, দেশকে ঘিরেই তাদের ভাবনা। তাদের ভাবনা আর রাষ্ট্রের ভাবনার মধ্যে যে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল, সেই দূরত্বের কারণেই ক্ষোভের জায়গাটা অনেক বড় হয়ে গেছে। ফলে যে পরিবর্তনটা এল, এটা বাংলাদেশের ইতিহাসে অনেক বড় ঘটনা।

শিক্ষা খাতে ব্যর্থতার কারণ

আমাদের রাষ্ট্রকাঠামো শিক্ষাকে অনেকটা প্রশাসনিক বিধিনিষেধের মধ্যে রেখেছে। অথচ শিক্ষা বা উচ্চশিক্ষা তো আসলে মুক্ত হওয়া উচিত। আমার ব্যক্তিগত মত হলো, যে জাতি মনে করে প্রত্যেক বাচ্চাকে একই পাইপলাইনের মধ্য দিয়ে একইভাবে বড় করবে, সেই জাতি দিন দিন পিছিয়ে পড়বে। সব শিশু কিন্তু একই পরিবেশে জন্ম নেয় না, একই পরিবেশে বড় হয় না, একই ধরনের সুযোগও পায় না। সবাইকে তো আপনি একই পাইপলাইনের ভেতর দিয়ে নিতে পারবেন না। কিন্তু জীবনে চলার পথে তারা যদি এগিয়ে যায় নিজেদের মতো করে, তাহলে একটা জায়গায় গিয়ে তারা একত্র হতে পারে।

মাদ্রাসা শিক্ষা, বাংলা মাধ্যম, ইংরেজি মাধ্যম—সবাইকে আমরা একটা পাইপলাইনের মধ্যে আনতে চাই। সেই পাইপলাইন তৈরি করার জন্য আমরা একটা নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম তৈরি করতে চেষ্টা করি। এখানেই কিন্তু আমাদের ব্যর্থতা। এক প্রশ্ন দিয়ে তো আপনি সবার মেধা যাচাই করতে পারবেন না। একজন শিক্ষার্থী গ্রাম থেকে আসতে পারে, শহর থেকে আসতে পারে। সে ধনীর সন্তান হতে পারে, গরিবের সন্তান হতে পারে। কিন্তু সে উঠে আসতে পারে নানাভাবে। সমাজটা তো এমনই হওয়া উচিত, যেন কেউ বঞ্চিত না হয়। কিন্তু আমরা সবাইকে এক স্কেলে মাপতে চাই। এই দৃষ্টিভঙ্গিটা বদলাতে হবে।

রেজাল্টই শেষ কথা নয়

পৃথিবীর অনেক দেশে দশম বা দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত কোনো বোর্ডের পরীক্ষা নেই। স্কুলেই পরীক্ষা হয়। আমরা কি সেদিকে যেতে পেরেছি? পারিনি। অনেক বছর লাগবে সেদিকে যেতে। কারণ, আমরা সে রকম নৈতিক জায়গায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে নিতে পারিনি। কেন পারিনি? কারণ, প্রত্যেক মানুষকে আমরা রেজাল্টনির্ভর করে ফেলেছি। বিশ্বের অনেক দেশে ১২তম ক্লাস পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা তাদের রেজাল্ট জানতেও পারে না। অথচ সে কিন্তু নিয়মিত ক্লাস করছে, পরীক্ষা দিচ্ছে। ভালো বা খারাপ কী করছে, সে জানে। এই যে সবাই মিলে জানা—কে ফার্স্ট, কে সেকেন্ড, এমনটা ওসব দেশে হয় না। শিক্ষক শিক্ষার্থীকে ব্যক্তিগতভাবে জানিয়ে দেন, কোথায় তার উন্নতি দরকার, কোথায় ঘাটতি আছে। পৃথিবীর আর কোনো সভ্য দেশে আপনি দেখেছেন, ফলাফল প্রকাশের দিন শিক্ষক-শিক্ষার্থী, অভিভাবকেরা মিলে মাঠে নেমে আনন্দ করছে, ঢোল পেটাচ্ছে, সাংবাদিকেরা ছবি তুলছে? এই এক অদ্ভুত সংস্কৃতি আমরা তৈরি করেছি। খুবই নেতিবাচক একটা সংস্কৃতি। কারণ, সেই একই দিনে খারাপ রেজাল্টের কারণে যে শিক্ষার্থী নিভৃতে কাঁদে, তার দিকে কারও দৃষ্টি যায় না। জীবনের শুরুতেই খুবই সাধারণ একটা পরীক্ষায় খারাপ করার জন্য আপনি তার মনোবল ভেঙে দিলেন। অথচ জীবনে চলার পথে একটা সময় এই রেজাল্টের কোনো মূল্য থাকবে না।

আপনি দেখবেন, কোচিং সেন্টারের সামনে বা পরীক্ষার হলের সামনে শিক্ষার্থীর চেয়ে অভিভাবকের সংখ্যা বেশি। কারণ, আমাদের চিন্তাভাবনার সব ফোকাস ওই একটা জায়গায়—রেজাল্ট। অথচ পৃথিবীর যেসব দেশ রেজাল্ট নিয়ে মাতামাতি করে না, তারাই সবচেয়ে বেশি গবেষণা করে, সবচেয়ে বেশি বিজ্ঞানী তৈরি করে, সবচেয়ে বেশি যুগান্তকারী আবিষ্কার করে।

নর্থ সাউথকে যেখানে দেখতে চাই

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে আমরা সব সময় উদ্ভাবন, সৃজনশীলতাকে উৎসাহ দিই। উপাচার্য হিসেবে আমার চেষ্টা থাকবে—আরও বেশি আন্তর্জাতিকীকরণ, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিকে আরও বৈশ্বিক জায়গায় নিয়ে যাওয়া। সেই লক্ষ্য পূরণ করতে হলে আরও বেশি আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী দরকার। এখন নর্থ সাউথে প্রায় ১৯টি দেশের শিক্ষার্থী আছে। ১৬-১৭টি দেশের শিক্ষক আছেন। সংখ্যাটা বাড়াতে হবে। আরও বৈচিত্র্যপূর্ণ শিক্ষক-শিক্ষার্থীর কমিউনিটি গড়তে চাই আমরা। যত ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি, ভিন্ন চিন্তাভাবনার শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের এক করতে পারব, জ্ঞানের বিকাশটা তত উন্মুক্ত হবে। যেমনটা বলছিলাম, বক্স থেকে বেরোতে হবে।

ভাবনার জগতে যে পরিবর্তন দরকার

আমাদের সব ক্ষেত্রে বাক্স। যেমন বিসিএস। একটা পরীক্ষায় ভালো করলে আপনি জীবনের সব ক্ষেত্রে সফল—এটা একটা ভীষণ ভুল ধারণা। একটা নির্দিষ্ট দিনে আপনি একটা নির্দিষ্ট পরীক্ষায় ভালো করেছেন—এর মানে তো এই নয় যে আপনিই সেরা। আমি পদ্ধতিটা বদলে ফেলার কথা বলছি না, বলছি মনস্তত্ত্বের কথা। আমি মেডিকেলে সুযোগ পেলেই সেরা ডাক্তার হব, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পেলেই সেরা প্রকৌশলী হব—তা নয় কিন্তু। তোমার আগ্রহ তোমাকে যেদিকে টানে, তুমি সেদিকে এগিয়ে যাও। এই আগ্রহই তোমাকে সফলতার দিকে নিয়ে যাবে। এই মানসিকতা তৈরি করতে হবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীই অনেকভাবে জীবনে এগোতে পারে। কিন্তু আমরা তাকে ব্র্যাকেটে আটকে ফেলি। ও তো অমুক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছে, ও তো অমুক বিষয়ে পড়েছে, অমুক জেলা থেকে এসেছে...ও বেশি দূর যেতে পারবে না। তা নয়। মানুষের উঠে আসাটা অনেকভাবে হয়, কিন্তু মানুষ যেতে পারে বহুদূর। এই বিশ্বাসটা যদি ছাত্ররা না পায়, সে এগোতে পারবে না।

(পুরো বক্তব্য পড়ুন প্রথম আলোর অনলাইনে)

অন্য রকম

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

২৪ ঘণ্টাই পাশে থাকবে 'অটোমামা'

নোমান মিয়া, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়

'যানে কোনো চালক নেই, তবে যাত্রী আছে। দিনে কিংবা রাতে ২৪ ঘণ্টাই নির্ধারিত গন্তব্যে যাত্রীকে পৌঁছে দেওয়া যাবে। পাহাড় কিংবা সমতলের খানাখন্দ সড়ক, কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।'—এসব বিষয় মাথায় রেখেই তৈরি করা হয়েছে 'অটোমামা'। স্বয়ংক্রিয় এই প্রোটোটাইপটি (প্রাথমিক নমুনা) তৈরি করেছেন সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) একদল শিক্ষার্থী। প্রাক্তন ও বর্তমান ১৬ জন শিক্ষার্থীর এ দলের নাম 'সিনাবটিকস'।

প্রকল্পটির তত্ত্বাবধান করেছেন শাবিপ্রবির কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক মো. শহিদুর রহমান ও সহকারী অধ্যাপক হোসনে আরা। শিক্ষার্থীদের দলটির সঙ্গে কথা হয় ১৮ অক্টোবর। দলের কারিগরি সদস্য মির্জা নিহাল বলেন, 'দেশের ৯টি স্থানের যানবাহনের ধরন ও সড়কের ধরন (পাহাড়ি ও সমতল) বিবেচনায় নিয়ে আমরা প্রথমেই একটি ডেটাসেট তৈরি করি। এর মাধ্যমে সড়কে চলাচলের সময় সামনে কী কী যানবাহন রয়েছে, তা শনাক্ত (ডিটেক্ট) করতে পারে অটোমামা। সড়কে এটি ১২ ক্যাটাগরির যানকে শনাক্ত করতে পারে। এ ছাড়া যানটি সড়ক বিভাজক, গাছপালা, সড়কে বিছানো খড়, প্রাণীসহ আরও ২২ ধরনের বস্তু শনাক্ত করতে পারে।'

জরুরি সেবায় নিয়োজিত যানগুলোকে অটোমামা আগে যাওয়ার সুযোগ করে দেবে, এ ছাড়া এটি ট্রাফিক সাইন ও রোড সাইন মেনে চলতেও সক্ষম—জানালেন নিহাল। দলের আরেক সদস্য আদ-দ্বীন মাহবুব বলেন, 'বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের ট্রাফিক ব্যবস্থা অপরিকল্পিত। নাগরিকেরাও যথাযথভাবে ট্রাফিক নিয়ম মানে না। তাই অটোমামার ডেটাসেটটি ওই রকমভাবেই তৈরি করা হয়েছে, যেন যানটি তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে।'

দলের আরেক সদস্য নাইনাইউ রাখাইন বলেন, 'অটোমামাতে আমরা প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ফিচার যুক্ত করছি। ইতিমধ্যে "লেভেল-২"-এর কাজ শেষ হয়েছে। বর্তমানে এটি একমুখী সড়কে (ওয়ান ওয়ে) চলতে সক্ষম। পরবর্তী ধাপে লেভেল-৩-এর কাজ শুরু করব। ধীরে ধীরে লেভেলের ফিচারগুলো দৃশ্যমান হবে।'

নাইনাইউ রাখাইন মনে করেন, বিমানবন্দর, কারখানা, সমুদ্রবন্দর বা ক্যাম্পাসগুলোতে প্রাথমিকভাবে এই যান ব্যবহার করা সম্ভব। তবে অটোমামার কারিগরি দিক নিয়ে কিছু সমস্যার কথাও তুলে ধরলেন দলের সদস্য ইমতিয়াজ আহমেদ। তিনি বলেন, 'আমরা নির্ধারিত কোনো ওয়ার্কশপ বা গবেষণাগার পাইনি। আইআইসিটি ভবনের নিচতলার একটি করিডরে কাজ করতে হচ্ছে। পর্যাপ্ত জায়গা না থাকায় বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি। এ ছাড়া তহবিল না থাকায় কাজের অগ্রগতিও হচ্ছে না।'

দলটির তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক শহিদুর রহমান বলেন, 'তহবিলের ব্যবস্থা হলে শিক্ষার্থীরা আরও এগিয়ে যাবে। পুরোপুরি বাস্তবায়িত হলে দেশের জন্য এটি মাইলফলক হয়ে থাকবে।'

শিক্ষার্থীদের তৈরি এই 'অটোমামা' চলতে পারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে। ছবি: সংগৃহীত

অনুপ্রেরণা

'ইউটিউব ভিডিও বানিয়ে তুমি জীবিকা নির্বাহ করো!'

জ্যাক কিং একজন মার্কিন ইউটিউবার। তাঁকে ডিজিটাল মাধ্যমের জাদুশিল্পীও বলতে পারেন। মূলত ভিডিও ধারণ ও সম্পাদনার সময়ই এই জাদুটা তিনি দেখান। ইউটিউব, টিকটকসহ একাধিক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জ্যাক তুমুল জনপ্রিয়। যুক্তরাষ্ট্রের বায়োলা ইউনিভার্সিটির এই স্নাতক নিজ বিশ্ববিদ্যালয়েই সমাবর্তন বক্তা হিসেবে হাজির হয়েছিলেন এ বছর। পড়ুন তাঁর বক্তৃতার নির্বাচিত অংশ।

প্রিয় স্নাতকেরা, তোমাদের মতো মেধাবী আমি নই। তবে হ্যাঁ, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখায় এতই গভীর মনোযোগ দিয়েছিলাম যে চার বছরের শিক্ষাজীবন শেষ করতে পাঁচ বছর লেগেছিল। এক দশকেরও আগে আমার স্নাতক শেষ হয়েছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে আজ মনে হচ্ছে, আমি আমার বাড়ি ফিরেছি।

আমি খুব বেশি কিছু বলতে যাব না। শুধু তিনটি ধাপের কথা বলব। এই তিনটি ধাপ পেরোতে পারলেই দাপটের সঙ্গে তুমি পৃথিবী চড়ে বেড়াতে পারবে।

প্রথম ধাপ : প্রত্যাখ্যানের জন্য তৈরি থাকো

বায়োলা ক্যাম্পাসে প্রথমবার আসার স্মৃতিটা তোমাদের কার কার মনে আছে? আমার কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে। ওই যে লাইব্রেরিটা দেখছ, ওটার সামনে দাঁড়িয়েই ঠিক করেছিলাম, আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়ব। কী আমাকে টেনেছিল? না, চলচ্চিত্র বিভাগের কেবিনেট ঠাসা শুটিংয়ের অত্যাধুনিক সব যন্ত্রপাতি নয়। এই ক্যাম্পাসে মেয়ে ও ছেলের অনুপাত ৩ : ১, সেটাও নয়। আমি বায়োলাতে এসেছিলাম; কারণ, এখানে স্কুটার চালিয়ে ক্লাসে যাওয়া যায়। এখন আর এসবের কোনো গুরুত্ব নেই। কিন্তু আমার সময়ে এটা বেশ একটা 'কুল' ব্যাপার ছিল।

স্কুটার চালিয়ে ফিল্ম স্কুলে যাওয়ার স্বপ্নটা আমার শুরুতেই মুখ থুবড়ে পড়ল। কারণ, আমি ফিল্ম স্কুলে সুযোগ পাইনি। পেছনে তাকিয়ে এখন মনে হয়, ভবিষ্যতের জন্য তৈরি করতেই আমাকে এই প্রত্যাখ্যানের মুখোমুখি করেছিলেন সৃষ্টিকর্তা। কিন্তু সেই সময়ে এটা ছিল ভীষণ কষ্টদায়ক।

ফিল্ম স্কুল আমাকে যদি প্রত্যাখ্যান না করত, নতুন একটা ওয়েবসাইটের সঙ্গে হয়তো পরিচিতই হতাম না। যে ওয়েবসাইটের নাম 'ইউটিউব ডটকম'।

আজকের দিনে কথাটা শুনতে হয়তো খারাপ লাগবে। কিন্তু এটা সত্যি যে তুমি যা হতে চাও, সেটা হওয়ার জন্য কিন্তু ডিগ্রির প্রয়োজন হয় না। সামনের দিনগুলোতে তুমি বহু প্রত্যাখ্যানের মুখোমুখি হবে। আমিও হয়েছি।

সে যাকগে। ধরে নিচ্ছি তোমরা এখন প্রত্যাখ্যানের জন্য তৈরি। এবার তাহলে দ্বিতীয় ধাপে যাই।

দ্বিতীয় ধাপ : ঝুঁকি নাও

জুয়া খেল। ক্যাসিনোতে গিয়ে নয়, বাজি ধরো নিজের ওপর। অর্থাৎ ঝুঁকি নাও।

মিথ্যা বলব না। যেদিন তোমাদের মতো, আমিও সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বসেছিলাম, মা-বাবা-স্বজনদের হাসিমুখে বলছিলাম, 'খুব ভালো লাগছে। জীবনের নতুন অধ্যায় নিয়ে আমি খুবই রোমাঞ্চিত।' কিন্তু সত্যি বলতে আমার কোনো পরিকল্পনাই ছিল না। যে পেশার দিকে যাচ্ছিলাম, সেটার ব্যাপারেও খুব একটা আত্মবিশ্বাসী ছিলাম না। কারণ, ইউটিউব তখনো পেশাক্ষেত্র হয়ে ওঠেনি।

আমার বন্ধুরা যখন চলচ্চিত্রের দুনিয়ায় পা রাখতে প্রস্তুত, আমি তখনো গ্যারেজে বিড়ালের ভিডিও বানাতে ব্যস্ত। ইউটিউব থেকে যে টাকা পেতাম, তা দিয়ে বাড়ি ভাড়া দেওয়া কিংবা আরও ১০ জনের বেতন দেওয়া তো দূর, দুপুরের খাবারে ২ দশমিক ৯৯ ডলারে অ্যালবার্টনের স্পেশাল চিকেন বেছে নেওয়াটাও কঠিন হয়ে যেত।

একটা মেয়েকে খুব ভালোবাসতাম। ওর বাবা জানতে চাইলেন, 'তুমি তাহলে ইউটিউব ভিডিও বানিয়ে জীবিকা নির্বাহ কর!' প্রশ্নটা আমার জন্য খুবই বিব্রতকর ছিল। তাঁর কণ্ঠে শ্লেষ মেশানো অবিশ্বাস ছিল। সেই লোক আজ আমার শ্বশুর।

> **গ্র্যাজুয়েশনের এক বছর পরও ইউটিউবার ক্যারিয়ার নিয়ে ঠিক ভরসা পাচ্ছিলাম না। এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবেই একটা চাকরির ডাক এল।**

গ্র্যাজুয়েশনের এক বছর পরও ইউটিউবার ক্যারিয়ার নিয়ে ঠিক ভরসা পাচ্ছিলাম না। এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবেই একটা চাকরির ডাক এল। ডিসকভারি চ্যানেলের ভিডিও প্রযোজক হতে হবে, ওয়াশিংটন ডিসিতে স্থায়ী চাকরি, ৬ অঙ্কের বেতন...সবই বেশ লোভনীয়। আমি তখন মোটামুটি শতভাগ নিশ্চিত—এটাই আমার পথ। কয়েকটা ইন্টারভিউ পেরিয়ে যখন শেষ ইন্টারভিউতে পৌঁছলাম, কথাবার্তার শেষ পর্যায়ে টেবিলের ওপাশের মানুষটা সেই চিরাচরিত, সহজ প্রশ্নটাই করলেন—

'আমার কাছে তোমার কোনো জিজ্ঞাস্য আছে?'

আমার বলা উচিত ছিল, 'নাহ! তোমার প্রস্তাবটা তো দারুণ। বেতনও বেশ ভালো। আমি রাজি।'

কিন্তু কেন যেন দোনোমনা শুরু করলাম। বললাম, 'আমি তো আসলে ইউটিউবে ভিডিও বানাই, চাকরিটা আমার জন্য কি না, আমি ঠিক নিশ্চিত নই ...'

তিনি যা বললেন, শুনে খুব অবাক হলাম, 'বাহ, এটা তো দারুণ। তোমার তো নিজের ওপরই ঝুঁকিটা নেওয়া উচিত।' কে জানে, তিনি হয়তো আমাকে নিতে চাননি। কিন্তু দিন শেষে চাকরির প্রস্তাবটা আমি ফিরিয়েই দিলাম। খুব শান্তি লাগল!

এই ইন্টারভিউয়ের এক সপ্তাহ পরই এমন একটা ভিডিও আপলোড করি, যা আমার জীবন বদলে দেয়। কদিন পর আবিষ্কার করলাম, ভক্তদের সঙ্গে সেলফি তুলছি আর মন ভরে অ্যালবার্টনের স্পেশাল চিকেন খাচ্ছি!

তোমার পরিবার তোমাকে নিয়ে কী ভাবে, বন্ধুরা কী ভাবে, সেসবের ওপর নয়; তুমি নিজেকে কোথায় দেখতে চাও, তার ওপরই বাজিটা ধরো।

তৃতীয় ধাপটা তুলনামূলক সহজ। প্রথম আর দ্বিতীয় ধাপের মধ্য দিয়ে বারবার যাও; একসময় দেখবে, পৃথিবী তোমার। কিন্তু আমি তোমাদের কাছে আজ শুধু একটা প্রতিজ্ঞাই চাই। কথা দাও, যে সাফল্যের জন্য তুমি পা বাড়াচ্ছ, একদিন সেই সাফল্য যদি পেয়েও যাও, তখনো বিনীত আর সহানুভূতিশীল থাকবে।

অনুবাদ : **মো. সাইফুল্লাহ**

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে জ্যাক কিং। ছবি : বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে

উদ্যোগ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

মায়ের শেষ সম্বল ৫০ হাজার টাকায় ছেলের উদ্যোগ

তানভীর রহমান

চাকরি আবদুল বাকীকে কখনোই টানেনি। অভাবের সংসারে পরিবারের হাল ধরতে কখনো ফ্রিল্যান্সিং, কখনোবা টিউশনি করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের এই শিক্ষার্থী। তাতেও মনের খেদ মিটছিল না। সব সময় উদ্যোগী হয়ে কিছু একটা করতে, উদ্যোক্তা হতে চেয়েছেন তিনি। গত ২১ সেপ্টেম্বর সেই স্বপ্নই পূরণ হয়েছে। তিন বন্ধু ও এক অনুজকে নিয়ে দিয়েছেন 'আহার মেলা'। খাবারের এই দোকানে তাঁর সহযোগীরা হলেন রাজশাহী কলেজের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শাহাদাত হোসেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের আল-মুত্তাকিন, আরবি বিভাগের আমির হামজা ও ফারসি বিভাগের সামিউল ইসলাম।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসমাইল হোসেন সিরাজী একাডেমিক ভবনের উল্টো দিকে গেলেই চোখে পড়বে এই দোকান। আহার মেলায় ভাত, খিচুড়ি, ভর্তা, ডাল, মাছ, মাংস, সবজি ও ডিমের তরকারি পাওয়া যায়। এ ছাড়া ৬০ ও ৭০ টাকার দুটি প্যাকেজ আছে। সাপ্তাহিক ছুটির দিন (শুক্র ও শনিবার) ছাড়া প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত দোকান খোলা থাকে। আবদুল বাকী বলেন, 'যেহেতু ক্লাস-পরীক্ষার সময়ে দোকানটি চালু থাকে, আমাদের অনেকেরও ওই সময় ক্লাস থাকে। যার যেদিন ক্লাস-পরীক্ষা থাকে, সে সেদিন থাকে না। যদি সবারই একসঙ্গে ক্লাস-পরীক্ষা থাকে, সেদিন দোকান বন্ধ রাখতে হয়।'

পারিবারিকভাবে সচ্ছল ছিলেন না বাকী। কলেজজীবন থেকে এ কাজ-ও কাজ করেছেন। দুই বছর আগে বাবা মারা গেলে আর্থিক দৈন্য আরও বেশি জেঁকে বসে। মূলত সে সময়ই ব্যবসার কথা ভাবতে থাকেন। মাকে পরিকল্পনার কথা শোনান। মা রাজি হন, নিজের শেষ সম্বল ৫০ হাজার টাকা তুলে দেন ছেলের হাতে। এই মূলধনের ওপরই দাঁড়িয়ে আছে আহার মেলা। আপাতত ব্যবসা গোছানোর দিকে মনোযোগ দিচ্ছেন এই উদ্যোক্তা। ভবিষ্যতে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় আহার মেলার শাখা চালু করতে চান।

আহার মেলায় মেলে ভাত-ডালসহ নানা খাবার। ছবি : সংগৃহীত

স্বাস্থ্য খাতে চক্ষুসেবা নিশ্চিতকরণ : সমস্যা ও উত্তরণের উপায়

বিশ্ব দৃষ্টি দিবস উপলক্ষে সাইটসেভার্স বাংলাদেশ ও প্রথম আলোর আয়োজনে 'স্বাস্থ্য খাতে চক্ষুসেবা নিশ্চিতকরণ : সমস্যা ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ৯ অক্টোবর ২০২৪। আলোচকদের বক্তব্যের সারকথা এই ক্রোড়পত্রে ছাপা হলো।

'স্বাস্থ্য খাতে চক্ষুসেবা নিশ্চিতকরণ : সমস্যা ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণকারীরা। ৯ অক্টোবর ২০২৪ ঢাকার প্রথম আলো কার্যালয়ে। ছবি : প্রথম আলো

অধ্যাপক ডা. এ এইচ এম এনায়েত হোসেন
চেয়ার, আইএপিবি, বাংলাদেশ চ্যাপ্টার, এবং সভাপতি, ওএসবি

২০০০ সালে ১০ হাজার জন শিশুর মধ্যে ৮ জনের অন্ধত্ব ছিল। ২০১৮ সালের জরিপে শিশুদের এই অন্ধত্বের হার ১০ হাজার জনের মধ্যে ৬ জনে নেমে আসে। এই সময়ের মধ্যে আমরা প্রায় ৭০ শতাংশ অন্ধত্ব কমিয়ে এনেছি। ২০২০ সালের ভিশন ২০২০ লক্ষ্যমাত্রা শেষ হওয়ার পরে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা আসে। প্রথম দিকে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে চক্ষুসেবার বিষয়টি ছিল না। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার উদ্যোগে ইউএন চক্ষুসেবার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে কাউকে পেছনে না রেখে এগিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবাগ্রহীতাদের ক্ষেত্রে আমাদের সাম্যের অভাব রয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের দিক থেকে নারী ও শিশুর সংখ্যা কম। এখানে আমরা লিঙ্গসমতা নিশ্চিত করতে পারিনি। সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে গ্রামীণ ও শহরের জনগণের মধ্যে একটা ফারাক রয়েছে। প্রান্তিক জনগণের সেবা গ্রহণের পরিমাণ কম। এসব ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসেবায় এখনো প্রবেশগম্যতার অভাব রয়েছে। আমরা সব সময় গবেষণাভিত্তিক কাজ করি। ফ্রেড হলোস ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ বিষয়ে গবেষণা করছে।

২০৩০ সালের মধ্যে চক্ষুসেবা নিশ্চিত করা ও কাউকে পেছনে না রেখে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের করণীয় ঠিক করতে হবে। এ জন্য আমাদের জাতীয় চক্ষুসেবা পরিকল্পনা থাকতে হবে। আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থাগুলো এগিয়ে এলে এ নিয়ে আমরা কাজ করতে পারব। আমাদের কাজ হলো সরকারকে পরামর্শ দেওয়া। অন্ধত্ব কেবল স্বাস্থ্যগত সমস্যা নয়, এটি এখন উন্নয়নগত সমস্যাও। ল্যানসেট-এর নিবন্ধে এসেছে, চা-বাগানের শ্রমিকদের চশমা দেওয়ায় তাঁদের উৎপাদনক্ষমতা অনেক বেড়েছে। অন্ধত্ব দূর হলে মানসিক উৎকর্ষ, শিক্ষা ও উৎপাদনক্ষমতা বাড়বে। সে জন্য চক্ষুসেবাকে উন্নয়ন ধারণার সঙ্গে সম্পৃক্ত করার পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন। অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা স্বাস্থ্যসেবাকে প্রভাবিত করে। স্বাস্থ্যগত সমস্যার বাইরের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমাধান করা না গেলে চক্ষুসেবা মূল ধারায় নিয়ে আসা যাবে না। বহু খাতভিত্তিক সমন্বয় বিষয়টি আলোচনায় এসেছে। স্বাস্থ্য খাতের বাইরেও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আমরা সমন্বয় করব।

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে এনজিওগুলোর বিশেষ অবদান রয়েছে। টিকাদানের মতো সব কর্মসূচিতে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সমন্বিত অবদান ছিল। আমরা সরকারি-বেসরকারি সমন্বয় আরও বাড়াব ও শক্তিশালী করব। সাইটসেভার্স, ফ্রেড হলোস ফাউন্ডেশন ও অরবিস সিলেটের চা-বাগানের ১০ হাজার প্রান্তিক মানুষকে বিনা মূল্যে চশমা দিয়েছে। ফ্রেড হলোস ফাউন্ডেশন সিলেট বিভাগে এখনো বিনা মূল্যে অনেককে চশমা দিচ্ছে। স্বাস্থ্যসেবায় প্রবেশগম্যতার ক্ষেত্রে কুসংস্কার ও ট্যাবু রয়েছে। অনেকের আর্থিক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও এসব কুসংস্কারের কারণে স্বাস্থ্যসেবা খাতে আসছেন না। অন্তর্ভুক্তিমূলক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরকারের নেতৃত্ব প্রয়োজন রয়েছে। সবাই মিলে একসঙ্গে কাজ করলে ২০৩০ সালের মধ্যে কাউকে পেছনে না রেখে আমরা এগিয়ে যেতে পারব।

অধ্যাপক ডা. আবদুল কাদের
একাডেমিক কমিটির চেয়ারম্যান, জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট

জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের প্রথম অংশ হলো ইনস্টিটিউট। ইনস্টিটিউটের কাজ হলো ডাক্তার তৈরি করা। এর উপজাত হলো হাসপাতাল। কিন্তু হাসপাতাল ইনস্টিটিউটের চেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়ে যাচ্ছে। আমরা এফসিপিএস, এমএস ও ডিপ্লোমা ডাক্তার তৈরি করি। প্রতিবছর আমরা ২৫ থেকে ৩০ জন ডাক্তার তৈরি করি। ডাক্তার তৈরি করা আমাদের প্রাথমিক কাজ। একাডেমিক ইনস্টিটিউট হলেও এখানে একাডেমিক বরাদ্দের ঘাটতি রয়েছে। বেশির ভাগ বরাদ্দ আসে হাসপাতালে। এটি উদ্বেগের বিষয়। জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট থেকে সারা দেশে চক্ষু স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়।

আমরা আন্তর্জাতিক এনজিও (আইএনজিও) ফোরামের সহায়তা নিয়ে থাকি। তারা অবকাঠামো, লজিস্টিক ও প্রশিক্ষণে সহায়তা দিয়ে থাকে। এ জায়গাটা আরেকটু শক্তিশালী করা প্রয়োজন। এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলো ছানি ও অন্ধত্ব দূরীকরণ নিয়ে কাজ করে। আর আমরা চোখের সব সমস্যা নিয়েই কাজ করি। দেশে সিনিয়র কনসালট্যান্ট ৫৯টি পদের বিপরীতে মাত্র ১৫ জন রয়েছেন। ৩৩৪ জন জুনিয়র কনসালট্যান্ট পদের বিপরীতে মাত্র ২৬ জন কর্মরত। এই মানবসম্পদ ঘাটতি সত্ত্বেও আমরা সেবা প্রদান করছি। মানবসম্পদের ঘাটতি পূরণ করা প্রয়োজন।

২০১৯ সালে বেসরকারি চক্ষু ক্লিনিক নীতিমালা তৈরি করে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে জমা দেওয়া হয়েছে। এটি এখনো চূড়ান্ত হয়নি। জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটে কোনো টেকনিশিয়ান নেই। টেকনিশিয়ানের কাজগুলো নার্সদের করতে হচ্ছে। ২০২০ সালের মধ্যে আমাদের ১ হাজার ৫০০ ডাক্তার তৈরির লক্ষ্যমাত্রা ছিল। ২০২৪ সালের মধ্যে আমরা ১ হাজার ৬০০ ডাক্তার তৈরি করেছি। এটি একটি আশার কথা। এনজিওগুলোর সঙ্গে আমাদের সমন্বয় বাড়াতে হবে, যা একটি চলমান প্রক্রিয়া। আই (চক্ষু) ব্যাংকিংয়ের জন্য সাইট লাইফের সঙ্গে কর্মশালা করেছি। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সঙ্গে বসেছি, যেন তারা এর পক্ষে মত দেয়।

প্রথমে রাজি হলেও শেষ পর্যন্ত তারা এর বিরুদ্ধাচরণ করে। ইরান প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি কর্নিয়া সংগ্রহ করে। সন্ধানী একসময় বছরে ২৫০ থেকে ৩০০ কর্নিয়া সংগ্রহ করতে পারত। এখন তা ২০ থেকে ২৫-এ নেমে এসেছে।

পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের দুই ঘণ্টার বেশি ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করতে দেওয়া যাবে না। ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করতেই হলে প্রতি দুই ঘণ্টা পর ১৫ মিনিটের বিরতি নিতে হবে। এ ছাড়া ঘন ঘন চোখের পাতা বন্ধ করতে হবে।

মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম
এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, ক্লিয়ার ভিশন কালেক্টিভ (সিভিসি)

আমি চক্ষু স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে ৩৫ বছর ধরে কাজ করছি। সাইটসেভার্সের উদ্যোগে ও সহায়তায় ২০০০ সালে দেশে প্রথম অন্ধত্ব-বিষয়ক জরিপ হয়। এ জরিপে দেশে অন্ধত্বের সংখ্যা ছিল ১ দশমিক ৫৩ শতাংশ। ২০২০ সালের জাতীয় অন্ধত্ব-বিষয়ক জরিপে তা কমে ১ শতাংশে আসে। এখানে এনজিওগুলোর বিশেষ অবদান রয়েছে। সাইটসেভার্স ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করে। সাইটসেভার্স ১৯৭৩ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত 'রুরাল আই ক্যাম্প'-এ অর্থায়ন করেছে। ১৯৯১ সালের পর রুরাল আই ক্যাম্পের পরিবর্তে হাসপাতালভিত্তিক সার্জারির প্রতি জোর দেওয়া শুরু করে। ফলে সার্জারির মান বাড়ে ও সংক্রমণের ঝুঁকি হ্রাস পায়। চক্ষুসেবায় দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী তৈরিতেও সাইটসেভার্স অবদান রেখেছে।

চক্ষুসেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর ক্ষেত্রে এনজিওগুলোর অবদানই বেশি। সাইটসেভার্স ৫টি জেলায় মডিউলার আই কেয়ার কর্মসূচি নিয়েছিল। যেখানে একটি কেন্দ্রীয় হাসপাতালের চারদিকে চারটি প্রাথমিক কেন্দ্র থাকত। রাতকানা রোগ কমাতে হেলেন কেলার ইন্টারন্যাশনাল ভিটামিন এ ক্যাপসুল নিয়ে কাজ করেছিল। বর্তমানে দেশে রাতকানা রোগীর সংখ্যা অনেক কমে এসেছে।

সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সাইটসেভার্স অনেকগুলো অদ্বিতীয় কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। এর মধ্যে ভ্রাম্যমাণ অপারেশন থিয়েটার অন্যতম। এ কর্মসূচির মাধ্যমে চক্ষুসেবার আওতার বাইরের অঞ্চলেও সেবা প্রদান সম্ভব হয়েছে। গ্রামীণ, প্রান্তিক মানুষেরাও সেবার আওতায় আসে। সরকারের সঙ্গে সমন্বিতভাবে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। ব্র্যাক, সাইটসেভার্স ও ন্যাশনাল আই কেয়ার মিলে সিলেট বিভাগে তিন বছরের একটি প্রকল্প নেয়। 'ভিশন বাংলাদেশ' নামে এ প্রকল্পে তিন বছরে ১ লাখ ১০ হাজার মানুষের ছানি অপারেশন করা হয়। এ প্রকল্প সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সমন্বিত উদ্যোগের একটি সফল উদাহরণ। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের মধ্যে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। যেমন কোনো জেলায় চক্ষুচিকিৎসক না থাকলেই এ-সংক্রান্ত সব কর্মসূচি মুখ থুবড়ে পড়ছে। এ ক্ষেত্রে দ্রুততার সঙ্গে সরকারের জাতীয় চক্ষুসেবা পরিকল্পনা অনুমোদন ও সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

অমৃতা রেজিনা রোজারিও
কান্ট্রি ডিরেক্টর, সাইটসেভার্স এবং কো-চেয়ার, আইএনজিও ফোরাম ইন আই হেলথ

সাইটসেভার্স ২০০০ সালে বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় পর্যায়ে অন্ধত্ববিষয়ক জরিপের উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং সরকারকে পরিপূর্ণভাবে সহায়তা করে। পরে ২০২০ সালে আরও একটি জরিপ হয়েছিল। জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের প্রথম জাতীয় চক্ষুসেবা-সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনায় সাইটসেভার্স অরবিসসহ বিভিন্ন এনজিও সরকারকে কারিগরি ও আর্থিকভাবে সহায়তা করেছিল। ২০১৪ সালের দ্বিতীয় কর্মপরিকল্পনা তৈরিতেও আমরা সহায়তা করি। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেটা অনুমোদন পায়নি। ছানি অপারেশনের আদর্শ প্রটোকল (স্ট্যান্ডার্ড ক্যাটারেক্ট সার্জিক্যাল প্রটোকল) প্রণয়নে সাইটসেভার্স সহায়তা করেছে, যা এখনো ব্যবহৃত হচ্ছে।

শিশুদের চক্ষুসেবা-সংক্রান্ত বিভিন্ন গাইডলাইন ও প্রটোকল তৈরিতেও সাইটসেভার্স বিশেষ অবদান রেখেছে। আমরাই প্রথম জেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোতে চক্ষুসেবা কাঠামো ও ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের কাজ করেছি। প্রথমে পরীক্ষামূলকভাবে একটি জেলায় কাঠামো শক্তিশালীকরণের কাজ করা হয়েছে, যেখানে চক্ষু অপারেশন থিয়েটার স্থাপন, এ-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সহায়তা ও প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা হয়েছে। পরে ১৬টি জেলায় আমরা এটিকে সম্প্রসারিত করেছি। সাইটসেভার্স বাংলাদেশে ৫০ বছর ধরে কাজ করছে। আমরা চক্ষুসেবা বিষয়ে সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালের সঙ্গে অংশীদারত্বের ভিত্তিতে কাজ করি। অংশীদারদের সেবাকাঠামো শক্তিশালীকরণে সাইটসেভার্স বিশেষ অবদান রেখে চলেছে এবং এসব হাসপাতাল ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন নির্দেশিকা তৈরিতে সহায়তা করে চলেছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে চক্ষুসেবায় অন্তর্ভুক্ত করতে সাইটসেভার্স বিশেষ প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। হাসপাতালগুলোকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ সবার জন্য প্রবেশগম্য করতে সাইটসেভার্স অবকাঠামোগত উন্নয়নে কাজ করেছে। প্রতিবন্ধী ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর যথাযথ সেবা নিশ্চিতকরণে এ-সংক্রান্ত সেবাদাতাদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে মানবসম্পদ তৈরিতেও সাইটসেভার্স কাজ করেছে এবং এটি চলমান রয়েছে। কৌশলগত দিক থেকে চক্ষুসেবাকে নন-কমিউনিকেবল ডিজিজ কন্ট্রোলের (এনসিডিসি) সঙ্গে সমন্বয় করা দরকার। সাইটসেভার্স এরই মধ্যে ইনক্লুসিভ আই হেলথ গাইডলাইন তৈরি করেছে। এটি এনসিডিসি দ্বারা অনুমোদিত হওয়া দরকার। সে জন্য আমরা কাজ করছি। এ ছাড়া আমরা জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের সঙ্গে সরাসরি কাজ করি। ন্যাশনাল আই কেয়ারের সঙ্গে আমাদের একটি সমঝোতা স্মারক হয়েছে। সে অনুযায়ী তৃণমূল পর্যায়ের রোগীদের সেবাকেন্দ্র থেকে সেবা গ্রহণে সাইটসেভার্স যাতায়াত সুবিধা প্রদান করবে। হাসপাতাল অংশীদারদের মাধ্যমে স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের আই টেস্ট করা হচ্ছে। সাইটসেভার্স চক্ষুসেবা কাঠামো শক্তিশালীকরণে কাজ করে চলেছে এবং সেটি নিশ্চিত হলেই সবার জন্য চক্ষুসেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। সাইটসেভার্স দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে চক্ষুসেবাকে বৃহৎ স্বাস্থ্যসেবা কাঠামোয় একীভূত করা প্রয়োজন।

ডা, মুনির আহমেদ
কান্ট্রি ডিরেক্টর, অরবিস ইন্টারন্যাশনাল এবং চেয়ার, আইএনজিও ফোরাম ইন আই হেলথ

এবারের চক্ষু দিবসের প্রতিপাদ্যে শিশুদের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে শিশুদের চক্ষুসেবা সহজ, সাশ্রয়ী ও প্রবেশগম্য হিসেবে গড়ে তোলার ক্যাম্পেইন নেওয়া হয়েছে। দৃষ্টির সমস্যা শিশুর শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতা অনেকটা রহিত করে। এ সমস্যা শিশুর একটি বাধা হিসেবে কাজ করে। ফলে শৈশবে শিশুদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও উন্নয়ন ঠিকভাবে হয় না। ফলে, এবারের দৃষ্টি দিবসের প্রতিপাদ্য অত্যন্ত যথাযথ। কারণ, শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। শিশুদের সমস্যার সমাধান করা গেলে আমরা অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যাব।

আমরা সীমিত আকারে শিশুদের চক্ষু সমস্যা শনাক্তকরণে কাজ করছি। কিন্তু আমরা স্কুলে বাধ্যতামূলকভাবে চক্ষু সমস্যা শনাক্তকরণ এখনো নিশ্চিত করতে পারিনি। আমরা অরবিসের সঙ্গে ১০টি জেলায় ৫ হাজার স্কুলের মাধ্যমে ১০ মিলিয়ন শিশুর চক্ষু সমস্যা শনাক্তকরণের লক্ষ্য ঠিক করি। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর কাছে যাওয়া হয়। তারা বিষয়টি সম্পর্কে খুব বেশি জানেন না। তাই জাতীয় পর্যায়ের নীতিনির্ধারকদের বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করতে হবে। এ জায়গায় কাজ করলে একটা ইতিবাচক ফল পাব। শিশুর শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বৃদ্ধির জন্য শিশুর চোখের স্বাস্থ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর চক্ষু স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হলে শিশুর চক্ষু স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন করতে হবে।

চক্ষুসেবা-সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও এনজিওগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের কথা আলোচনায় এসেছে। চক্ষুসেবা নিশ্চিত করার জন্য শুধু সমন্বয় যথেষ্ট নয়। এ জন্য জাতীয় পর্যায়ে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রয়োজন। জেলাভিত্তিক চক্ষুসেবা পরিকল্পনা না হলে কাউকে জবাবদিহির আওতায় আনা যাবে না। শিশুর চক্ষুস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আমরা ৬ থেকে ১৬ বছর পর্যন্ত শিশুদের বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি। কিন্তু পাঁচ ও পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে আমরা খুব বেশশ অবদান রাখতে পারিনি। এ জায়গায় আরও বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

চক্ষুসেবা খাতে কোন হাসপাতালগুলো যথাযথ সেবা দিতে পারছে এবং কোনগুলো পারছে না, তা চিহ্নিত করতে হবে। আমাদের ঘাটতিগুলো চিহ্নিত করতে হবে। এটা নিশ্চিত করা না গেলে শিশুদের চক্ষু স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা কঠিন হবে। আমাদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সমন্বিতভাবে বসে সরকারকে একটা দিকনির্দেশনা দেওয়া প্রয়োজন।

ডা. মো. মনজুরুল মুরশিদ
পরিচালক (স্বাস্থ্য), খুলনা বিভাগ

সরকারি পর্যায়ে চক্ষু চিকিৎসার ক্ষেত্রে কিছু সংকট রয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে চক্ষু চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় তেমন কোনো সরঞ্জাম নেই। নির্বাচিত কিছু উপজেলায় আমরা চক্ষু চিকিৎসা দিয়ে থাকি। সম্প্রতি কিছু কমিউনিটি ক্লিনিকে আমরা চক্ষু চিকিৎসাসেবা দেওয়া শুরু করেছি। কমিউনিটি ক্লিনিকে টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে চক্ষু চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়। প্রশিক্ষিত নার্সরা সেখান থেকে জেলা পর্যায়ে তথ্য-উপাত্তগুলো পাঠান। এ তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বিশেষজ্ঞরা চিকিৎসা প্রদান করেন, যা নার্সরা স্থানীয় রোগীকে দেন।

আমার কর্মরত খুলনা বিভাগের ১০টি জেলার মধ্যে ৬টি জেলায় চক্ষু চিকিৎসক নেই। কমিউনিটি আই সেন্টার থেকে রোগীদের রেফার করা হয়। ১০ জন রোগীকে রেফার করা হলে সেবাকেন্দ্রে মাত্র দু-তিনজনকে পাওয়া যায়। অন্যরা যাতায়াত অসুবিধা, দালালের খপ্পরে পড়া বা অন্য কোনো কারণে আসতে পারেন না। প্রান্তিক পর্যায় থেকে রেফার করা সব রোগী যেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যব্যবস্থায় আসে, সেটি নিশ্চিত করতে হবে।

চক্ষু চিকিৎসাসেবা-সংক্রান্ত অনেক দামি সরঞ্জাম উপজেলা পর্যায়ে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে অনেক সরঞ্জাম সেখানকার কর্মীরা ব্যবহার করতে পারেন না বা তাঁদের প্রয়োজন হয় না। এসব সরঞ্জাম এমন জায়গায় স্থাপন করা দরকার, যেন তা কাজে লাগে। উপজেলা পর্যায়ে কমিউনিটি আই সেন্টার স্থাপন অত্যন্ত প্রশংসনীয় উদ্যোগ। স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের কাছে তো আমরা পৌঁছাতে পেরেছি, কিন্তু এর চেয়ে কম বয়সী শিশুদের আমরা চক্ষু চিকিৎসাসেবার আওতায় আনতে পারছি না। এ বিষয়ে নজর দেওয়া প্রয়োজন।

মো. সাইদুল হক
নির্বাহী পরিচালক, ব্লাইন্ড এডুকেশন অ্যান্ড রিহেবিলিটেশন ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (বার্ডো)

বিশ্ব দৃষ্টি দিবস সম্পর্কে মানুষ খুব একটা জানেন না। তাই সরকারি উদ্যোগে এ দিবস পালনের একটা সুযোগ করা উচিত। এখানে নীতিনির্ধারকেরা এসেছেন। তাঁরা এটা নিয়ে কাজ করতে পারেন। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীরা অনেক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন।

আমরা দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীরা সমাজের মূল কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারি না। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধিতা মানুষের জীবনে দুঃখ-বেদনা নিয়ে আসে। সে জন্য এ দিবসটি আরও তাৎপর্যপূর্ণ করতে হবে। একজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীর ভোগান্তি সম্পর্কে আমরা জানি না। অনেক মানুষ জানেন না যে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীরা পড়াশোনা করতে পারেন। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী মানুষেরা কর্মসংস্থানে যুক্ত হতে পারেন ও রাষ্ট্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। এ জন্যই দিবসটি গুরুত্বপূর্ণ। গুরুত্বপূর্ণ বলেই আমরা দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ শুরু করেছিলাম। এ-সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছি। তারপর প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। এখন প্রতিবন্ধী মানুষেরা বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেন। এগুলো আমাদের দীর্ঘ সংগ্রামের ফলে সম্ভব হয়েছে।

প্রতিটি জেলায় দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্য স্কুল রয়েছে। প্রতিবন্ধী শিশুদের সেসব স্কুলে পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। সরকার প্রতিবন্ধী মানুষদের এগিয়ে নিয়ে যেতে চাচ্ছে। এ জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকার প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য শিক্ষা ও ভাতার ব্যবস্থা করেছে।

কিন্তু প্রতিবন্ধী অধিকার ও সুরক্ষা আইন এখনো বাস্তবায়িত হচ্ছে না। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের সমস্যাগুলোর সমাধান করতে চিকিৎসার পাশাপাশি দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী মানুষদের মনোবল ধরে রাখা ও মর্যাদার সঙ্গে সমাজে বসবাস করা নিশ্চিত করতে আইন বাস্তবায়ন অত্যন্ত জরুরি। আইন বাস্তবায়িত না হলে আইনের কোনো অর্থ থাকে না। প্রতিবন্ধী মানুষদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। সাইটসেভার্স সে জন্য কাজ করছে। সমাজের সব স্তরে প্রতিবন্ধী মানুষের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে।

জয়ীতা তালুকদার
সংগীতশিল্পী ও শিক্ষক

একজন শিক্ষক ও সাধারণ নাগরিক হিসেবে এ বিষয়ে আমার কিছু পর্যবেক্ষণ রয়েছে। করোনা দেশে মহামারি নিয়ে এলেও শিক্ষাক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছে। সে সময় ভার্চ্যুয়াল শিক্ষাব্যবস্থা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ভার্চ্যুয়াল শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে অভ্যস্ত ও এর সহজলভ্যতার কারণে করোনা-পরবর্তী সময়েও আমরা এর সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছি। ফলে আমাদের পাশাপাশি শিশুদের স্ক্রিনে সময় কাটানোর পরিমাণ বেড়েছে। ডিজিটাল ডিভাইসভিত্তিক পাঠক্রমগুলো ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ও ডিজিটাল ডিভাইসভিত্তিক হয়ে গেছে। বিষয়টির ভালো দিকের পাশাপাশি খারাপ দিকও রয়েছে। খুব কম বয়সের শিশুদের চশমা ব্যবহারের হার অনেক বেড়ে যাওয়া এর মধ্যে অন্যতম। এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে মাইগ্রেন ও নিদ্রাহীনতার প্রবণতা দেখতে পাচ্ছি।

উন্নত দেশগুলোয় সপ্তাহ বা মাসের নির্দিষ্ট দিনে স্ক্রিন অফ-ডে রাখা হয়। এটি সচেতনতার অংশ হিসেবে করা হয়। আমাদের দেশেও এটা করা যেতে পারে। একটা নির্দিষ্ট সময় পরপর চোখের বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি প্রয়োজন। একেবারে কম বয়সে আমরা শিশুদের হাতে ডিজিটাল ডিভাইস তুলে দিচ্ছি। শিশু এ ডিভাইসে খেলাধুলা ও পড়াশোনা করছে। ফলে ঘুম ছাড়া বাকি সময় শিশু স্ক্রিনেই কাটাচ্ছে, যা ঘুমের ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলে।

উন্নত বিশ্বে মরণোত্তর চক্ষুদানের বিষয়টি খুবই জনপ্রিয়। আমাদের দেশে মরণোত্তর চক্ষুদানের ক্ষেত্রে সচেতনতা ও আগ্রহের ঘাটতি রয়েছে। এ জায়গায় কাজ করার সুযোগ রয়েছে। মরণোত্তর চক্ষুদানে আগ্রহী করতে ক্যাম্পেইন করা যেতে পারে। সাইটসেভার্স ও এখানকার বিশেষজ্ঞরা এ ক্ষেত্রে নতুন উদ্যোগের বিষয়ে ভেবে দেখবেন।

পরাগ শরীফুজ্জামান
কো-অর্ডিনেটর, ডা. কে জামান বিএনএসবি চক্ষু হাসপাতাল

২০২০ সালে ন্যাশনাল ব্লাইন্ডনেস সার্ভে হয়েছে। এই জরিপে এসেছে, মাত্র ২২ শতাংশ মানুষ চক্ষুসেবা গ্রহণ করেন। ৭৮ শতাংশ মানুষই এ সেবার আওতার বাইরে। ময়মনসিংহ বিভাগের অন্ধত্বের প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে বেশি। এ অঞ্চলে প্রায় ১ লাখ ৮০ হাজার অন্ধ মানুষ রয়েছেন। আমরা সরকারের সঙ্গে সমন্বয় করে পাঁচটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পরীক্ষামূলকভাবে ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি স্ক্রিনিং চালু করেছি। এ ছাড়া সাইটসেভার্সের সহায়তায় ও স্থানীয় সরকারের সঙ্গে সমন্বয় করে বিভিন্ন পাবলিক স্ক্রিনিং ক্যাম্প করে থাকি।

ময়মনসিংহ বিভাগের বিভিন্ন জায়গায় আমাদের ১৪টি ভিশন সেন্টার রয়েছে। এ সেন্টারগুলোর মাধ্যমেও আমরা সেবা দিয়ে থাকি। জাতীয় পর্যায়ে অনেক নীতিমালা গ্রহণ করা হয়। অনেক সময় সিভিল সার্জনসহ মাঠপর্যায়ে সেবাদাতারা এ বিষয়ে অবগত হন না। ফলে আমাদের কাজে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়। এ ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি সমন্বয় আরও মজবুত হওয়া দরকার। এ জন্য জেলাভিত্তিক পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। এ পরিকল্পনায় সিভিল সার্জনকে প্রধান করা যেতে পারে। তাহলে এ-সংক্রান্ত তথ্যগুলো আমরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে পারব। এ ছাড়া ক্রস রেফারেল লিংকেজের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা গেলে রোগীদের ভোগান্তি কমবে।

অর্থনৈতিকভাবে ময়মনসিংহের হাওর অঞ্চল কিছুটা পিছিয়ে পড়া। চক্ষুসেবা গ্রহণের মতো অর্থনৈতিক সক্ষমতা অনেক রোগীর থাকে না। সে জন্যই আমরা বাকি ৭৮ শতাংশ মানুষকে সেবার আওতায় আনতে পারছি না। এ ক্ষেত্রে এনজিওগুলোর মাধ্যমে এ সেবার আওতা বাড়ানো গেলে প্রান্তিক জনগণকে সেবা দেওয়া সম্ভব।

অধ্যাপক ডা. নাহিদ ফেরদৌসী
পরিচালক, এসএফএম চক্ষু হাসপাতাল অ্যান্ড ট্রেনিং ইন্সটিটিউট

চক্ষু চিকিৎসার সহজলভ্যতার ঘাটতি রয়েছে। সে জন্য কিছু কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। প্রাথমিক পর্যায়ের নার্সরা যেন চোখের সমস্যা শনাক্ত করতে পারেন, তা নিশ্চিত করা জরুরি। স্বাস্থ্যকর্মীদের উপযোগী প্রাথমিক চক্ষু পরিচর্যাবিষয়ক প্রশিক্ষণ সহায়িকা দরকার। ন্যাশনাল আই কেয়ারের এ-বিষয়ক সহায়িকা রয়েছে। এটাকে আরও সহজ ও ছোট করে উপস্থাপন করতে হবে। স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণও নিশ্চিত করতে হবে।

চক্ষু চিকিৎসাসেবার জন্য রেফারেল নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। রেফারেল নেটওয়ার্কের প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে লিয়াজোঁ থাকতে হবে। এ জন্য বহির্বিভাগে আলাদা কর্নার থাকতে হবে। আমাদের কাছে ২০২৩ সালে ২২টি উপজেলা থেকে রেফার হওয়া রোগীর পরিসংখ্যান রয়েছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২২টি উপজেলা থেকে ১৫ হাজার রোগী আমাদের কাছে রেফার করা হয়েছে। রেফার হওয়া রোগীদের মধ্যে মাত্র ৭ শতাংশ চিকিৎসাসেবা নিতে এসেছেন। বাকি ৯৩ শতাংশ চিকিৎসা নিয়েছেন কি না, তা নিশ্চিত নই। রোগীদের হাসপাতালে আসতে না চাওয়ার বেশ কিছু কারণ রয়েছে। এর মধ্যে যাতায়াতের সমস্যা অন্যতম। সাইটসেভার্সের সঙ্গে আমাদের এ-বিষয়ক সমঝোতা স্মারক হয়েছে। এখন থেকে সাইটসেভার্স রোগীদের যাতায়াতের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।

এখানে শুধু চোখের সমস্যা শনাক্তকরণের মতো সরঞ্জাম প্রয়োজন। বাকি অর্থ মূল কেন্দ্র উন্নয়নে ব্যয় করলে তা খরচসাশ্রয়ী হবে। ন্যাশনাল আই কেয়ার বিনা মূল্যে চশমা দেয়। আমাদের হাসপাতালে সরকারের তহবিল থেকে আউটডোরের রোগীদের সব ওষুধ বিনা মূল্যে দেওয়া সম্ভব হয়। দেড় বছর ধরে আমরা বিনা মূল্যে পরার চশমা দিচ্ছি। এ দৃষ্টি দিবসকে কেন্দ্র করে রোগীর প্রয়োজন অনুযায়ী তৈরি চশমাও বিনা মূল্যে দেব।

খোন্দকার সোহেল রানা
অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড কমিউনিকেশনস কো-অর্ডিনেটর, সাইটসেভার্স

বিশ্ব দৃষ্টি দিবস উপলক্ষে 'ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি ফর প্রিভেনশন অব দ্য ব্লাইন্ডস' প্রতিবছরের মতো এবারের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে 'আপনার চোখকে ভালোবাসুন, শিশুর চোখের যত্ন নিন'। দিবসটি পালনে চক্ষুসেবা প্রদানকারী সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞসহ অন্য সেবাদাতারা বিভিন্ন আয়োজনের মধ্য দিয়ে চক্ষু স্বাস্থ্যসেবার গুরুত্বকে জাতীয় ও বৈশ্বিকভাবে তুলে ধরে। চক্ষুসেবাকে স্বাস্থ্য খাতে একীভূত করার দাবিটি এখন সময়ের। চক্ষুসেবা-সংক্রান্ত সমস্যা থেকে উত্তরণে দিবসটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম।

সমাজসেবা অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী, দেশে মোট প্রতিবন্ধী মানুষের ১৩ শতাংশ দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী মানুষের সমস্যা শুধু দৃষ্টিকেন্দ্রিক নয়; এর সঙ্গে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব জড়িত। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যানুযায়ী, বিশ্বের প্রায় ২২০ কোটি মানুষের দৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধিতা আছে, যার মধ্যে অন্তত ১০ কোটি মানুষের দৃষ্টিপ্রতিবন্ধকতা এড়ানো সম্ভব ছিল। আর এ বিষয় নিয়েই সাইটসেভার্স কাজ করছে। ডায়াবেটিস এখন বৈশ্বিক স্বাস্থ্য সমস্যা, যা শিশুদের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে। এ থেকে দৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতার ঝুঁকি বৃদ্ধি পাচ্ছে। পঞ্চাশোর্ধ মানুষের ক্ষীণদৃষ্টি ও ছানি পড়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়। এগুলো নিয়ে সম্মিলিতভাবে কাজ করা প্রয়োজন। চক্ষুসেবা পণ্য, বিশেষত চশমার উৎপাদন, আমদানি ও মূল্য নির্ধারণে জাতীয় নীতিমালা তৈরির মাধ্যমে চশমার সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণ অত্যন্ত জরুরি।

সাইটসেভার্স স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি পরীক্ষা করে থাকে। ডিজিটাল স্ক্রিনে বাড়তি সময় ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। এ কারণে দেড় বছরের শিশুর ক্ষীণ দৃষ্টির সমস্যা হয়েছে বলে জানিয়েছেন একজন চিকিৎসক। এটি প্রতিরোধে দরকার সর্বস্তরের সচেতনতা।

এ কে এম বদরুল হক
কর্মসূচি ব্যবস্থাপক, দ্য ফ্রেড হলোস ফাউন্ডেশন

সিস্টেম লিডারশিপের ধারণা বাংলাদেশ এখনো বিকাশমান। এ বিষয়ে আমরা সবাই অবহিত নই। একটি ব্যবস্থায় অনেকগুলো বিভাগ ও উপাদান কাজ করে। এখানে একজনের কাজ আরেকজনকে প্রভাবিত করে। তাই এ ব্যবস্থার অংশীদারদের সক্ষম করে তুলতে হবে। যেন তারা সেখানে নেতৃত্বের ভূমিকা নিতে পারে। তাহলে সেই বিভাগের নীতি বাস্তবায়ন ও চক্ষু চিকিৎসাসেবার ক্ষেত্রে তারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারবে। বাংলাদেশের চক্ষু চিকিৎসাসেবার ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারিসহ সব অংশীদার একসঙ্গে কাজ করে থাকে। এনজিও পার্টনাররা হাসপাতালগুলোকে প্রান্তিক পর্যায়ের জনগোষ্ঠীর কাছে চক্ষু চিকিৎসাসেবা পৌঁছে দিতে কাজ করছে।

দ্য ফ্রেড হলোস ফাউন্ডেশন সিস্টেম লিডারশিপ ধারণা নিয়ে কাজ শুরু করেছে। সিস্টেম ম্যাপিং কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। সিস্টেম ম্যাপিংয়ের মাধ্যমে চক্ষুসেবার সঙ্গে জড়িত অংশীদার, তাদের ভূমিকা ও সমন্বিতভাবে জনগণের কাছে চক্ষুসেবা পৌঁছে দেওয়ার ধারণা তৈরি করে। এরপর এই সিস্টেম লিডারশিপের বিষয়টি আসে। সিস্টেম লিডারশিপ কার্যক্রম শুরুর আগে আমরা স্থানীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে কর্মশালা করেছি। এখনো চক্ষুসেবা-সংশ্লিষ্টপ্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কর্মশালা থেকে পাওয়া তথ্যগুলো নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে আলোচনা হয়েছে। সিস্টেম লিডারশিপ ধারণা নিয়ে আমরা জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে কাজ করব। জাতীয় পর্যায়ের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ইউএনডিপিকে আমাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। দেশের চক্ষুসেবা নিয়ে কাজ করা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর প্ল্যাটফর্মকে আমরা উপদেষ্টা হিসেবে রাখব। তৈরি পোশাক খাতের মতো শ্রমঘন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কর্মীদের চক্ষুসেবা নিশ্চিত করতে আমরা সাইটসেভার্স ও হেলেন কেলারের সঙ্গে কাজ করছি।

গুতেরেসের সফর প্রস্তাবে না

জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের কিয়েভ সফরের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির। রয়টার্স

সংক্ষেপে

পাকিস্তান

আত্মঘাতী বোমায় ৪ পুলিশসহ নিহত ৬

পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে আত্মঘাতী বোমা হামলায় চার পুলিশ সদস্যসহ অন্তত ছয়জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। গতকাল শনিবার পুলিশ এ তথ্য জানিয়েছে। সেখানকার উত্তর ওয়াজিরিস্তান জেলার ইদক এলাকায় একটি পুলিশ ফাঁড়ি লক্ষ্য করে ওই হামলা হয়। ২০২১ সাল থেকে খাইবার পাখতুনখাওয়া ও বেলুচিস্তান প্রদেশের আফগান সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা বেড়ে চলছে। চলতি মাসে উত্তর ওয়াজিরিস্তানে নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে প্রায় ১২ জন অস্ত্রধারী প্রাণ হারান। চলতি বছরের প্রথম ৯ মাসে পাকিস্তানজুড়ে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় ৭২২ জন নিহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে বেসামরিক নাগরিক, নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য ও সশস্ত্র গোষ্ঠীর সদস্যরা রয়েছেন। এসব প্রাণহানির ৯৭ শতাংশই ঘটেছে খাইবার পাখতুনখাওয়া ও বেলুচিস্তানে, যা শতকরা হারে এক দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ।

জিও নিউজ

ইউক্রেন

জি-৭ দিচ্ছে ৫০০ কোটি ডলার ঋণসহায়তা

ইউক্রেনকে ৫০০ কোটি ডলার সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন বিশ্বের উন্নত সাত দেশের জোট জি-৭-এর নেতারা। বিভিন্ন দেশে রাশিয়ার জব্দ করা সম্পদের সুদ থেকে এই অর্থ দেওয়া হবে। গত শুক্রবার এক বিবৃতিতে এ ঘোষণা দিয়েছে জি-৭। চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে এই অর্থ দেওয়া হবে। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) ও বিশ্বব্যাংকের বার্ষিক সভায় এ ঘোষণা দেওয়া হয়। যৌথ বিবৃতিতে জি-৭-এর অর্থমন্ত্রীরা বলেছেন, দ্বিপক্ষীয় ঋণ হিসেবে পর্যায়ক্রমে এই ঋণের অর্থ দেওয়া হবে। আগামী ১ ডিসেম্বর ঋণ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবে। ২০২৭ সালজুড়ে তা অব্যাহত থাকবে। ইউক্রেনকে জরুরি আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য এই ঋণ দেওয়া হচ্ছে।

রয়টার্স, *ওয়াশিংটন*

কমনওয়েলথ

ঘানার পররাষ্ট্রমন্ত্রী নতুন মহাসচিব

সামোয়াতে আয়োজিত ৫৬ সদস্যরাষ্ট্রের কমনওয়েলথের সম্মেলনে ঘানার পররাষ্ট্রমন্ত্রী শার্লি আয়োরকর বটচওয়েকে সংস্থাটির নতুন মহাসচিব নির্বাচিত করা হয়েছে। গতকাল শনিবার এই সম্মেলন শেষ হয়। সাবেক ব্রিটিশ উপনিবেশের বেশির ভাগ স্বাধীন দেশ নিয়ে কমনওয়েলথ গঠিত। বটচওয়ে এ পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী তিনজন প্রার্থীর মধ্যে একজন ছিলেন। প্রার্থীরা ঔপনিবেশিকতা ও দাসত্বের উত্তরাধিকার মোকাবিলার জন্য যুক্তরাজ্যের আহ্বানকে সমর্থন করেছেন। বটচওয়ে ঘানার একজন সাবেক আইনপ্রণেতা। তিনি সাত বছর ধরে দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। নিয়ম অনুসারে, মহাসচিবের ভূমিকাটি কমনওয়েলথের চারটি ভৌগোলিক ব্লকের চারপাশে আবর্তিত হয়, যথা প্রশান্ত মহাসাগর, এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা। সে অনুসারে এবার আফ্রিকার পালা।

এএফপি

মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন মিত্রদের স্নায়ুচাপ আরও বাড়ল

তেহরানে ইসরায়েলের হামলা

তেহরানের পক্ষ থেকে এ হামলার জবাব কীভাবে দেওয়া হবে, তা দেখার জন্য অপেক্ষা করছে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রদেশগুলো।

বিবিসি

ইসরায়েলের হামলার পর তেহরান শহর। ছবি : রয়টার্স

ইরানের ওপর ইসরায়েলি হামলা হতে পারে—মধ্যপ্রাচ্যে এ কথা সবার জানা ছিল; কিন্তু কারও কারও ধারণা ছিল, এত শিগগির হয়তো হামলা হবে না। মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশের সরকারের ভাবনা ছিল আগামী ৫ নভেম্বরের যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়ে যাওয়া পর্যন্ত ইসরায়েল অপেক্ষা করবে। কিন্তু গত শুক্রবার রাতেই ইরানের সামরিক স্থাপনা লক্ষ্য করে হামলা করেছে ইসরায়েল।

মধ্যপ্রাচ্য ঘিরে চলমান পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রের উপসাগরীয় অঞ্চলের আরব মিত্রদের স্নায়ুচাপে পড়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। কারণ হলো ইসরায়েলের হামলার যথাযথ জবাব দেওয়ার কথা বলেছে ইরান। তেহরানের পক্ষ থেকে এ হামলার জবাব কীভাবে দেওয়া হবে তা দেখার জন্য অপেক্ষা করছে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রদেশগুলো।

উপসাগরীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটি রয়েছে। এসব ঘাঁটির অবস্থান পারস্য উপসাগরের উভয় পাশেই। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের পঞ্চম নৌবহর বাহরাইন বন্দরের কাছে কৌশলগত অবস্থানে মোতায়েন রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বার্তা দেওয়া হয়েছে, ইরানে হামলায় ইসরায়েলের সঙ্গে তারা যোগ দেয়নি। তবে ইসরায়েলে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে থাড নামের ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষাব্যবস্থার পাশাপাশি ১০০ জনের বেশি সেনা মোতায়েন করা হয়েছে। ইরানের সম্ভাব্য পাল্টা হামলা থেকে ইসরায়েলকে সুরক্ষা দিতে যুক্তরাষ্ট্রে এ ব্যবস্থা করেছে।

এদিকে উপসাগরীয় আরব দেশগুলো এ সংঘাত থেকে দূরে থাকতে চায়। তারা ইরানকে সম্প্রতি জানিয়েছে, তাদের আকাশপথ ব্যবহার করে ইরানের ওপর ইসরায়েলের হামলা চালাতে অনুমতি দেবে না।

এ ধরনের সংঘাতে জড়ানোর স্মৃতি এখনো সৌদি আরবের তরতাজা। ২০১৯ সালে ইরাকে ইরান-সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠী সৌদি আরবের জ্বালানি শোধনাগারগুলোতে ড্রোন হামলা এদিকে ইরানের হামলার পর মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে এর নিন্দা জানানো হয়েছে। সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, মিসর ও ওমান এ হামলার নিন্দা জানিয়েছে। এ ছাড়া উত্তেজনা বৃদ্ধির বিষয়েও সতর্ক করেছে দেশগুলো। হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, আত্মরক্ষার জন্য এ হামলা করেছে ইসরায়েল। যুক্তরাষ্ট্রের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা পাল্টা হামলা না করতে ইরানের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

হামলার সময়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস নির্বাচনী প্রচারে টেক্সাসে ছিলেন। বিবিসি বলছে, ইরানে ইসরায়েলি হামলার বিষয়ে তাঁদের ব্রিফ করা হয়েছে।

ইসরায়েলের হামলায় নতুন উদ্বেগ

সেন্টার ফর মিডল ইস্ট স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো আবাস আসলানি বলেন, ইরানে ইসরায়েলের হামলা নতুন করে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। কারণ, এই প্রথমবারের মতো ইরানে সরাসরি হামলার দায় স্বীকার করেছে ইসরায়েল। যদিও ইরান হামলার প্রভাবকে ততটা গুরুত্ব দিচ্ছে না। ইসরায়েল তার অর্জনকে অতিরঞ্জিত করে বলছে।

তেহরান থেকে আবাস আসলানি আরও বলেন, এটা ইঙ্গিত করছে যে যুক্তরাষ্ট্র এ অঞ্চলে (মধ্যপ্রাচ্যে) আরেকটি সর্বাত্মক যুদ্ধ এড়াতে ইসরায়েলকে বিরত থাকতে বলছে। তেহরানের প্রাথমিক মূল্যায়ন ও প্রতিক্রিয়া দেখে মনে হচ্ছে, ভয়াবহ ও গুরুত্বপূর্ণ কোনো প্রতিক্রিয়া আসতে পারে।

অকারণে আতঙ্কে ডেমোক্র্যাটরা

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

গার্ডিয়ান গত ১০ দিনের বিভিন্ন জরিপের গড় করে বলছে, কমলার বিপর্যয়ের মতো এখনো কিছু ঘটেনি।

দ্য গার্ডিয়ান

কমলা হ্যারিস (বাঁয়ে) ও সংগীত তারকা বিয়ন্সে (ডানে)। শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের হিউস্টনে নির্বাচনী প্রচারকালে মঞ্চে। ছবি : রয়টার্স

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস হেরে যেতে পারেন। তাঁর দল ডেমোক্রেটিক পার্টির অনেক নেতার মধ্যে এ উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। নির্বাচনের শেষ সময়ে এসে জরিপে খুব বেশি ব্যবধান বাড়াতে না পারা এবং ট্রাম্পের প্রচারশিবিরের আত্মবিশ্বাস তাঁদের মনে আতঙ্ক তৈরি করেছে। কিন্তু *দ্য গার্ডিয়ান* গত ১০ দিনের বিভিন্ন জরিপের গড় করে বলছে, ডেমোক্র্যাটদের এ আশঙ্কা অমূলক। এখনো কমলার বিপর্যয়ের মতো কিছু ঘটেনি।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বাকি আর ৯ দিন। শেষ সময়ে এসে ব্যাপক প্রচার চালাচ্ছেন ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী কমলা হ্যারিস ও রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। কিন্তু বিভিন্ন জরিপে দেখা যাচ্ছে, নির্বাচনের দোরগোড়ায় এসেও দুই প্রার্থীর মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি প্রতিযোগিতা চলছে। কিন্তু গত জুলাই মাসে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে কমলা প্রতিযোগিতায় আসার পর ডেমোক্রেটিক পার্টি ঘিরে যে উদ্দীপনা ছিল, তাতে ভাটা পড়েছে। জরিপে ট্রাম্পের অবস্থান স্থিতিশীল থাকলেও কমলার জনপ্রিয়তা কমতে দেখা গেছে। এতে ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে কিছুটা উদ্বেগ আর রিপাবলিকানদের মধ্যে চাঙা ভাব চলে এসেছে।

দ্য গার্ডিয়ান-এর পক্ষ থেকে গত ১০ দিনের জরিপগুলোর গড় করে দেখা গেছে, কমলা হ্যারিস এখনো ট্রাম্পের চেয়ে ১ পয়েন্টে এগিয়ে রয়েছেন। কমলার সমর্থন যেখানে ৪৭ শতাংশ, সেখানে ট্রাম্পের সমর্থন ৪৬ শতাংশ।

সাতটি দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্যেও এখনো পাল্লা কারও দিকে ঝুঁকে পড়েনি। ২৭০ ইলেকটোরাল কলেজ ভোট জিতে কে হোয়াইট হাউসে যাবেন, জরিপ থেকে আগেভাগে তার সঠিক ইঙ্গিত পাওয়া দুষ্কর। জরিপের গড় ধরলে দেখা যায়, দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্যগুলোর মধ্যে মিশিগানে ১ পয়েন্টে এগিয়ে কমলা। এ ছাড়া ১ পয়েন্টের কম ব্যবধানে এগিয়ে পেনসিলভানিয়া, জর্জিয়া, উইসকনসিন ও নেভাদায়। অন্যদিকে ট্রাম্প নর্থ ক্যারোলাইনায় ২ পয়েন্ট ও অ্যারিজোনায় ১ পয়েন্টে এগিয়ে।

তাই সমর্থনের হিসাব ধরলে কমলার জন্য এখনই এটা বিপর্যয়ের কোনো ইঙ্গিত নয় বা ট্রাম্পের জন্য জয়ের সুনিশ্চিত কোনো বার্তা নয়। বর্তমান ধারা চলতে থাকলে কমলাই ৫ নভেম্বরের নির্বাচনে শেষ হাসি হাসবেন। আশার খবরের মধ্যেই অনেক ডেমোক্র্যাটের মধ্যে এখন উদ্বেগ ছড়িয়েছে। শীর্ষ ডেমোক্র্যাট নেতাদের কেউ কেউ মনে করছেন, কমলা হেরে যাবেন।

সংখ্যাগরিষ্ঠতা না-ও পেতে পারে ক্ষমতাসীন ইশিবার দল

জাপানে আজ নির্বাচন

এএফপি, *টোকিও*

শিগেরু ইশিবা

জাপানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট গ্রহণ হবে আজ রোববার। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের এবারের নির্বাচনে গতকাল শনিবার প্রার্থীরা শেষবারের মতো ভোটারদের কাছে নিজেদের জন্য ভোট চেয়েছেন। মতামত জরিপে দেখা গেছে, এবারের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন জোট সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হতে পারে।

দেশটির ক্ষমতাসীন লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) জন্য ২০০৯ সালের পর থেকে এটাই সবচেয়ে খারাপ ফল হতে পারে। দেশটির প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবার জন্যও এটা বড় ধরনের ধাক্কা।

গত মাসে এলডিপির প্রধান হিসেবে নির্বাচিত হন ইশিবা। সাত দশক ধরে তাঁর দল জাপানের শাসনক্ষমতায় রয়েছে। তবে দলের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতার পর ৬৭ বছর বয়সী সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী ১ অক্টোবর জাপানের প্রধানমন্ত্রী হন। এরপর নতুন জাপানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি আগাম নির্বাচনের ঘোষণা দেন।

দৈনিক ইয়োমিউরি শিমবুনের করা গত শুক্রবারের জরিপে দেখা গেছে, পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে এলডিপি ও তার জোটসঙ্গী কোমেইতো ব্যর্থ হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ২৩৩ আসন পেতে হবে এলডিপিকে।

স্থানীয় গণমাধ্যমে বলা হচ্ছে, সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হলে পদত্যাগ করতে পারেন ইশিবা।

এলডিপিকে বিভিন্ন স্থানে টক্কর দিচ্ছে জাপানের কনস্টিটিউশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি (সিডিপি)। এ দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন সাবেক জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী ইয়োশিহিকো নোডা।

“নিরীক্ষাধর্মী খাবারের চেয়ে বাংলাদেশের খাবারই আমার বেশি প্রিয়। এর মধ্যে ভাত-ভর্তা সবচেয়ে প্রিয়।
ফেসবুকে **বুবলী**

টুকরো খবর

ফজলুল হক স্মৃতি পুরস্কার

চলচ্চিত্রকার ও *সিনেমা* পত্রিকার সম্পাদক ফজলুল হকের মৃত্যুবার্ষিকী ছিল গতকাল ২৬ অক্টোবর। চলচ্চিত্র ও বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর অবদানকে স্মরণীয় করে রাখতে প্রতিবছর এই দিনে ফজলুল হক স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করে আসছে ফজলুল হক স্মৃতি কমিটি। এবার চলচ্চিত্র পরিচালনায় গিয়াস উদ্দিন সেলিম ও চলচ্চিত্র সাংবাদিকতায় আলাউদ্দীন মাজিদ পেলেন পুরস্কার। গতকাল চ্যানেল আই স্টুডিওতে আয়োজন করা হয় পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন *মানবজমিন* পত্রিকার প্রধান সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী, ইমপ্রেস গ্রুপের পরিচালক মুকিত মজুমদার, রন্ধনশিল্পী কেকা ফেরদৌসী প্রমুখ।
বিনোদন ডেস্ক

পুরস্কার হাতে আলাউদ্দীন মাজিদ ও গিয়াস উদ্দিন সেলিম। ছবি : সংগৃহীত

‘ভূত বাংলা’-তে ভামিকা

জন্মদিনে ভূত *বাংলা* ছবির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছিলেন অক্ষয় কুমার। সেদিন এই ভৌতিক-হাসির ছবির মোশন পোস্টারও প্রকাশ করেছিলেন। এবার নতুন তথ্য সামনে এসেছে, ছবিতে অভিনয় করতে চলেছেন অভিনেত্রী ভামিকা গাব্বি। শোনা যাচ্ছে, অক্ষয়ের এই ছবিতে ভামিকা ছাড়াও আরও দুই বড় নায়িকা থাকতে পারেন। তবে এখনো নামগুলো জানা যায়নি।
প্রতিনিধি, *মুম্বাই*

ভামিকা গাব্বি। ছবি : অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে

চার্টে ফিরল ওয়ান ডিরেকশন

লিয়াম পেইনের মৃত্যুর পর আবার আলোচনায় ব্রিটিশ ব্যান্ড ওয়ান ডিরেকশন। সেটা এতটাই যে ব্যান্ডটির পাঁচটি অ্যালবামই আবার যুক্তরাজ্যের টপ চার্টে ফিরেছে। ১৬ অক্টোবর আর্জেন্টিনার বুয়েনস এইরেসে মাত্র ৩১ বছর বয়সে মারা যান লিয়াম। তাঁর মৃত্যুর কারণ এখনো স্পষ্ট নয়।
বিনোদন ডেস্ক

ওয়ান ডিরেকশনের সদস্যরা। এএফপি ফাইল ছবি

এবার ডিক্যাপ্রিও

হলিউডের প্রথম সারির তারকাদের বেশির ভাগই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিসকে সমর্থন দিয়েছেন। এবার যুক্ত হলেন লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও। গত শুক্রবার ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করা এক ভিডিওতে কমলাকে সমর্থনের পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের কড়া সমালোচনা করেন অস্কারজয়ী অভিনেতা। ডিক্যাপ্রিও মনে করেন, জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবেন কমলা। **বিনোদন ডেস্ক**

লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও। রয়টার্স ফাইল ছবি

আধুনিক বাংলা হোটেল-এ মোশাররফ করিম। ছবি : চরকির সৌজন্যে

বিদেশি হ্যালোইনে বাংলা ভূত নিয়ে আসছেন মোশাররফ করিম

ওটিটি

বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বাংলা সাহিত্যে নানা কিছিমের ভূতের অভাব নেই। নানা স্বাদের তেমনই কিছু বাংলা ভূতের স্বাদ নিয়ে আসছেন মোশাররফ করিম। এই হ্যালোইনে চরকিতে মুক্তি পাবে অরিজিনাল সিরিজ *আধুনিক বাংলা হোটেল*। কাজী আসাদের এই অ্যানথোলজি সিরিজের প্রধান চরিত্রে মোশাররফ করিমকে দেখা যাবে। এই প্রথম অ্যানথোলজি সিরিজে অভিনয় করেছেন মোশাররফ।

শরীফুল হাসানের ছোটগল্প অবলম্বনে নির্মাতা আসাদ নিজেই করেছেন *আধুনিক বাংলা হোটেল*-এর চিত্রনাট্য। লেখকের ‘খাসির পায়া’ ছোটগল্প অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে *খাসির পায়া*, *হাঁসের সালুন* তৈরি হয়েছে ‘নো এক্সিট’ গল্প থেকে। আরেকটি পর্ব *বোয়াল মাছের ঝোল* নির্মিত হয়েছে ‘খাবার’ গল্প থেকে।

চরকির ফেসবুক পেজে সিরিজের প্রথম পোস্টার প্রকাশ করা হয় গত শুক্রবার। ক্যাপশনে লেখা হয়, দেশি খাবারের সঙ্গে পরিমাণমতো ভূত নিয়ে আসছেন মোশাররফ করিম। জানা যায়, নামের মধ্যেই লুকিয়ে আছে সিরিজটির রহস্য, খাবারের সঙ্গে গল্পের যোগ আছে। কাজী আসাদ জানান, সাইকোলজিক্যাল হরর, ফ্যান্টাসি, থ্রিলার, মিথোলজি—সিরিজটিতে নানা রকম ঘরানার মিশেল পাবেন দর্শকেরা।

তিনটি গল্পে তিনভাবে হাজির হবেন মোশাররফ করিম। অভিনেতা জানান, খাবারের নাম দিয়ে যে এমন সব গল্প হতে পারে, এটা তাঁর ভাবনাতেই ছিল না। তাঁর দাবি, দর্শক সিরিজটি দেখে বিস্মিত হবেন। এ প্রসঙ্গে তিনি *প্রথম আলো*কে বলেছিলেন, নামগুলো দেখে গল্পের ভেতর কী খেলা আছে, বোঝার উপায় নেই। খুবই স্বাভাবিকভাবে শুরু হওয়া একটা গল্প, কীভাবে যে অন্য একটা পর্যায়ে চলে যায়, দেখার পর টের পাবেন দর্শক।

সিরিজটির বিষয়ে আরও কিছু পর্যবেক্ষণের কথা জানালেন এই অভিনেতা, ‘সিরিজে আমার চরিত্রগুলোতে দেখা-অদেখার মিশ্রণ রয়েছে। চরিত্রগুলোর কিছু বৈশিষ্ট্য আমাদের আশপাশের মানুষের মধ্যে পাওয়া যায়। আবার কিছু বৈশিষ্ট অদেখা। কিছু বিষয় আছে বাইরে থেকে বোঝা যায়; কিন্তু তার মনের মধ্যে যা চলছে, সেটি বোঝার উপায় থাকে না, মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব থাকে। অভিনয়ে এমন বিষয় আনতে হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে আমি আমার নিজের অনুভূতি-চিন্তা কাজে লাগিয়েছি। আর কিছু অবজারভেশন তো থাকেই।’

নির্মাতা জানান, এক প্রজেক্টে মোশাররফ করিমের মতো অভিনেতাকে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রে হাজির করার ইচ্ছা তাঁর ছিল। অবশেষে সেটি করতে পেরেছেন তিনি। মোশাররফ করিমও কাজটি করে খুব মজা পেয়েছেন বলে ধারণা নির্মাতার। শুটিং অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে নির্মাতা জানান, শুটিং ভালোভাবে শেষ করতে পেরেছেন তাঁরা। তাঁদের মনে হয়েছে, যেটা করতে চেয়েছিলেন, সেটা পেরেছেন। মোশাররফ করিমকে ভালোভাবে ব্যবহার করতে পেরেছেন বলে মনে করেন নির্মাতা।

কাজী আসাদ বলেন, ‘আমার মনে হয়েছে মোশাররফ করিম কাজটিতে ডুবে গিয়েছিলেন। কারণ, *হাঁসের সালুন* যখন শুট করি, তখন বরিশালে টানা তিন রাত আমাদের শুটিং করতে হয়েছিল। সেখানে লক্ষ করেছি, মোশাররফ করিম যেন ফুল চার্জে ছিলেন। সারা রাত শুটিং করে সকালে কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে আবার শুটিং করেছেন। *খাসির পায়া*তেও একই অবস্থা। এ গল্পের প্রায় সব দৃশ্যই ছিল রাতে। আমার ধারণা, *আধুনিক বাংলা হোটেল* ভালো লেগেছে বলেই এত পরিশ্রম করেছেন তিনি।’

মোশাররফ করিম *আধুনিক বাংলা হোটেল* প্রকল্পে চুক্তিবদ্ধ হন গত ৯ জুলাই। দুই মাস বিভিন্ন লোকেশন হয় এর শুটিং। সিরিজটির বিভিন্ন পর্বে মোশাররফ ছাড়া আরও অভিনয় করেছেন গাজী রাকায়েত, সালাহউদ্দিন লাভলু, শিল্পী সরকার অপু, এ কে আজাদ সেতু, নিদ্রা নেহা।

৩০ অক্টোবর রাত ১২টায় মুক্তি পাবে *আধুনিক বাংলা হোটেল*-এর প্রথম পর্ব *বোয়াল মাছের ঝোল*। পরের দুই সপ্তাহে আসবে বাকি দুই পর্ব।

ছবিয়ালের ২৫ বছর

২৫ বছর পূর্ণ করল নির্মাতাদের প্ল্যাটফর্ম ছবিয়াল। এ উপলক্ষে গতকাল শনিবার ঢাকার একটি রেস্তোরাঁয় আয়োজন করা হয় ২৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানের। এখানে ছবিয়ালের ভাইবেরাদেরা ছাড়াও শুভকামনা জানাতে এসেছিলেন নির্মাতা, লেখক, শিল্পীরা। ছবি : ছবিয়ালের সৌজন্যে

অভ্যুত্থান নিয়ে চলচ্চিত্র বানাবেন রাফী

প্রতিনিধি, *রাজশাহী*

চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থান নিয়ে চলচ্চিত্র বানাবেন রায়হান রাফী। গতকাল শনিবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ একাডেমিক ভবনের ১৫০ নম্বর কক্ষে এক আলোচনায় এই ঘোষণা দেন এই নির্মাতা। ‘বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের সাম্প্রতিক গতিপ্রকৃতি এবং ভবিষ্যৎ’ শীর্ষক এই আলোচনার আয়োজন করে চলচ্চিত্রবিষয়ক পত্রিকা ও সংগঠন ‘ম্যাজিক লণ্ঠন’। বার্ষিক এই আলোচনায় অতিথি হয়ে এসেছিলেন রাফী।

শুরুতে রায়হান রাফী চলচ্চিত্রে তাঁর আগমন, নির্মাতা হয়ে ওঠা, চলচ্চিত্রের বর্তমান পরিস্থিতি, ভবিষ্যতের চলচ্চিত্র নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনার পর তিনি উপস্থিত দর্শকের নানা প্রশ্নের উত্তর দেন। এক শিক্ষার্থী প্রশ্ন করেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থান নিয়ে চলচ্চিত্র বানাবেন কি না, জবাবে রাফী চলচ্চিত্র বানানোর ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, ‘এই জুলাই অভ্যুত্থানে এত এত গল্প। এই জুলাই নিয়ে অনেকগুলো সিনেমা বানাতে হবে। আমি আমার জায়গা থেকে খুব চেষ্টা করব। খুব তাড়াতাড়ি হয়তো নির্মাণ করব। সেটা মুগ্ধকে নিয়ে হোক বা পুরো ঘটনা নিয়ে হোক। কিংবা শেখ হাসিনা পালিয়ে যাওয়া নিয়ে হোক। আর আমার তো সত্য ঘটনা বলতে ভালোই লাগে। এত এত টুইস্ট, গল্প, কেন আমি বানাব না।’

বক্তব্য দেন নির্মাতা রায়হান রাফী।
ছবি : প্রথম আলো

রায়হান রাফী আরও বলেন, ‘সিনেমা এমনই শিল্প, যার মাধ্যমে প্রতিবাদ করা যায়, সমাজব্যবস্থাকে তুলে আনা যায়, এর মাধ্যমে একটি গল্পকে একটি জায়গায় বন্দী করা যায়। এই যে আমাদের একটি আন্দোলন হলো, একটি সময় গিয়ে কিন্তু মানুষ ভুলে যাবে। মানুষ দেখবে না, জানবে না; কিন্তু কোনো সিনেমায় যখন এই দৃশ্যগুলো থাকবে, তখন কিন্তু মনে থাকবে।’

আলোচিত *তুফান* চলচ্চিত্র নিয়েও কথা বলেন তিনি, ‘সিনেমাটি আমি খুব চালাকি করে বানিয়েছি। তুফানে আমরা কী দেখিয়েছি। তুফান একজন বড় সন্ত্রাসী। সে কীভাবে দেশ দখল করছে। সে একটি দলকে খুন করে আরেকটি দলকে ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছে ভোট ডাকাতি করে। আগের গভর্নমেন্ট কিন্তু এই কাজই করেছিল; কিন্তু আমি এমনভাবে গানে গানে শাকিব খানের ভাবচক্কর দিয়ে দেখিয়েছি, ওরা অনেকে বুঝতেই পারেনি যে আসলে কী। আপনারা *তুফান* যদি আরেকবার খেয়াল করে দেখেন। তুফানের গল্প কিন্তু ডার্ক পলিটিকস। তো আমি পলিটিকসকে, ডার্ক পলিটিকসকে এমনভাবে দেখানোর চেষ্টা করছি, সেন্সর বোর্ড বুঝতেই পারেনি যে আমি আসলে একটা ডার্ক পলিটিকসের গল্প বলছি। ভোট ডাকাতির গল্প বলছি। আমি এভাবেই সিনেমা বানানোর চেষ্টা করি। মাঝেমধ্যে পার পাই, মাঝেমধ্যে পাই না। যেমন *অমীমাংসিত*-তে পাইনি।’

ম্যাজিক লণ্ঠন সদস্য রোখসানা আরশি ও জেরিন আল জান্নাতের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন ম্যাজিক লণ্ঠনের সহকারী সম্পাদক রীতা জান্নাত। আয়োজনে সমাপনী বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও ম্যাজিক লণ্ঠন সম্পাদক কাজী মামুন হায়দার।

আলাপন

বিঞ্জে মুক্তি পেয়েছে *সেকশন ৩০২*। ইউটিউবে ট্রেন্ডিংয়ে একাধিক নাটক। বিরতির পরে কাজে ফেরা, প্রেমের গুজবসহ নানা প্রসঙ্গে ‘বিনোদন’-এর সঙ্গে কথা বললেন অভিনেত্রী **তাসনুভা তিশা**

আমি হাসব নাকি কাঁদব এসব মন্তব্য শুনে

বিরতির পরে ফিরেই ছাত্র আন্দোলনের মুখে পড়লেন। একের পর এক স্থগিত হচ্ছিল শুটিং। তখন কী মনে হচ্ছিল?

এবার ফেরার পরে খুবই চিন্তা হচ্ছিল। কেউ আমাকে নিয়ে নাটক বানাবে কি না, কেউ প্রযোজনা করবে কি না, বলা যায় অভিনয় ক্যারিয়ার নিয়েই একধরনের অনিশ্চয়তা ছিল। কারণ, আমাকে নিয়ে কাজ না হলে তো দর্শকের কাছে যেতেও পারব না। কিছু কাজ হলেও শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে একের পর এক নাটকের শুটিং বাতিল হচ্ছিল। আবার দেখা গেল, আন্দোলন শেষ। ইউটিউবে নাটকের দর্শক নেই। তার মধ্যে নাটক মুক্তি পাচ্ছিল আর আমি ভয়ে দিন পার করছিলাম। পরে তো দর্শকদের কাছে যেতে পেরেছি।

আগেও বিরতি নিয়েছেন, প্রতিবার নতুন করে আবার দর্শকের কাছে আসতে হয়েছে।

বিরতির পরে একেবারে নতুন করেই শুরু করতে হয়। দেখা যায় আমি ফর্মে ছিলাম, নিয়মিত কাজ করছি, সেখানে থেকে ব্যক্তিগত কারণে বিরতি নিয়েছি। কিন্তু সময় তো কারও জন্য অপেক্ষা করে না। মা হওয়ার আগে ও পরে দীর্ঘ একটি বিরতি দিয়েছি। যে কারণে দর্শকের আগ্রহ নিয়েই বেশি ভেবেছি, দর্শক আমাকে কতটা নেবে...আমি কি আর ফর্মে ফিরে যেতে পারব। এই জন্য ঠিক পরীক্ষার সময়ের মতো সচেতন হয়ে নিয়মিত ডায়েট, জিম করে শরীর ঠিক করেছি। সেখানে বাধাবিপত্তি পেরিয়ে দুঃসময়েও পাস করে গেছি।

কীভাবে বুঝলেন পাস করে গেছেন?

এই সময়ে ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যেতে পারত। সেখানে দর্শক আমার নাটক দেখছেন, নিয়মিত অভিনয় করতে পারছি, ওটিটির কাজ করলাম। পরিচালকেরা আমাকে ভাবছেন। এটাই আমার কাছে পাস করার মতো। এটা বুঝেছি, আমার কাছে দর্শকের প্রত্যাশা অনেক বেশি। চার দিন আগে মুক্তি পাওয়া *সেকশন ৩০২* নিয়েও একই কথা বলব।

পুলিশের চরিত্র কতটা চ্যালেঞ্জিং ছিল?

মহানগর-এর কথা সব সময়ই আমার মাথায় ছিল। সেখানে তো মোশাররফ করিম ভাই সেরা অভিনয় করেছেন। তবে আমি চেয়েছিলাম নারী পুলিশ হিসেবে কোনো চরিত্রকে মাথায় না নিতে। ভালো-মন্দ মিলিয়েই চরিত্রটা। প্রথমবার পুলিশের চরিত্রে অভিনয় করতে গিয়ে দেখলাম কাজটা অনেক কঠিন। কারও সঙ্গে যেন মিলে না যায়, একটা স্বাতন্ত্র্য ধরে রাখার চেষ্টা করেছি।

আরশ খানের সঙ্গে জুটি হয়ে কাজ করছেন...

কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই জুটি হয়ে গেছে। আমার দীর্ঘ ক্যারিয়ারে কখনোই জুটি হয়ে কাজ করিনি। আমি সবার সঙ্গে কাজ করেছি। কারণ, জুটিপ্রথার মধ্যে নেই আমি। সেখানে হঠাৎ করেই আরশ খানের সঙ্গে জুটি হয়ে গেল। ভক্তরা যে গ্রহণ করেছেন, এটাকে আশীর্বাদ বলব।

‘হঠাৎ তুমি এলে’, ‘তবুও জীবন’, ‘আই কুইট’সহ একসঙ্গে বেশ কিছু কাজ নিয়ে ভক্তরা কী বলছেন?

একসঙ্গে বেশ কিছু কাজ দেখার পরে দর্শক পছন্দ করতে থাকেন। এখন তাঁরা আমাদের নিয়ে পজিটিভ কথা বলেন। কেউ কেউ গুজবও ছড়ান।

কী গুজব?

অনেকেই মন্তব্যে বা বিভিন্ন গ্রুপে লেখেন আমরা প্রেম করছি। কেউ কেউ লেখেন আমাদের বিয়ে করা উচিত। আমি হাসব নাকি কাঁদব (হাসি)। আমি যে বিয়ে করেছি, সেটাই অনেকে জানে না। একসঙ্গে অভিনয় করতে গেলে গুজব ছড়াবেই। এ জন্য তো কাজ বাদ দিয়ে বসে থাকা যাবে না।

অভিনয়, ক্যারিয়ার কখনো দুশ্চিন্তায় ফেলে?

এবার ফেরার পরে ভয় হচ্ছিল। কারণ, অভিনয় ছাড়া আর কিছুই পারি না। দর্শক যদি গ্রহণ না করে, তাহলে তো অভিনয় ক্যারিয়ার শেষ। তখন অবশ্য এটাও ভেবেছিলাম, দর্শক গ্রহণ না করলে পরিচালনায় নামব।

সাক্ষাৎকার : **মনজুরুল আলম**, ঢাকা

তাসনুভা তিশা। ছবি : জাহিদুল করিম

> ছেলেরা জানে, (আমি চলে গেলে) তাদের আসলে কী করতে হবে।

পেপ গার্দিওলা
তিনি চলে গেলেও ম্যানচেস্টার সিটি ভেঙে পড়বে না বলে **মনে করে**ন ক্লাবটির ইতিহাসে সবচেয়ে সফল কোচ

তাবিথের কণ্ঠেও সংস্কারের প্রতিশ্রুতি

নতুন বাফুফে সভাপতি

তাবিথ আউয়ালের সভাপতি নির্বাচিত হওয়াটা অনুমেয়ই ছিল। নির্বাচিত হয়েই বলেছেন সংস্কারের কথা।

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দুপুরে সংবাদমাধ্যমকে কিছুই বললেন না সভাপতি প্রার্থী তাবিথ আউয়াল। জানিয়ে দিলেন যা বলবেন, সন্ধ্যা ৬টার পর। ভোট শেষ হওয়ার কথা ছিল সে সময়ই। সভাপতি পদে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন দিনাজপুরের ক্রীড়া সংগঠক ও ফুটবল কোচ মিজানুর রহমান চৌধুরী। অখ্যাত এই প্রার্থীর বিপক্ষে তাবিথের জয়টা অনুমিতই ছিল। হলোও তাই। সন্ধ্যার শুরুতেই প্রধান নির্বাচন কমিশনার মেজবাহউদ্দিন ঘোষণা করলেন সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়ে গেছেন তাবিথ। ১৩৩ কাউন্সিলরের মধ্যে ১২৮ জন ভোট দিয়েছেন। এর ১২৩টি ভোটই পেয়েছেন তাবিথ। মিজানুর মাত্র ৫ ভোট।

বেলা ১১টা থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হওয়ার আগে চলেছে এজিএম। এই প্রথমবারের মতো বাফুফের এজিএমে বাজেট পাস করা যায়নি। কাউন্সিলররা এই বাজেট আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ছেড়ে দেন নতুন নির্বাচিত কমিটির কাছে। বিদায়ী সভাপতি কাজী সালাহউদ্দিন তাঁর ভাষণে কাউন্সিলরদের ফুটবলপ্রেমী সংগঠকদের নির্বাচিত করারও পরামর্শ দেন।

তাবিথ আউয়াল

মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন সিনিয়র সহসভাপতি পদে তরফদার রুহুল আমিন প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নেওয়ায় এই পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়ে যান ইমরুল হাসান। কাল হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ইমরুলই ছিলেন সবচেয়ে নির্ভার মানুষ। সহসভাপতির ৪ পদ আর ১৫ সদস্য পদে নির্বাচনী লড়াই ছিল যথেষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। এর মধ্যে আলাদা করেই সবার চোখ ছিল সহসভাপতির চার পদে। ৬ প্রার্থী—নাসের শাহরিয়ার জাহেদী, ফাহাদ মোহাম্মদ আহমেদ করিম, সাব্বির আহমেদ আরেফ আর ওয়াহিদউদ্দীন চৌধুরীদের সঙ্গে নির্বাচন করেছিলেন দেশের দুই সাবেক তারকা ফুটবলার সৈয়দ রুম্মন বিন ওয়ালী সাব্বির ও শফিকুল ইসলাম মানিক। হেরে গেছেন দুজনই। সহসভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন যে চারজন, ফুটবল সংগঠকের সঙ্গে তাঁদের ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক পরিচয়ও আছে।

সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েই ফুটবল সংস্কারের কথা বলেছেন তাবিথ আউয়াল। এ জন্য নতুন নির্বাহী কমিটির প্রথম সভাতেই বাফুফের গঠনতন্ত্র পরিবর্তনের আলোচনা হবে বলে জানিয়েছেন, 'আমরা ফুটবলে সংস্কার আনতে চাই। সে কারণে নির্বাহী কমিটির প্রথম সভাতেই গঠনতন্ত্র ও লিখিত আইনগুলো পরিবর্তনের উদ্যোগ হাতে নেব। একই সঙ্গে ফুটবল যেন মাঠে থাকে এবং ফুটবলের মান যেন আরও উন্নত হয়, সে ব্যাপারে আমরা কাজ শুরু করব।'

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত সিনিয়র সহসভাপতি ইমরুল হাসান সম্প্রতি ফুটবল উন্নয়নের একটি পরিকল্পনা তৈরি করেছেন। 'ফুটবল ৩৬০ ডিগ্রি' শিরোনামের সেই কর্মপরিকল্পনায় প্রাতিষ্ঠানিক, কৌশলগত, পরিচালনাগতভাবে ফুটবল উন্নয়নের সঙ্গে ফুটবলকে বিপণন করা ও এর অনুসারী (ফ্যানবেজ) সংখ্যা বাড়ানোর জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার কথা বলেছেন। তাবিথ সেই পরিকল্পনা ধরেই এগিয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন, 'আমাদের সিনিয়র সহসভাপতি একটা ৩৬০ ডিগ্রি পরিকল্পনা দিয়েছেন। এই পরিকল্পনা ধরেই আমরা এগোব।'

১৬ বছর পর বাফুফের সভাপতি পদে পরিবর্তন এসেছে। ২০০৮ সালে প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর আরও তিন মেয়াদে বাফুফে সভাপতির চেয়ারে ছিলেন কাজী সালাহউদ্দিন। তাবিথ অবশ্য আগের কমিটির প্রতি নিজের কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন দলীয়করণমুক্ত ফুটবল ফেডারেশনেরও, 'ক্রীড়াক্ষেত্রে যেন দলীয়করণ না হয়, সেই নির্দেশনা আমরা পেয়েছি দেশনায়ক তারেক রহমান আর দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার কাছ থেকে।'

সালাহউদ্দিন-অধ্যায়ের শেষে দেশের ফুটবল শুরু হতে যাচ্ছে নতুন এক অধ্যায়। তাবিথ আউয়াল সেই অধ্যায়ের কান্ডারি হিসেবে ফুটবলকে কতটুকু এগিয়ে নিতে পারবেন, সেটিই দেখার অপেক্ষায় দেশের ফুটবলপ্রেমীরা।

বাফুফের নির্বাহী কমিটি

সভাপতি : তাবিথ আউয়াল
সিনিয়র সহসভাপতি : ইমরুল হাসান
সহসভাপতি : নাসের শাহরিয়ার জাহেদী, ফাহাদ মোহাম্মদ আহমেদ করিম, ওয়াহিদউদ্দীন চৌধুরী হ্যাপি, সাব্বির আহমেদ আরেফ।
সদস্য : ইকবাল হোসেন, আমিরুল ইসলাম, গোলাম গাউস, মহিউদ্দিন আহমেদ সেলিম, টিপু সুলতান, মনজুরুল করিম, জাকির হোসেন চৌধুরী, মাহফুজা আক্তার কিরন, কামরুল হাসান হিল্টন, সত্যজিৎ দাশ রুপু, ইমতিয়াজ হামিদ সবুজ, সাখাওয়াৎ হোসেন ভূঁইয়া, বিজন বড়ুয়া, মোহাম্মদ এখলাছউদ্দীন/সাইফুর রহমান মনি।

নাজমুলের নেতৃত্ব ছাড়তে চাওয়ার তিন কারণ

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

প্রধান কোচ পদে রদবদল ঘটে গেল। চন্ডিকা হাথুরুসিংহেকে বিদায় করে বিসিবি নতুন কোচ করেছে ফিল সিমন্সকে। এবার বিসিবিকে নতুন অধিনায়কও খুঁজতে হতে পারে! দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের পর যে অধিনায়কত্বের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাইছেন নাজমুল হোসেন!

ক্রিকেট ওয়েবসাইট ক্রিকবাজের তথ্য অনুযায়ী, অধিনায়কত্ব ছাড়তে চাওয়ার কথা এরই মধ্যে অনানুষ্ঠানিকভাবে বিসিবিকে জানিয়ে দিয়েছেন নাজমুল। প্রথমে শুধু টি-টোয়েন্টির নেতৃত্ব ছাড়তে চাইলেও পরে নাকি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ছাড়লে তিন সংস্করণের নেতৃত্বই ছাড়বেন।

জানা গেছে, বিসিবি সভাপতি ফারুক আহমেদ এবং একাধিক বোর্ড পরিচালক ছাড়াও নাজমুলের নেতৃত্ব ছাড়তে চাওয়ার ব্যাপারে অবগত আছেন জাতীয় দলের আশপাশে থাকা দু-একজন কোচ এবং নির্বাচক কমিটির সদস্যরা। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠেয় দ্বিতীয় টেস্টের দল নির্বাচনী সভায় সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠেয় আফগানিস্তানে সিরিজের দল নিয়েও আলোচনা করতে চেয়েছিল নির্বাচক কমিটি। কিন্তু নাজমুল নাকি তাদের বলেছেন, দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের পর নতুন যিনি দলের নেতৃত্ব নেবেন, আলোচনাটা তাঁর সঙ্গে করাই ভালো। নাজমুল অধিনায়ক হয়েছিলেন গত ফেব্রুয়ারিতে। এ সময়ের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে মিরপুর টেস্ট পর্যন্ত বাংলাদেশ দলকে ৯ টেস্টে নেতৃত্ব দিয়ে তিনটিতে জিতেছেন। জয়গুলোও আবার নিউজিল্যান্ড ও পাকিস্তানের মতো দলের বিপক্ষে। নাজমুলের নেতৃত্বে ৯ ওয়ানডে খেলে বাংলাদেশ জিতেছে ৩টিতে। ২৪টি টি-টোয়েন্টির ১০টিতে এসেছে জয়।

গত ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় দলের অধিনায়ক হওয়ার কিছুদিন আগেই প্রথম আলোকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নাজমুল বলেছিলেন, বিসিবি তাঁকে অধিনায়ক করার প্রস্তাব দিলে তিনি চাইবেন লম্বা সময়ের জন্য দায়িত্ব নিতে, যেন দলটাকে গুছিয়ে নিতে পারেন। সেই নাজমুলের আট মাস পরই নেতৃত্ব ছেড়ে দিতে চাওয়া বিস্ময় জাগাতে বাধ্য। অধিনায়কত্ব পাওয়ার পর ব্যাটিং নিয়ে কিছু সমালোচনা হলেও তাঁর নেতৃত্ব নিয়ে বিসিবি কোনো প্রশ্ন তুলেছে বলে শোনা যায়নি। বরং মাঠে নাজমুলের অধিনায়কত্ব প্রশংসিতই হয়েছে। দায়িত্ব ছাড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করার পরও বিসিবি তাঁকে অধিনায়কত্ব চালিয়ে যেতে অনুরোধ করেছে বলে জানিয়েছে সূত্র।

নাজমুলের অধিনায়কত্ব ছাড়তে চাওয়ার কারণ মূলত তিনটি হলেও দৃশ্যমান কারণ এখন পর্যন্ত দুটি। বিসিবির কর্মকর্তাদের জানানো তাঁর সেই দুটি কারণের প্রথমটি 'ব্যক্তিগত'। 'ব্যক্তিগত' কারণটা কী, সেটি অবশ্য ব্যাখ্যা করেননি। অন্য আরেকটি কারণের কথাও বলেছেন বিসিবির এক পরিচালককে, যেটি অনুমান করে নিতে পারেন যে কেউই। নাজমুল বলেছেন, তাঁর ব্যাটিংটা ভালো হচ্ছে না। তিনি চান নেতৃত্ব ছেড়ে ব্যাটিংয়ে আরও বেশি মনোযোগ দিতে।

অধিনায়ক হওয়ার পর নাজমুলের ব্যাটিং পরিসংখ্যান অবশ্য দুই রকম কথাই বলে। অধিনায়কের ভূমিকায় টেস্টে তাঁর ব্যাটিং গড় (২৫.৭৬) ক্যারিয়ার গড়ের (২৮.৬৮) চেয়ে কম হলেও ওয়ানডেতে উল্টো চিত্র। ক্যারিয়ার গড় ৩৩.২৯

> নাজমুলের অধিনায়কত্ব ছাড়তে চাওয়ার কারণ মূলত তিনটি হলেও দৃশ্যমান কারণ এখন পর্যন্ত দুটি। বিসিবির কর্মকর্তাদের জানানো তাঁর সেই দুটি কারণের প্রথমটি 'ব্যক্তিগত'। 'ব্যক্তিগত' কারণটা কী, সেটি অবশ্য ব্যাখ্যা করেননি।

হলেও সেখানে অধিনায়ক হিসেবে গড় ৫২। আর টি-টোয়েন্টিতে ক্যারিয়ার গড় ২২.৮৫ ও অধিনায়ক হিসেবে ১৮.৭৬।

ব্যাটিংয়ে মনোযোগ দিতে চাওয়াটাকে অধিনায়কত্ব ছাড়ার একটি কারণ বললেও নাজমুল নিজে অধিনায়কত্ব তাঁর ব্যাটিংয়ে কতটা নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে বলে মনে করেন, সেটি নিয়ে প্রশ্ন থাকেই। কারণ, জাতীয় দলের দায়িত্ব নেওয়ার আগে 'এ' দল, এইচপি এবং অন্যান্য পর্যায়ের ক্রিকেটে অধিনায়কত্ব করার অভিজ্ঞতা থেকে তিনিই বলেছিলেন, 'আমার ওপর এটা (অধিনায়কত্ব) কোনো চাপ নয়। আমি যখন ব্যাটিং করি, তখন আমার কিন্তু মনে থাকে না আমি অধিনায়ক।'

তাহলে এখন কেন উল্টো কথা? নাজমুলের ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র জানিয়েছে, বিসিবি কর্মকর্তাদের ওই দুটি কারণের কথা বললেও নাজমুলের নেতৃত্ব ছাড়ার অন্য কারণ থাকাটাও অস্বাভাবিক নয়। তবে তিনি সেটি নিয়ে এখনো বিসিবির কারও সঙ্গে আলোচনা করেননি। বোর্ড সভাপতি ফারুক আহমেদ আজ দেশে ফেরার পর সুযোগ পেলে তাঁর সঙ্গে এ নিয়ে নিয়ে কথা বলার ইচ্ছা নাজমুলের।

গোপন সে বিষয়টি কী, স্বাভাবিকভাবেই এখনই তা বিস্তারিত জানা সম্ভব নয়। তবে অধিনায়কের ঘনিষ্ঠ এক সূত্রের আভাস, বিসিবি তাঁকে অধিনায়কত্ব চালিয়ে যেতে বললে নাজমুল কিছু শর্ত সাপেক্ষেই কেবল তাতে রাজি হতে পারেন। দল পরিচালনায় নিজের কিছু চাহিদার কথা হয়তো বোর্ড সভাপতিকে জানাবেন তিনি।

বিসিবি সভাপতি তাতে রাজি হলে নিজের অবস্থান থেকে সরেও আসতে পারেন নাজমুল। আর নয়তো আমিরাতে বাংলাদেশ দল আফগানিস্তান সিরিজ খেলতে যাবে নতুন অধিনায়কের নেতৃত্বে।

ভুটান নয়, বাটলারের 'যুদ্ধটা' অন্য

সাফ নারী ফুটবল

মাসুদ আলম, *কাঠমান্ডু থেকে*

পরদিন সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালের মতো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। ভুটানকে হারালেই দক্ষিণ এশিয়ার নারী ফুটবলের মুকুট ধরে রাখার লক্ষ্য পূরণে ফাইনালে উঠবে বাংলাদেশ। এমন দিনে দলের পরিকল্পনা, প্রতিপক্ষকে কীভাবে দেখছেন এসব নিয়েই তো কথা বলবেন একজন কোচ। পিটার বাটলার তা বলেছেনও।

কিন্তু কাঠমান্ডুর আর্মি হেড কোয়ার্টার্স মাঠে কাল মধ্যদুপুরে গনগনে রোদের মধ্যে অনুশীলন শেষে নিজে থেকেই যে প্রসঙ্গটা তিনি তুলেছেন, তা একেবারেই অপ্রত্যাশিত। বাইরে থেকে বাংলাদেশ দলে অশান্তি তৈরি করছেন সাবেক কোচ গোলাম রব্বানী। শুনে উপস্থিত সাংবাদিকেরা থ বনে গেলেন। বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের অন্দরে এসব হচ্ছেটা কী?

গোলাম রব্বানীর নাম উচ্চারণ না করে বাটলার বলেন, 'আমরা উন্নতি করছি। তবে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মনোযোগ ধরে রাখা, যেটা কঠিন...আমি এটা নিয়ে বলব। এটা কঠিন যে যখন বাফুফের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তি, নারী দলের সাবেক কোচ (গোলাম রব্বানী) যারা দলকে বিরক্ত, প্ররোচিত করার চেষ্টা করছে

> অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, দলে কোণঠাসা বাটলারের সামনে ভুটান নয়, যুদ্ধটা যেন অন্য। যে যুদ্ধটা আজ কাঠমান্ডুর দশরথ রঙ্গশালায় শুরু বাংলাদেশ সময় বেলা পৌনে দুইটায়

এবং মেয়েদের পুরোপুরি অসত্য তথ্য দিচ্ছে। আমি মনে করি, এটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় এবং মেনে নেওয়া যায় না।'

হঠাৎ বাটলার গোলাম রব্বানীকে এভাবে তীব্র আক্রমণ করলেন কেন, এর ব্যাখ্যাটা অনেক লম্বা। পাকিস্তানের সঙ্গে ড্রয়ের পর মিডফিল্ডার মনিকা চাকমা বলেছিলেন, কোচ তো সিনিয়রদের পছন্দই করেন না। অন্যদিকে কোচ মনে করেন সিনিয়ররা গোলাম রব্বানী দ্বারা প্রভাবিত। ভারত ম্যাচের পর অধিনায়ক সাবিনা খাতুনের মুখে শোনা গিয়েছিল ম্যাচের আগে তিনি চেষ্টা করেন গোলাম রব্বানীর সঙ্গে কথা বলতে। রব্বানীর সঙ্গে তাঁর ১৪ বছরের সম্পর্ক আর বর্তমান কোচের সঙ্গে কয়েক মাসের। দুটিকে সাবিনা এক করে দেখতে রাজি নন।

এসব দেখেশুনেই কিনা বাটলার রেগে আগুন, 'আমি জানি না তাদের মধ্যে কোনো ঈর্ষাবোধ বা নিরাপত্তাহীনতাবোধ আছে কি না। এমন পরিস্থিতিতে একটা দল গোছানোর চেষ্টা করা কঠিন। যেখানে একটা টুর্নামেন্টে আমরা ফাইনাল খেলার দিকে আছি, এমন সময় এটা করা ঠিক নয়। এটি একেবারেই অপেশাদার বিষয়।'

গোলাম রব্বানী অবশ্য বাটলারের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে উল্টো ব্রিটিশ কোচকে ব্যর্থ বলছেন। মেয়েদের সঙ্গে তাঁর কোনো যোগাযোগ নেই, বাফুফে ভবন বা মেয়েদের অনুশীলনের আশপাশে যান না দাবি করে রব্বানী বলেছেন, মেয়েরা অনেক সময় দোয়া নিতে তাঁকে ফোন করে। কেউ দোয়া নিতে চাইলে ফোন না ধরে কি পারা যায়? বাটলার নিজের ব্যর্থতা ঢাকতেই এসব কথা বলছেন বলে মন্তব্য গোলাম রব্বানীর।

ওদিকে বাটলারের কথায় পরিষ্কার, সিনিয়রদের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব তৈরি হয়েছে। সিনিয়রদের কথায়ও সেটার ইঙ্গিত মেলে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, দলে কোণঠাসা বাটলারের সামনে ভুটান নয়, যুদ্ধটা যেন অন্য। যে যুদ্ধটা আজ কাঠমান্ডুর দশরথ রঙ্গশালায় শুরু বাংলাদেশ সময় বেলা পৌনে দুইটায়।

ভুটানের বিপক্ষে এর আগে ছয় ম্যাচেই জিতেছে বাংলাদেশ। গত সাফের সেমিতে জিতেছে ৮-০ গোলে। কিন্তু এবারের ভুটান দল একটু অন্য রকম, ৩ ম্যাচে তারা ১৭ গোল করেছে। বাংলাদেশের মিডফিল্ডার মারিয়া মান্দা তাই বললেন, 'ওরা অনেক উন্নতি করেছে। আমাদের সতর্ক হয়েই খেলতে হবে।' এমন ম্যাচেই কিনা অধিনায়ক সাবিনা খাতুন অনিশ্চিত। অসুস্থ থাকায় কাল অনুশীলনেও আসেননি।

অভিষেকে মারুফ মৃধার ৬ উইকেট

জাতীয় ক্রিকেট লিগ

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ভেজা আউটফিল্ডের কারণে জাতীয় ক্রিকেট লিগের দ্বিতীয় রাউন্ডের দুটি ম্যাচে প্রথম দিনের খেলা মাঠে গড়ায়নি। দিনের অন্য দুই ম্যাচে ছিল বোলারদের দাপট। বিকেএসপির চার নম্বর মাঠে ঢাকা মেট্রোর মারুফ মৃধা প্রথম শ্রেণির অভিষেকে ৬ উইকেট নিয়েছেন। তাঁর বোলিংয়ে রাজশাহী বিভাগ মাত্র ৭৭ রানে অলআউট হয়ে গেছে। সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে চট্টগ্রাম বিভাগকে ১৯৮ রানে থামিয়েছেন সিলেটের বোলাররা।

ইমার্জিং এশিয়া কাপ দলে থাকায় মৃধার জাতীয় লিগের প্রথম রাউন্ড খেলা হয়নি। কাল শুরু হওয়া জাতীয় লিগের দ্বিতীয় রাউন্ডের ম্যাচে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এই বাঁহাতি পেসারের অভিষেকটা হলো মনে রাখার মতো। ১১.২ ওভারে মাত্র ২২ রান দিয়ে ৬ উইকেট নিয়েছেন। তাঁর তোপেই ভেঙে পড়েছে রাজশাহী। দিন শেষে ঢাকা মেট্রো ৫ উইকেটে করেছে ১৩৮ রান। এই রাউন্ডে সিলেট বিভাগের হয়ে খেলছেন দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের চট্টগ্রাম টেস্টের দলে থাকা জাকির হাসান। তাঁর নেতৃত্বে চট্টগ্রাম বিভাগকে ৪৫.২ ওভারে ১৯৮ রানে অলআউট করে সিলেট। ইয়াসির আলী সর্বোচ্চ ৭৩ রান করেছেন। জবাবে দিন শেষে সিলেট ৩৮ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে করেছে ১১৪।

ইস্পাহানি প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৪

আবারও বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল-উৎসব

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

আবার শুরু হচ্ছে ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট। এ বছর টুর্নামেন্টটি শুরু হবে আগামী ১৭ নভেম্বর, অংশ নেবে ৪০টি দল। এর মধ্যে ঢাকা অঞ্চলের ২৪টি, চট্টগ্রাম অঞ্চলের ৮টি, খুলনা অঞ্চলের ৪টি ও রাজশাহী অঞ্চলের ৪টি সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। নকআউট পদ্ধতির টুর্নামেন্টটিতে দেশের চারটি অঞ্চলকে আটটি গ্রুপে ভাগ করে খেলা হবে। প্রথমে হবে আঞ্চলিক বাছাইপর্ব। আট গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন দল নিয়ে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ঢাকায় হবে মূল পর্ব। এ টুর্নামেন্টের প্রচার সহযোগী এটিএন বাংলা।

ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৪ আয়োজন উপলক্ষে গতকাল ঢাকায় *প্রথম আলোর* কার্যালয়ে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক প্রতিনিধি ও অধিনায়কেরা উপস্থিত ছিলেন। টুর্নামেন্ট নিয়ে শিক্ষক প্রতিনিধি ও অধিনায়কদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন টুর্নামেন্টটির পরিচালনা ও টেকনিক্যাল কমিটির প্রধান এবং জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক আশরাফউদ্দিন আহমেদ চুন্নু। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) হেড অব রেফারিজ ও সাবেক ফিফা রেফারি আজাদ রহমান।

মতবিনিময় সভায় আরও ছিলেন *প্রথম আলোর* প্রধান ক্রীড়া সম্পাদক উৎপল শুভ্র, ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন, যুব কার্যক্রম ও ইভেন্টসের প্রধান সমন্বয়ক মুনির হাসান এবং হেড অব কালচারাল প্রোগাম কবির বকুল। সভায় বক্তারা শিক্ষার্থীদের মেধার সঙ্গে খেলাধুলা চর্চার মাধ্যমে তাঁদের আরও শারীরিক ও মানসিকভাবে বিকশিত করে দক্ষ ও পরিশ্রমী হিসেবে গড়ে তোলার গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো উচিত বলেও মন্তব্য করেন বক্তারা।

ছোট পর্দায় আজ

জাতীয় ক্রিকেট লিগ	*ইউটিউব/বিসিবি*
ঢাকা বিভাগ-রংপুর	সকাল ১০টা
সিলেট-চট্টগ্রাম	সকাল ১০টা
ঢাকা মহানগর-রাজশাহী	সকাল ১০টা
খুলনা-বরিশাল	সকাল ১০টা
মেয়েদের ওয়ানডে	*টি স্পোর্টস*
ভারত-নিউজিল্যান্ড	বেলা ২টা
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ	*স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও ২*
ওয়েস্ট হাম-ম্যান ইউনাইটেড	রাত ৮টা
চেলসি-নিউক্যাসল	রাত ৮টা
আর্সেনাল-লিভারপুল	রাত ১০-৩০ মি.
বুন্দেসলিগা	*সনি স্পোর্টস ২*
বোখুম-বায়ার্ন	রাত ৮-৩০ মি.

ভারত-পাকিস্তানে স্পিন-রাজ

যাঁর স্পিনে নিউজিল্যান্ডের ঐতিহাসিক জয়, সেই মিচেল স্যান্টনারকে জড়িয়ে রাচিন রবীন্দ্রর উচ্ছ্বাস। ছবি : এএফপি

সাজিদ-নোমানের উদ্‌যাপন। মুলতানের চেনা ছবিটাই আবার দেখা গেল রাওয়ালপিন্ডিতে। ছবি : এএফপি

কিউইদের প্রথম ভারত-জয়

পুনে টেস্ট

খেলা ডেস্ক

'মিচ স্যান্টনারের কথা বলতেই হবে'—টম ল্যাথাম এই কথাটা বলে একটু থামলেন। নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক একটু দমই নিয়ে নিলেন। এরপর যে সতীর্থের প্রশংসায় শব্দের পর শব্দ খরচ করতে হবে তাঁকে।

স্যান্টনারের সেটি প্রাপ্যই। পুনেতে ভারতের বিপক্ষে নিউজিল্যান্ডের ঐতিহাসিক জয়ের নায়ক তো এই বাঁহাতি স্পিনারই। ১১৩ রানের সেই জয়ে ৬৯ বছরের চেষ্টায় ভারতের মাটিতে প্রথমবার টেস্ট সিরিজ জিতেছে নিউজিল্যান্ড। তাতে অজেয় হয়ে ওঠা ভারত দুর্গেরও পতন হলো। ঘরের মাঠে টেস্টে ১২ বছরে টানা ১৮ সিরিজ জয়ের পর হারল ভারত।

প্রথম ইনিংসে ৭ উইকেট নেওয়ার পর কাল ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে স্যান্টনার নিয়েছেন ৬ উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসে তো পিঠের অস্বস্তি নিয়েই ওভারের পর ওভার বল করে গেলেন। ক্যারিয়ারের প্রথম ২৮ টেস্টে যাঁর ইনিংসে ৪ উইকেটই ছিল না, এক টেস্টেই কিনা তিনি পেয়ে গেলেন ১৩ উইকেট! কাল সকালে ৫ উইকেটে ১৯৮ রান নিয়ে দিন শুরু করা নিউজিল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংসে অলআউট হয়ে গেছে ২৫৫ রানে। প্রথম ইনিংসে ৭ উইকেট নেওয়া ভারতীয় অফ স্পিনার ওয়াশিংটন সুন্দর এবার পেয়েছেন ৪ উইকেট। ৩৫৯ রানের লক্ষ্যে ব্যাটিংয়ে নামা ভারত দ্বিতীয় ইনিংসে অলআউট হয়ে গেছে ২৪৫ রানেই। রবীন্দ্র জাদেজা এজাজ প্যাটেলকে ছক্কা মারতে গিয়ে লং অনে টিম সাউদির হাতে ক্যাচ দিতেই ভারতের মাটিতে টেস্ট সিরিজ জয়ের উৎসবে মেতে উঠেছে নিউজিল্যান্ড। রান তাড়ায় ভারতের শুরুটা খারাপ ছিল না। ষষ্ঠ ওভারে অধিনায়ক রোহিত শর্মা (৮) যখন স্যান্টনারের প্রথম শিকার হলেন, ভারতের রান তখন ৩৪। এরপর আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে শুবমান গিলকে নিয়ে ৬২ রানের জুটি গড়েন যশস্বী জয়সোয়াল। গিলকে আউট করে জুটি ভাঙার পর স্যান্টনার যখন জয়সোয়ালকেও ফিরিয়ে ম্যাচে নিজের দশম উইকেট পেলেন, ভারতের স্কোর ৩ উইকেটে ১২৭। ৬৫ বলে ৭৭ রান করা ভারতীয় ওপেনার মেরেছেন ৯টি চার ও ৩টি ছক্কা। ৪১ বলে ৫০ ছুঁয়ে টেস্টে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ভারতের দ্রুততম ফিফটির রেকর্ডও গড়েছেন জয়সোয়াল। সঙ্গে এক বছরে ভারতের মাটিতে টেস্টে সবচেয়ে বেশি রান করার রেকর্ডও।

পরের ওভারে অসম্ভব একটি সিঙ্গেল নিতে গিয়ে রানআউট হয়ে স্কোরটাকে ১২৭/৪ বানিয়ে দেন ঋষভ পন্ত। ভারত চা-বিরতির আগেই হারিয়ে ফেলে আরও ৩ উইকেট। ফিরে যান বিরাট কোহলি, সরফরাজ খান ও ওয়াশিংটন সুন্দর। ৭ উইকেটে ১৭৮ রান নিয়ে চা-বিরতিতে যাওয়া ভারত এরপর ব্যবধান কমিয়েছে জাদেজার ব্যাটে।

পিঠের অস্বস্তি নিয়েই দ্বিতীয় ইনিংসে ২৯ ওভার বোলিং করা স্যান্টনার বললেন উইকেটগুলোই ওষুধের কাজ করেছে, 'একটু অস্বস্তি ছিল। বেশি বেশি বোলিং করার জন্যই বোধ হয়। তবে যখনই আমি উইকেট পাই, মনে হয়েছে অস্বস্তিটা একটু কমেছে।' ঘরের মাঠে সিরিজ হারের মতো বিরল অভিজ্ঞতা নেওয়ার পর ভারত অধিনায়ক নিজেদের বাজে ব্যাটিংকেই দায় দিলেন, 'আমার মনে হয় না বোর্ডে বড় রান জমা করার মতো ভালো ব্যাটিং করেছি আমরা।'

> **২৪**
> ভারতের ওয়াশিংটন সুন্দর নিয়েছেন ১১ উইকেট, নিউজিল্যান্ডের মিচেল স্যান্টনার ১৩টি। এর আগে ২২ বার দুজন বোলার এক টেস্টে ১০ উইকেট নিয়েছেন।

সংক্ষিপ্ত | স্কোর

নিউজিল্যান্ড : ২৫৯ ও ৬৯.৪ ওভারে ২৫৫ (ল্যাথাম ৮৬, ফিলিপস ৪১, ব্লান্ডেল ৪১, ইয়াং ২৩; সুন্দর ৪/৫৬, জাদেজা ৩/৭২, অশ্বিন ২/৯৭)।
ভারত : ১৫৬ ও ৬০.২ ওভারে ২৪৫ (জয়সোয়াল ৭৭, জাদেজা ৪২, গিল ২৩, সুন্দর ২১; স্যান্টনার ৬/১০৪, প্যাটেল ২/৪৩, ফিলিপস ১/৬০)।
ফল : নিউজিল্যান্ড ১১৩ রানে জয়ী।
সিরিজ : ৩-ম্যাচ সিরিজে নিউজিল্যান্ড ২-০ এগিয়ে।
ম্যাচসেরা : মিচেল স্যান্টনার।

আবারও সাজিদ-নোমান

রাওয়ালপিন্ডি টেস্ট

খেলা ডেস্ক

৩৬ রানের লক্ষ্য, হাতে তিন দিনের মতো সময়। শান মাসুদকে দেখে অবশ্য মনে হচ্ছিল, এই ম্যাচ ৩ ওভারের মধ্যে না জিতলে বুঝি পাকিস্তানের সর্বনাশ হয়ে যাবে। তৃতীয় ওভারের প্রথম বলেই সাইম আইয়ুব ফেরার পর ক্রিজে এসে জ্যাক লিচকে টানা চারটা চার মারলেন। শেষ বলটা ছক্কা হলে ওই ওভারেই খেলা শেষ হয়ে যায়। হলো না। তবে ১ রান নিয়ে স্ট্রাইক নিজের কাছেই রাখলেন পাকিস্তান অধিনায়ক। লিচ বেঁচে গেলেও ছক্কা খেলেন শোয়েব বশির, পরের ওভারের প্রথম বলেই তাঁকে লং অফ দিয়ে উড়িয়ে ম্যাচ শেষ করে দিলেন শান মাসুদ। ১৯ বলেই যখন পাকিস্তান লক্ষ্য পেরিয়ে যায়, রাওয়ালপিন্ডি টেস্টে তখনো আট সেশনের বেশি বাকি!

শান মাসুদের এত তাড়াহুড়ো কি জেদ চেপে গিয়েছিল বলে? অস্ট্রেলিয়ায় ধবলধোলাই হয়ে আসার পর বাংলাদেশের কাছে ঘরের মাঠে আবার ধবলধোলাই। এরপর ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এই সিরিজে প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসেও ৫৫৬ রান করে ইনিংস হার! পাকিস্তান ক্রিকেট তলানিতে চলে গেছে কি না, শান মাসুদ অধিনায়ক হিসেবে যোগ্য কি না—এসব প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল। ৪টা চার ও ১ ছক্কায় ৬ বলে ২৩ রানের ওই ইনিংসে যেন সেসব প্রশ্নের জবাব দিতে চাইলেন মাসুদ। রাওয়ালপিন্ডিতে ৯ উইকেটের জয়ে পাকিস্তান তিন ম্যাচের সিরিজও জিতে নিয়েছে ২-১ ব্যবধানে। ২০২১ সালের পর ঘরের মাঠে যেটি পাকিস্তানের প্রথম সিরিজ জয় এবং অধিনায়ক হিসেবে মাসুদেরও প্রথম, সেই বিশেষ, সেটি বলেছেন আলাদা করে, 'আমার জন্য, এই দলের খেলোয়াড়দের জন্য, আমাদের ম্যানেজমেন্টের জন্য এটা বিশেষ। এই জয়টা আসলে পাকিস্তানের ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য, যারা আমাদের সঙ্গেই অনেক ভুগেছে।' সিরিজ-সেরা সাজিদ অবশ্য তাঁর পুরস্কারের সমান দাবিদার মনে করেন ১৯ উইকেট নেওয়া নোমানকেও, 'নোমান ভাই এখন আমাদের সবচেয়ে অভিজ্ঞ স্পিনারদের একজন। এই ট্রফিটা তাঁরও পাওনা।' এ রকম অসাধারণ সিরিজ জয়ের পর অবশ্য ব্যক্তিগত প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি নিয়ে কারও মধ্যেই আক্ষেপ থাকার কথা না।

সিরিজের নায়ক অবশ্য তিনি নন। শেষটা তাঁর ছক্কায় হলেও সিরিজটা আসলে দুই পাকিস্তানি স্পিনার নোমান আলী ও সাজিদ খানের। মুলতানে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে দুজন মিলে নিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের ২০ উইকেট, রাওয়ালপিন্ডিতে নিলেন ১৯টি। এই দুই টেস্টে ইংল্যান্ডের ৪০ উইকেটের মাত্র একটিই নিয়েছেন অন্য কোনো বোলার—সেই জাহিদ মেহমুদও স্পিনার। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারানোর পর দেশের মাটিতে এটি পাকিস্তানের প্রথম সিরিজ জয়। পাকিস্তানের প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি সৌদ শাকিলকে ম্যাচসেরার পুরস্কার এনে দিয়েছে, ২০ উইকেট নিয়ে সিরিজ-সেরা সাজিদ খান।

ম্যাচের পর পাকিস্তান অধিনায়কও সবার আগে বললেন সিরিজ জয়ের এই নায়কদের কথাই, 'শাকিলের এই সেঞ্চুরিটা আমার দেখা অন্যতম সেরা। ৭০টার মতো সিঙ্গেল নিয়েছে, কী দারুণ পারফরম্যান্স! সাজিদ-নোমান—এই দুজনকে নিয়ে কী আর বলব! সাজিদ তো অবিশ্বাস্য, নোমানকে দেখেও মনে হয়নি অনেক দিন পর দলে ফিরেছে।' এই জয় তাঁর জন্যও যে

> **০**
> রাওয়ালপিন্ডি টেস্টে একটি বলও করেননি পাকিস্তানের পেসাররা। টেস্ট ইতিহাসে মাত্র দ্বিতীয়বার ঘটল এমন ঘটনা। প্রথমবার ২০১৮ সালে মিরপুরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে বাংলাদেশ।

সংক্ষিপ্ত | স্কোর

ইংল্যান্ড : ২৬৭ ও ১১২/১০ (রুট ৩৩, ব্রুক ২৬; নোমান ৬/৪২, সাজিদ ৪/৬৯)। **পাকিস্তান ১ম ইনিংস :** ৩৪৪ ও ৩৭/১ (মাসুদ ২৩*, সাইম ৮; ১/২৭)।
ফল : পাকিস্তান ৯ উইকেটে জয়ী।
সিরিজ : পাকিস্তান ২-১ ব্যবধানে জয়ী
ম্যাচসেরা : সৌদ শাকিল।
সিরিজ-সেরা : সাজিদ খান।

নদীদূষণ বুড়িগঙ্গা নদীর পানিতে অবাধে রাসায়নিকযুক্ত পলিথিন পরিষ্কার করা হচ্ছে। এতে এসব রাসায়নিক নদীর পানির সঙ্গে মিশে জলজ পরিবেশ নষ্ট করছে। সৃষ্টি হচ্ছে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। সম্প্রতি রাজধানীর ইসলামবাগ এলাকাসংলগ্ন বুড়িগঙ্গা নদীতে। ছবি : জাহিদুল করিম

সরবরাহ কম, বাড়ছে পেঁয়াজের দাম

বাজার পরিস্থিতি

দুই সপ্তাহের ব্যবধানে মানভেদে পেঁয়াজের দাম কেজিতে ১০-২০ টাকা বেড়েছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বাজারে দুই সপ্তাহ ধরে বাড়ছে পেঁয়াজের দাম। দেশি পেঁয়াজের সরবরাহ কমায় পণ্যটির দাম বাড়ছে। মুরগি, ডিম ও আলুর দামও বাড়তির দিকে। তবে মরিচের দাম ২০০ টাকার নিচে নেমেছে। কমেছে অন্যান্য সবজির দামও।

বিক্রেতারা জানান, মৌসুম শেষে কৃষকের ঘরে এখন পেঁয়াজের মজুত কম। ফলে বাজারে দেশি পেঁয়াজের সরবরাহ কমেছে। আবার অতিবৃষ্টির কারণে নতুন পেঁয়াজ বপনে দেরি হচ্ছে। অন্যদিকে আমদানি করা পেঁয়াজের দামও কিছুটা বাড়তি। এসব কারণে বাজারে এখন পেঁয়াজের দাম বেশি। দুই সপ্তাহের ব্যবধানে মানভেদে পেঁয়াজের দাম কেজিতে ১০-২০ টাকা বেড়েছে।

গতকাল শনিবার রাজধানীর শেওড়াপাড়া, মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেট ও কল্যাণপুর নতুন বাজার ঘুরে দেখা গেছে, প্রতি কেজি দেশি পেঁয়াজ ১২৫-১৪০ ও আমদানি করা পেঁয়াজ ১০০-১২০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। তবে সপ্তাহ দুই আগে দেশি পেঁয়াজ ১১৫-১২৫ ও আমদানি করা পেঁয়াজ ৯০-১০০ টাকা ছিল। সরকারি সংস্থা ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) হিসাবে, গত এক মাসে দেশি পেঁয়াজের দাম সর্বোচ্চ ১৭ শতাংশ ও আমদানি করা পেঁয়াজের দাম ১০ শতাংশ বেড়েছে।

পেঁয়াজের অন্যতম উৎপাদনস্থল পাবনার সাঁথিয়া উপজেলার করমজা চতুরহাটের আড়তদার আবদুল মুন্নাফ বলেন, মাত্র এক দিনের ব্যবধানে গতকাল দেশি পেঁয়াজের দাম প্রতি মণে ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা বেড়েছে। এর কারণ, কৃষকের ঘরে এখন খাওয়ার পেঁয়াজ একেবারেই কম। যে পেঁয়াজ রয়েছে, তার বেশির ভাগই বেছন বা বীজ পেঁয়াজ।

অন্যদিকে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে পেঁয়াজের পাইকারি বিক্রেতা সজীব শেখ জানান, গতকাল পাইকারিতে দেশি পেঁয়াজ ১৩০-১৪০ ও আমদানি করা ভারতীয় পেঁয়াজ ১০০-১১০ টাকা কেজি বিক্রি হয়েছে। সজীব শেখ বলেন, মৌসুম শেষ হওয়ায় বাজারে দেশি পেঁয়াজের সরবরাহ বাড়ার সম্ভাবনা নেই। এখন আমদানি করা পেঁয়াজ বেশি না এলে দাম আরও বাড়তে পারে।

পণ্য	গতকালের দাম	গত সপ্তাহের দাম
পেঁয়াজ (দেশি)	১২৫-১৪০	১১৫-১২৫
পেঁয়াজ (আমদানি)	১০০-১২০	৯০-১০০
ডিম (ডজন)	১৫৫-১৬০	১৪৫-১৫৫
কাঁচা মরিচ	১৬০-১৮০	২৫০-৩০০
ব্রয়লার মুরগি	১৯০-২১০	২০০-২১০
সোনালি মুরগি	৩০০-৩২০	২৯০-৩০০

হিসাব কেজিপ্রতি টাকায়

মুরগির দাম চড়া

মাসখানেক ধরেই বাজারে উচ্চ দামে বিক্রি হচ্ছে ব্রয়লার ও সোনালি মুরগি। এর মধ্যে বেশি বেড়েছে সোনালি মুরগির দাম। বাজার ঘুরে দেখা গেছে, প্রতি কেজি ব্রয়লার মুরগি এখন ১৯০-২১০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। দেড় মাস আগে তা ২০-৩০ টাকা কমে পাওয়া যেত। অন্যদিকে গতকাল সোনালি মুরগি বিক্রি হয়েছে ৩০০-৩২০ টাকায়, যা দেড় মাস আগে ২৫০-২৬০ টাকা ছিল।

এদিকে ডিমের দাম বেড়ে যাওয়ায় সম্প্রতি শুল্ক কমানোসহ বাজারে পণ্যটির সরবরাহ বাড়ানোর উদ্যোগ নেয় সরকার। এতে দাম কমে ডজন ১৪৫-১৫০ টাকায় নামে। তবে গত কয়েক দিনে এর দাম কিছুটা বেড়েছে। গতকাল ঢাকার বিভিন্ন বাজারে এক ডজন ডিম ১৫৫-১৬০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। সরকারের কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বেঁধে দেওয়া দাম অনুসারে খুচরা পর্যায়ে এক ডজন ডিম ১৪৩ টাকা, প্রতি কেজি ব্রয়লার মুরগি ১৮০ টাকা ও সোনালি মুরগি ২৭০ টাকায় বিক্রি হওয়ার কথা। বাজারে চালের দামও ঊর্ধ্বমুখী। বিক্রেতারা জানিয়েছেন, দুই সপ্তাহের ব্যবধানে খুচরা পর্যায়ে মোটা ও মাঝারি চালের দাম কেজিতে ২-৪ টাকা বেড়েছে।

দাম কমেছে মরিচ-সবজির

সপ্তাহের ব্যবধানে বাজারে কাঁচা মরিচের দাম কেজিতে প্রায় ১০০ টাকা কমেছে। গতকাল ঢাকায় বাজারভেদে এক কেজি মরিচ ১৬০-১৮০ টাকায় বিক্রি হয়েছে, যা গত সপ্তাহে ২৫০-৩০০ টাকা ছিল। অবশ্য চলতি মাসের মাঝামাঝি সময়ে মরিচের দাম আরও বেশি ছিল, তখন খুচরা বাজারে সর্বোচ্চ ৬০০ টাকা দরেও মরিচ বিক্রি হয়েছিল। ব্যবসায়ীরা জানান, বাজারে দেশি মরিচের সরবরাহ কম। তবে ভারত থেকে আমদানি বাড়ায় দাম কমেছে।

সাধারণ ক্রেতারা কিছুটা স্বস্তি পাবেন সবজির বাজারে গেলে। কারণ, সরবরাহ বাড়ায় বেশির ভাগ সবজির দাম কমেছে। যেমন এক সপ্তাহ আগে ঢাকার খুচরা বাজারে প্রতি কেজি ঢ্যাঁড়স, পটোল, মুলা, ধুন্দুল, চিচিঙ্গা ও ঝিঙে ৮০-১০০ টাকায় বিক্রি হয়েছিল। গতকাল এসব সবজি ৫০-৮০ টাকায় কেনা গেছে। একইভাবে গতকাল বেগুন ৮০-১৩০ টাকা, কাঁকরোল ও বরবটি ৮০-১০০ টাকা এবং করলা ৭০-৮০ টাকা কেজি বিক্রি হয়েছে। এক সপ্তাহের মধ্যে এসব সবজির দাম কেজিতে ২০-৫০ টাকা কমেছে। এ ছাড়া প্রতিটি লাউ ৪০-৫০ টাকা, পেঁপে ৩০-৪০ টাকা কেজি বিক্রি হয়েছে। অবশ্য বাজারে বিভিন্ন প্রকার শাকের দাম এখনো চড়া।

বিক্রেতারা বলছেন, বছরের এই সময়ে বাজারে শীতের শাকসবজি চলে আসার কথা। তবে বন্যা-বৃষ্টির কারণে তা আসতে দেরি হয়েছে। এ কারণে গত কয়েক দিন সবজির দাম বেশি ছিল। বাংলাদেশ কাঁচামাল আড়ত মালিক সমিতির সভাপতি মো. ইমরান মাস্টার বলেন, বর্তমানে বাজারে শীতের সবজি অল্প পরিমাণে আসতে শুরু করেছে। দুই সপ্তাহের মধ্যে সরবরাহ অনেক বাড়বে। তখন সবজির দাম আরও কমে আসবে।

কমলা হ্যারিস

ডোনাল্ড ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

রিপাবলিকান 'দুর্গে' ভোটারের মন জিততে চান কমলা হ্যারিস

রয়টার্স, *হিউস্টন*

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে টেক্সাস অঙ্গরাজ্য। রিপাবলিকান পার্টির 'দুর্গ' হিসেবে পরিচিত এই অঙ্গরাজ্যের ভোটারদের মন জয় করতে চান কমলা। ট্রাম্পও এ অঙ্গরাজ্য হাতছাড়া করতে চান না। নির্বাচন সামনে রেখে গত শুক্রবার ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী কমলা হ্যারিস ও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী রিপাবলিকান পার্টির ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রচারকাজে ব্যস্ত ছিলেন। দুজনই এদিন নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গরাজ্য হিসেবে পরিচিত টেক্সাসে প্রচার চালান।

গর্ভপাত প্রায় পুরোপুরি নিষিদ্ধ করে প্রথম আইন প্রণয়ন করা অঙ্গরাজ্য টেক্সাস অনেক আগে থেকেই রিপাবলিকানদের দখলে। ১৯৭৬ সাল থেকে কোনো প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির কোনো প্রার্থী জয় পায়নি এই অঙ্গরাজ্যে। রিপাবলিকান প্রার্থী ট্রাম্প এবারও যে অঙ্গরাজ্যটির ৪০ ইলেকটোরাল কলেজ ভোট পেতে যাচ্ছেন, তা অনেকটা নিশ্চিত। তবে আগামী ৫ নভেম্বরের নির্বাচন সামনে রেখে টেক্সাসের ভোটারদের মন জয় করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন ডেমোক্র্যাটরা।

তারকা সংগীতশিল্পী বিয়ন্সের জন্ম হিউস্টনে। নিজ জন্মশহরে গত শুক্রবার কমলা হ্যারিসের সঙ্গে মঞ্চে ওঠেন এবং উপস্থিত লোকজনের সঙ্গে কমলার পরিচয় করিয়ে দেন। বিয়ন্সের 'ফ্রিডম' গানটি রেকর্ড করার জন্য কমলা মঞ্চে উঠেছিলেন। গানটিকে তাঁর নির্বাচনী প্রচার সংগীত করা হয়েছে। যদিও মঞ্চে গান করেননি কমলা।

অনুষ্ঠানে দেওয়া বক্তব্যে কমলা আশঙ্কা প্রকাশ করেন, সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচিত হলে তিনি ও রিপাবলিকানরা মিলে গর্ভপাতের অধিকারের বিরুদ্ধে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেন। টেক্সাসে গর্ভপাতবিরোধী আইন পাস হওয়ার পর যেসব নারী ভুক্তভোগী হয়েছেন, তাঁরা ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। কমলার প্রচারশিবিরের একটি সূত্র এসব তথ্য জানিয়েছে।

কমলা হ্যারিস বলেছেন, 'টেক্সাস অঙ্গরাজ্যজুড়ে এবং আমাদের দেশে যা কিছু হচ্ছে, তা স্বাস্থ্য সুরক্ষাজনিত সংকট। আর ডোনাল্ড ট্রাম্প এসবের মূল কারিগর।'

২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে টেক্সাসেই প্রথম ওই ধরনের আইন প্রণয়ন করা হয়। আইন অনুযায়ী, গর্ভাবস্থার ছয় সপ্তাহ পার হয়ে গেলে গর্ভপাত নিষিদ্ধ। ওই আইনের আওতায় চাইলে যে কেউই গর্ভপাতের রোগী ও তাঁকে সহায়তাকারীর বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবেন।

ট্রাম্পও টেক্সাসে গত শুক্রবার প্রচার চালিয়েছেন। পথে তিনি জনপ্রিয় পডকাস্ট 'দ্য জো রোগান এক্সপেরিয়েন্স'-এর একটি পর্ব রেকর্ডের জন্য অস্টিনে থামেন। সঞ্চালক রোগানকে তিন ঘণ্টা সাক্ষাৎকার দেওয়ার পর গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গরাজ্য মিশিগানে যান ট্রাম্প। ইরানে ইসরায়েলের হামলার প্রসঙ্গ টেনে শুক্রবার রাতে তিনি বলেন, 'আমাদের একটা যুদ্ধ চলছে আর তিনি (কমলা) পার্টি করছেন।'

এদিকে নিউইয়র্ক টাইমস ও সিয়েনা কলেজের এক জরিপ কমলার জন্য দুঃসংবাদ দিচ্ছে। গত চারবারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটরাই পপুলার ভোটে জিতে আসছেন। তবে নিউইয়র্ক টাইমস-এর জরিপে দেখা যাচ্ছে, কমলা আশানুরূপ ব্যবধান বাড়াতে পারেননি। ফলে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্যগুলোতে তিনি জিতে যাবেন, সে রকম ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে না।

» অকারণে আতঙ্কে ডেমোক্র্যাটরা পৃষ্ঠা ১৩

জলচর পাখি

রাজশাহীর শিমলা পার্কে খাদ্য খোঁজায় ব্যস্ত রাঙা খেনি। ছবি : লেখক

চাঁপাইনবাবগঞ্জের বাবুডাইংয়ের সর্পিল খাঁড়িতে একটি কাগ। ছবি : লেখক

আমাদের লালচে ডাহুকেরা

আ ন ম আমিনুর রহমান, *পাখি ও বন্য প্রাণী প্রজনন ও চিকিৎসাবিশেষজ্ঞ*

দিনভর বাইক্কা বিলে জলচর পাখির ছবি তুলে শ্রীমঙ্গলের পথে রওনা হয়েছি। সঙ্গে আবদুর রউফের অটোরিকশা থাকা সত্ত্বেও অর্ধকিলোমিটার পথ হেঁটে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। এতে আশপাশের পুকুর ও মাছের ঘেরে থাকা পাখিগুলোর খোঁজখবর নেওয়া যাবে। হাঁটতে হাঁটতে বড় একটি পুকুরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎই পানিতে ভাসমান শুকনো কচুরিপানার মধ্যে কিছু একটা নড়তে দেখে সেদিকে ক্যামেরা তাক করলাম। কিন্তু পাখিটি অতি সতর্ক। কচুরিপানার আড়ালে ছদ্মবেশীর মতো হেঁটে বেড়াচ্ছে। মাথা ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না, কয়েকটি ক্লিক করলাম। হায় কপাল! ছবিতে এক টুকরা লাল ছাড়া আর কিছুই এল না। এমন সময় পাশ দিয়ে বেসুরো ভট্‌ ভট্‌ শব্দে একটি অটোরিকশা চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে টুকটুকে রাঙা পাখিটি কচুরিপানার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল, আর এল না।

বছরখানেক পর পাখিটিকে আবার দেখলাম রাজশাহী শহরসংলগ্ন শিমলা পার্কে ঘাসবনের মাঝে একচিলতে জলার পাশে। তবে এই পাখি ব্যতিক্রম। ঘণ্টাখানেক ওর একদম কাছে থাকলাম অথচ সে পালাল না। এরপর ২০২৩ ও ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে ওকে আবারও দেখলাম চট্টগ্রাম শহরের অনন্যা আবাসিক এলাকার হোগলাবনে।

টুকটুকে লাল এই পাখি এ দেশের সচরাচর দৃশ্যমান আবাসিক জলচর পাখি রাঙা খেনি। ওর আরও অনেক সুন্দর সুন্দর গ্রামীণ নাম প্রচলিত আছে। যেমন লাল খেনি, বিলেন হালতি, রাঙা উল্টি, বইদর, পিথা কাগ, লালবুক ঘুরঘুরি, রাঙাবুক বাদা কুক্কুট। পশ্চিমবঙ্গে লাল খয়রি নামে পরিচিত। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার পাখি পর্যবেক্ষণের নিত্যসঙ্গী মো. কামাল পারভেজ ওর আরেকটি নাম বলল 'লাল ডাহুক'। নামটি আমার বেশ মনে ধরেছে। আসলে ডাহুক এই গোত্রেরই সদস্য। চেনার সুবিধার্থেই হয়তো ওরা এটিকে লাল ডাহুক বলে ডাকে।

এ দেশে লাল ডাহুক অর্থাৎ রাঙা খেনির আরও দুটি জাতভাই রয়েছে, যাদের পালকের রঙে লালচে-বাদামির প্রাধান্য। ওরা সবাই ডাহুকের গোত্র অম্বকুক্কুট, জলমুরগি বা রেলিডির সদস্য। মূলত জলচর হলেও স্থলেও বিচরণ করে। ছোট থেকে মাঝারি আকারের পাখিগুলোর চঞ্চু খাটো, ডানা চওড়া, লেজ খাটো, পা মোটামুটি লম্বা ও শক্তিশালী। পাখিগুলো অত্যন্ত লাজুক। তাই সচরাচর ডাক শোনা গেলেও সহজে চোখে পড়ে না। এখানে এই তিন প্রজাতির পাখির সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরছি।

ফকিরহাটের সাতশৈয়া গ্রামে ডিমে তা দিচ্ছে রাঙা হালতি। ছবি : লেখক

এক. রাঙা খেনি (রাডি-ব্রেস্টেড ক্রেক) : লেখার শুরুতে যে পাখিটির কথা বলেছি, এটিই সেই রাঙা খেনি বা লালবুক ঘুরঘুরি। বৈজ্ঞানিক নাম *Zapornia fusca*। প্রধানত খুলনা, সিলেট, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগের হাওর, বিল, নলবন ও জলাভূমিতে দেখা যায়। প্রাপ্তবয়স্ক পাখির দেহের দৈর্ঘ্য ২১ থেকে ২৩ সেন্টিমিটার। ওজন ৬০ থেকে ৮০ গ্রাম। বাংলাদেশসহ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে দেখা যায়।

দুই. রাঙা হালতি (স্লেটি-লেগড বা ব্যান্ডেড ক্রেক) : লালচে রঙের বিরল আবাসিক পাখিটি বড় হালতি নামেও পরিচিত। ২০১২ সালে পাখিটির প্রজনন প্রতিবেশ নিয়ে গবেষণা করার সময় ওকে প্রথম দেখি বাগেরহাট জেলার ফকিরহাটের সাতশৈয়া গ্রামে। এ ছাড়া মধুপুর ও খাগড়াছড়িতেও দেখার তথ্য রয়েছে। বৈজ্ঞানিক নাম *Rallina eurizonoides*। দৈর্ঘ্য ২১ থেকে ২৫ সেন্টিমিটার। ওজন ১০০ থেকে ১৮০ গ্রাম। বাংলাদেশ ছাড়াও দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বাস করে।

তিন. কাগ (ব্রাইন ক্রেক বা বুশ-হেন) : অতি বিরল আবাসিক পাখিটির অন্য নাম বাদামি ঘুরঘুরি বা খেনি। বৈজ্ঞানিক নাম *Zapornis akool*। আঠারো শ বায়ান্ন সালে ব্রিটিশ প্রকৃতিবিদ ভারতের ৩৮ বেঙ্গল রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন রবার্ট সি টিটলার ঢাকায় পাখিটির উপস্থিতির কথা বলেন। দীর্ঘ ১৬৭ বছর পর ২০১৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারি চাঁপাইনবাবগঞ্জের বাবুডাইংয়ের সর্পিল এক খাঁড়ি থেকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজের ডেন্টাল ইউনিটের প্রভাষক ডা. নূর-এ-সাউদ পাখিটিকে ক্যামেরাবন্দী করেন। এর দুই সপ্তাহ পর আমি ওর ছবি তুলি। পরে পাখিটিকে শেরপুরেও দেখা যায়। পাখিটির দৈর্ঘ্য ২৫ থেকে ২৮ সেন্টিমিটার। ওজন ১১০ থেকে ১৭০ গ্রাম। বাংলাদেশ ছাড়াও পাকিস্তান, ভারত, মিয়ানমার ও ভিয়েতনামে দেখা যায়।

নরসিংদীতে ট্রাকের চাপায় অটোরিকশার ৬ যাত্রী নিহত

সড়ক দুর্ঘটনা

নরসিংদীসহ তিন জেলায় নিহত ৯। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন এক দম্পতি ও কলেজশিক্ষক।

প্রথম আলো ডেস্ক

নরসিংদীর শিবপুরে পণ্যবাহী ট্রাকের চাপায় এক দম্পতিসহ সিএনজিচালিত অটোরিকশার ছয় যাত্রী নিহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার বেলা একটার দিকে উপজেলার পচারবাড়ি এলাকায় ইটাখোলা-মনোহরদী সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

এ ছাড়া গত শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে গতকাল দুপুর পর্যন্ত নরসিংদীতে আরেকজনসহ দেশের তিন জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় আরও তিনজন নিহত হয়েছেন। *প্রথম আলোর* সংশ্লিষ্ট স্থানের **প্রতিনিধি**দের পাঠানো খবর।

নরসিংদীতে গতকালের দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিরা হলেন নরসিংদী সরকারি মহিলা কলেজের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রভাষক এবং শিবপুরের বৈলাব এলাকার বাসিন্দা মো. আবু বকর ছিদ্দিক (৪০), মনোহরদী উপজেলার বগাদী এলাকার ছমির উদ্দিনের মেয়ে মারুফা আক্তার (২৩), রায়পুরার মির্জারচরের বাসিন্দা ফারুক মিয়া (৫৫), তাঁর স্ত্রী নয়নতারা বেগম (৪৫), মনোহরদীর চুলা এলাকার শান্ত চন্দ্র ঘোষ (২৭) ও শিবপুরের সাতপাড়া এলাকার বাসিন্দা ও অটোরিকশার চালক শাহীন মিয়া (৩৫)।

নরসিংদী সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ বিথীকা রানী দেবনাথ বলেন, আবু বকর ৩৪তম বিসিএসের সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে নিয়োগ পেয়েছিলেন। তিনি পরীক্ষার দায়িত্ব পালনের জন্য কলেজে আসছিলেন। আবু বকর কলেজের একমাত্র ছাত্রীনিবাসের হোস্টেল সুপারের দায়িত্বেও ছিলেন।

নিহত মারুফা আক্তারের ভাই মো. শাহজাহান বলেন, ফারুক মিয়া-নয়নতারা দম্পতি তাঁদের সৌদি আরবপ্রবাসী ছেলে রেজাউলের জন্য মারুফাকে বউ হিসেবে পছন্দ করে রেখেছিলেন। রেজাউল দেশে ফিরলেই তাঁদের বিয়ের তারিখ ঠিক হওয়ার কথা ছিল। একটি বিয়ের দাওয়াতে অংশ নিতে মারুফাকে সঙ্গে নেন ফারুক ও নয়নতারা দম্পতি।

নিহত শান্ত ঘোষের স্বজনেরা জানান, শান্তর বাবা একটি মিষ্টির দোকানের কর্মচারী ছিলেন। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় পরিবারের দায়িত্ব শান্তর কাঁধে। রাজমিস্ত্রির জোগালি হিসেবে কাজ করা শান্ত সম্প্রতি বিসিকের একটি কারখানায় কাজ পেয়েছিলেন। তিনি কাজে যেতে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন।

ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে সিএনজিচালিত অটোরিকশার ছয়জন নিহত হন। গতকাল দুপুরে নরসিংদীর শিবপুরে। ছবি : প্রথম আলো

শিবপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. আফজাল হোসাইন *প্রথম আলো*কে বলেন, ওই ছয়জন ঘটনাস্থলেই নিহত হন। ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে। চালককে আটকের চেষ্টা চলছে।

এর আগে গত শুক্রবার সন্ধ্যায় নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার মাহমুদাবাদ এলাকায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের বাসচাপায় নিহত হন পথচারী সুমা আক্তার (৩০)। এ সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি উল্টে ১০ যাত্রী আহত হন। সুমা ওই এলাকার মো. হোসেন মিয়ার স্ত্রী।

এদিকে নীলফামারীর জলঢাকা পৌরসভার পেট্রলপাম্প মোড় এলাকায় গতকাল দুপুরে পাথরবোঝাই ট্রাকের চাপায় নিহত হন মোটরসাইকেল আরোহী তানজির মেহেদী হাসান (৩০)। তাঁর বাড়ি উপজেলার মীরগঞ্জ ইউনিয়নে।

স্বজনেরা জানান, মেহেদীর স্ত্রী স্নাতক (পাস) দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষার্থী। তাঁকে পরীক্ষাকেন্দ্রে দিয়ে ফেরার পথে একটি অটোরিকশাকে অতিক্রম করতে গিয়ে তিনি মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কে ছিটকে পড়েন। এ সময় ট্রাকটি তাঁকে চাপা দেয়।

নেত্রকোনার মদন উপজেলার বৈশ্যবাড়ি এলাকায় গতকাল দুপুরে ট্রলির সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হন সিএনজিচালিত অটোরিকশার যাত্রী হাফিজুর রহমান (৫৪)। এ ঘটনায় অটোরিকশার চালক, এক কিশোরীসহ তিন নারী যাত্রী আহত হন।

নিহত হাফিজুরের বাড়ি কেন্দুয়া উপজেলার চিতুলিয়া গ্রামে। পুলিশ জানায়, আহত ব্যক্তিদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

দুই দিনের জন্য হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী কুন্ডুবাড়ির মেলা

প্রতিনিধি, *মাদারীপুর*

মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলার ঐতিহ্যবাহী কুন্ডুবাড়ির মেলা দুই দিনের জন্য অনুষ্ঠিত হবে। গতকাল শনিবার বিকেলে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এক জরুরি সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর আগে স্থানীয় কয়েকজনের আপত্তির মুখে এ মেলা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল প্রশাসন।

মেলার অনুমতি দেওয়ার বিষয়টি গতকাল সন্ধ্যায় *প্রথম আলো*কে নিশ্চিত করেছেন কালকিনি পৌরসভার প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) উত্তম কুমার দাশ।

উপজেলা প্রশাসন, মেলার আয়োজক ও স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ৩১ অক্টোবর হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব দীপাবলি ও কালীপূজা অনুষ্ঠিত হবে। এই উৎসব ঘিরে ভূরঘাটা এলাকায় এ মেলার আয়োজন করা হয়। তাঁদের ভাষ্য, প্রায় ২৫০ বছর ধরে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। তবে এবার স্থানীয় ১২ জন কয়েকটি কারণ উল্লেখ করে মেলাটি বন্ধের দাবি জানান। পরে পৌর ও উপজেলা প্রশাসন সভা করে বৃহস্পতিবার এই মেলা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয়; যা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সমালোচনার মুখে পড়ে প্রশাসন।

মেলাটি চালু করতে স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন জেলা প্রশাসক মোছা. ইয়াসমিন আক্তারের কাছে যান। পরে গতকাল বিকেলে জেলা প্রশাসক তাঁর কার্যালয়ে মেলা আয়োজনের বিপক্ষের লোকজন নিয়ে জরুরি সভার আয়োজন করেন।

ওই সভায় অংশ নেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মাদারীপুর জেলা শাখার সভাপতি আজিজুল হক মল্লিক। তিনি মুঠোফোনে *প্রথম আলো*কে বলেন, 'পূজা নিয়ে আমাদের আপত্তি নেই। মেলা নিয়ে আমাদের স্থানীয় নেতা-কর্মীদের আপত্তি থাকায় তাঁরা অভিযোগ দিয়েছেন। সভায় মন্দিরের লোকজন ছিলেন, তাঁরা জানিয়েছেন, পূজার সঙ্গে মেলার সম্পর্ক নেই। সব শুনে ডিসি মহোদয় যদি মেলার অনুমতি দেন, তাহলে সেটা তাঁর এখতিয়ারের মধ্যে দেবেন।'

পূজা উদ্‌যাপন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিমল কুন্ডু বলেন, 'কালীপূজা ঘিরেই এই মেলায় নিত্যপ্রয়োজনীয় সব ধরনের জিনিসপত্র ওঠে। রাতে কিছু মানুষ ব্যানার টাঙিয়ে মেলা বন্ধের ঘোষণা দিয়ে গেছে। এটা দেখে আমরা অবাক হয়েছিলাম।'

ইউএনও উত্তম কুমার দাশ *প্রথম আলো*কে বলেন, জেলা প্রশাসক দুই দিনের জন্য মেলা চালানোর অনুমতি দেবেন বলে নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজ রোববার মেলা আয়োজনের পক্ষের লোকজন নিয়ে সভা হবে।

মোহাম্মদপুরে হঠাৎ বেড়েছে অপরাধ

আইনশৃঙ্খলা

ছিনতাই-ডাকাতি ও হত্যা বেড়ে যাওয়ায় এলাকাবাসী উদ্বিগ্ন। সন্ত্রাসমুক্ত মোহাম্মদপুরের দাবিতে থানার সামনে শতাধিক মানুষের প্রতিবাদ।

নজরুল ইসলাম, *ঢাকা*

বেসরকারি একটি টেলিভিশনে প্রচারিত খবরে দেখা যায়, একটি সুপারশপে মুখোশ পরা ডাকাতেরা চাপাতি দেখিয়ে কর্মচারীদের জিম্মি করে টাকা লুটে নিচ্ছে। শুক্রবার রাতে রাজধানীর মোহাম্মদপুরের বছিলার গার্ডেন সিটি এলাকায় ওই ঘটনা ঘটে।

২০ অক্টোবর সকালে মোহাম্মদপুর হাউজিং লিমিটেড এলাকায় দুটি মোটরসাইকেলে ছয়জন ছিনতাইকারী অস্ত্রের মুখে নেসলে কোম্পানির গাড়ি আটকে ১১ লাখ ৮৫ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়।

কেবল এ দুটি ঘটনাই নয়, মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তদের আবাসিক এলাকা হিসেবে পরিচিত রাজধানীর মোহাম্মদপুরে হঠাৎ খুনখারাবি, ছিনতাই ও ডাকাতি বেড়ে গেছে। এমন পরিস্থিতিতে সন্ত্রাসমুক্ত মোহাম্মদপুরের দাবিতে এলাকাবাসী গতকাল শনিবার বিকেলে মোহাম্মদপুর থানার সামনে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেছে। এমন অবস্থার জন্য তাঁরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে দায়ী করেছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দৃশ্যমান অগ্রগতির জন্য তাঁরা পুলিশকে তিন দিনের সময় বেঁধে দিয়েছে।

ভুক্তভোগীরা বলছেন, ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর রাজধানীতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এখনো স্বাভাবিক হয়নি। যানবাহন ও জনবল-সংকটে পুলিশের টহল কার্যক্রম পুরোদমে শুরু হয়নি। এই সুযোগে অপরাধী চক্র মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পকেন্দ্রিক যুবকদের কেউ কেউ অপরাধ তৎপরতায় যুক্ত হয়েছেন; আর মোহাম্মদপুরে কিছু এলাকায় গড়ে উঠেছে নতুন সন্ত্রাসী গ্রুপ। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর চাকরিচ্যুত সদস্যদের কেউ কেউ ডাকাতি ও ছিনতাইয়ে যুক্ত হয়েছে।

জানতে চাইলে মোহাম্মদপুর থানার ওসি আলী ইফতেখার হাসান গতকাল *প্রথম আলো*কে বলেন, নানা কারণে মোহাম্মদপুর আগে থেকেই রাজধানীর অপরাধপ্রবণ এলাকাগুলোর একটি। ১০ শীর্ষ সন্ত্রাসীর বৃত্তান্ত খোঁজ করলে দেখা যায়, এর মধ্যে ছয়জনের জন্ম মোহাম্মদপুরে। জনবল-সংকটের কারণে পুলিশ সেখানে ঠিকমতো টহল দিতে পারছে না।

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) হিসাব অনুযায়ী, ১ থেকে ২৫ অক্টোবর, অর্থাৎ গত ২৫ দিনে মোহাম্মদপুর থানায় চারটি হত্যাকাণ্ড, একটি ছিনতাই ও দুটি ডাকাতির মামলা হয়েছে। এর আগে সেপ্টেম্বর মাসে এই থানায় ১৭ খুন ও একটি ছিনতাইয়ের মামলা হয়।

সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির প্রতিবাদে মোহাম্মদপুর থানার সামনে বিক্ষোভ। গতকাল বিকেলে। দীপু মালাকার

সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা

মোহাম্মদপুরে সাম্প্রতিক সময়ে আলোচিত ডাকাতির ঘটনা ঘটে ১১ অক্টোবর। সেদিন রাত সোয়া তিনটার দিকে তিন রাস্তার মোড়ে বেড়িবাঁধ এলাকায় ব্যবসায়ী আবু বকরের বাসায় ও কার্যালয়ে ডাকাতি হয়। সেনাবাহিনী ও র‍্যাবের পোশাক পরা ডাকাতেরা নিজেদের যৌথ বাহিনী বলে পরিচয় দেয়। তারা ৭৫ লাখ টাকা ও ৭০ ভরি সোনা লুট করে বলে গৃহকর্তা ও পুলিশ সূত্র জানায়।

ডাকাতির ঘটনায় র‍্যাবের সাবেক একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাও জড়িত বলে তথ্য পেয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। সংশ্লিষ্ট সূত্র বলছে, লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদমর্যাদার ওই কর্মকর্তা র‍্যাব সদর দপ্তরের একটি শাখার প্রধান ছিলেন। এ ছাড়া এই ডাকাতির ঘটনায় র‍্যাব-৪-এ কর্মরত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কয়েকজন সদস্যের (নন-কমিশন্ড) নাম এসেছে। তাঁদের বিষয়ে র‍্যাব ও সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকেও ঘটনাটি তদন্ত করা হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র জানিয়েছে। এই ডাকাতির ঘটনায় আটজনকে গ্রেপ্তারের কথা জানিয়েছে র‍্যাব। মামলার তদন্ত সংস্থা ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি) তিনজনকে গ্রেপ্তারের কথা জানিয়েছে।

৫৬ সেকেন্ডের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। এতে দেখা যায়, বৃহস্পতিবার রাজধানীর মোহাম্মদপুর নবীনগর হাউজিং এলাকায় এক তরুণী হেঁটে যাচ্ছেন। এক তরুণ এসে তাঁর গতিরোধ করে। এরপর আরও তিনজন এসে ওই তরুণীকে টানাহেঁচড়া করতে থাকে, তাঁর কাঁধে থাকা ব্যাগ ছিনিয়ে নেয়। এ ঘটনায় পুলিশ এখনো কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

স্থানীয় জনতার প্রতিবাদ

গতকাল বিকেলে মোহাম্মদপুর থানার সামনে শতাধিক মানুষের প্রতিবাদ কর্মসূচিতে স্থানীয় জনতা বলেন, অপরাধীরা অস্ত্র প্রদর্শন করে চাঁদাবাজি করছে। এমনকি বিভিন্ন এলাকাভিত্তিক গ্যাংয়ের সদস্যরা গণডাকাতিও করছেন। কিন্তু পুলিশ তাঁদের আইনের আওতায় আনতে পারছে না।

স্থানীয়দের পক্ষে জাতীয় নাগরিক কমিটির কেন্দ্রীয় সদস্য মুতাসিম বিল্লাহ ডাকাতি ও ছিনতাই নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য পুলিশকে ৭২ ঘণ্টা সময় বেঁধে দেন। তিনি বলেন, এই সময়ের মধ্যে মোহাম্মদপুর এলাকায় পুলিশের টহল বাড়াতে হবে ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। কিশোর গ্যাং, চাঁদাবাজি ও সহিংসতা বন্ধ করতে হবে। দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ দেখা না গেলে ছাত্র-জনতা মোহাম্মদপুর থানায় অবস্থান করবে।

প্রতিবাদ কর্মসূচি শেষে স্থানীয় জনতা মোহাম্মদপুর থানার ওসি আলী ইফতেখার হাসানের কক্ষে বৈঠক করেন।

রাতে ৬ জন গ্রেপ্তার

তেজগাঁও বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার মো. রুহুল কবির খান গতকাল রাত ১২টার দিকে মুঠোফোনে *প্রথম আলো*কে জানান, মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পে গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। এতে তিনজন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। এরপর পুলিশ ও সেনাবাহিনী যৌথ অভিযান চালিয়ে ছয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে। অভিযান চলমান রয়েছে।

আজকের পত্রিকা এবং ইতিহাসের পাতা থেকে...

দৈনিক আপডেট

২৬ অক্টোবর, ২০২৪
১০ কার্তিক, ১৪৩১
২২ রবিউস সানি, ১৪৪৬

☑ শের-এ-বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক কবে জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর: ২৬ অক্টোবর, ১৮৭৩। (মৃত্যু: ২৭ এপ্রিল, ১৯৬২)

☑ বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের নতুন সভাপতির নাম কী?

উত্তর: সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান।

☑ বাংলাদেশে কতসালে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়?

উত্তর: ২০10 সালে।

☑ বর্তমান দেশে কতটি শিশু বিকাশ কেন্দ্র রয়েছে?

উত্তর: ৩৫টি। (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর)

☑ বাংলা চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি হীরালাল সেন কবে মৃত্যুবরণ করেন?

উত্তর: ২৬ অক্টোবর, ১৯১৭।

☑ জাতিসংঘের গবেষণা অনুযায়ী, ২১০০ সালে বৈশ্বিক তাপমাত্রা কী পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে?

উত্তর: ৩.১ ডিগ্রি।

☑ বিশ্ব স্ট্রোক দিবস কবে?

উত্তর: ২৯ অক্টোবর।

☑ বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে দামি কোম্পানির নাম কী?

উত্তর: nVIDIA। (বাজার মূল্য: ৩.৫৩ ট্রিলিয়ন ডলার)

বাংলাদেশ

১৮৭৩	শের-এ-বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক জন্মগ্রহণ করেন।
১৯৭৭	আধুনিক বাঙালি কবি ও লেখক জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র মৃত্যুবরণ করেন।

এছাড়াও এইদিনে আন্তর্জাতিক যেসব ঘটনা সংগঠিত হয়েছিল

১৯৫৬	আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থা (IAEA) গঠিত হয়।
১৯৭১	চীন জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে।
১৯৪৭	জম্মু ও কাশ্মীরের তৎকালীন অমুসলিম রাজা এ অঞ্চলকে ভারতের অংশ বলে ঘোষণা করেন। এরপর থেকে ভারত ও পাকিস্তান কাশ্মীরের মালিকানা নিয়ে তিনবার যুদ্ধ করেছে, এখনও বিরোধ চলছে।

২৫ অক্টোবর, শনিবার ২০২৪

আজকের
সংবাদপত্র থেকে MCQ

১. 'লোধি গার্ডেন' কোথায় অবস্থিত?

ক. ঢাকা　খ. দিল্লি
গ. পাঞ্জাব　ঘ. হরিয়ানা

২. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)-এর বর্তমান নির্বাহী চেয়ারম্যান কে?

ক. সারোয়ার বারী　খ. সালেহ উদ্দিন আহমেদ
গ. ড. মুহাম্মদ ইউনূস　ঘ. আশিক চৌধুরী

৩. ঐতিহাসিক 'লাহোর প্রস্তাব' কে উত্থাপন করেছিলেন?

ক. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ　খ. শেখ মুজিবুর রহমান
গ. আবুল হাশিম　ঘ. এ. কে. ফজলুল হক

৪. 'The Cruel Birth of Bangladesh' কার রচিত গ্রন্থ?

ক. অ্যান্থনি মাসকারেনহাস　খ. হেনরি কিসিঞ্জার
গ. আর্চার কে. ব্লাড　ঘ. তাহমিমা আনাম

৫. 'গালওয়ান উপত্যকা' নিয়ে কোন দুটো দেশের মধ্যে বিরোধ রয়েছে?

ক. জাপান ও চীন　খ. ভারত ও পাকিস্তান
গ. ভারত ও চীন　ঘ. মিয়ানমার ও ভারত

৬. প্রথম চীন-ভারত যুদ্ধ (Sino-Indian War) কখন হয়েছিল?

ক. ১৯৫০ সালে　খ. ১৯৬২ সালে
গ. ১৯৭৭ সালে　ঘ. ২০২০ সালে

৭. পানামা খাল কোন কোন সাগরকে যুক্ত করেছে?

ক. আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগর
খ. ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগর
গ. প্রশান্ত মহাসাগর ও আর্কটিক মহাসাগর
ঘ. ভারত মহাসাগর ও লোহিত সাগর

৮. পানামা খাল কোন দেশের মালিকানাধীন?

ক. মিশর　খ. যুক্তরাষ্ট্র
গ. গায়ানা　ঘ. পানামা

৯. 'সাসকাচুয়ান' কোন দেশের প্রদেশ?

ক. চীন　খ. দক্ষিণ কোরিয়া
গ. রাশিয়া　ঘ. কানাডা

১০. নিচের কোনটি রাষ্ট্রায়ত্ত মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর?

ক. সিটিসেল　খ. রবি
গ. গ্রামীণফোন　ঘ. টেলিটক

সঠিক উত্তর:

১. খ	২. ঘ	৩. ঘ	৪. গ	৫. গ	৬. খ	৭. ক	৮. ঘ	৯. ঘ	১০. ঘ

‘বাংলার বাঘকে’ জন্মদিনে বিনম্র শ্রদ্ধা

বাংলার খেটে খাওয়া সাধারণ জনগণের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গকারী এক মহান রাজনীতিবিদ ছিলেন **শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক। ১৮৭৩** সালের **২৬** অক্টোবর বরিশালের সাতুরিয়াতে তাঁর জন্ম।

১৯২৪ সালের **১** জানুয়ারি তিনি অবিভক্ত বাংলার শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হন। শেরে বাংলা **১৯৩৬** সালে কৃষক প্রজা পার্টি নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন এবং পরবর্তীতে কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হন। **১৯৩৭ সালের ১ এপ্রিল তিনি অবিভক্ত বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন।** এছাড়াও তিনি পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী **(১৯৫৪)**, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী **(১৯৫৫)** এবং গভর্নর **(১৯৫৬-৫৮)** ছিলেন।

বাংলার মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি জনগণের কল্যাণে ঋণ সালিশি আইন, প্রজাস্বত্ব আইন এবং মহাজনি প্রথা বাতিল আইন প্রবর্তন করেন। বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের জন্য **১৯৩৮** সালে ‘ফ্লাউড কমিশন’ গঠন করেন এবং যার ফলশ্রুতিতে **১৯৩৮** সালের **১৮** আগস্ট জমিদারি প্রথা বন্ধ করা হয়।

১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ শেরে বাংলা বিখ্যাত লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন যেখানে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহ নিয়ে একাধিক রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব ছিল। তিনি Bengal Today **(১৯৪৪)** নামক গ্রন্থ রচনা করেন।